



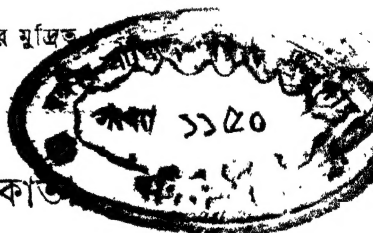
বিরাটপৰ্ব ।

মহাকবি বেদব্যাস বিরচিত মহাভারতান্তর্গত
বিরাটপর্বের অনুবাদ ।

শ্রী হরিনাথ ন্যায়রত্ন প্রণীত ।

চতুর্থ বার মুদ্রিত ।

কলিকাতা



মিরজাপুর, অপর সরকারিউলর রোড, নং ৫৮৫ ।

বিদ্যারত্ন যন্ত্র ।

সন ১২৬৯ । পৌষ ।

মূল্য ৯০ (আট আনা) ।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

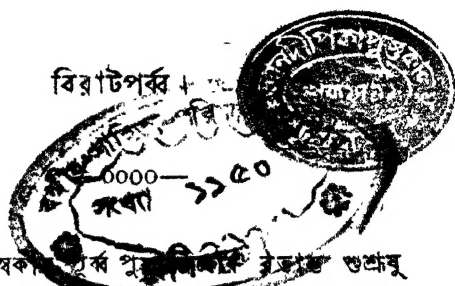


এই বিরাটপূৰ্ণ পুস্তক যখন প্রথম মুদ্রিত হয়, তৎ-
কালে ইহা যে সাধারণ-স্কুলে প্রচলিত হইবে এমত
আশা করি নাই, এনিমিত্ত ৫০০ শত খানি মাত্র মুদ্রিত
করিয়াছিলাম। কিন্তু বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহোদয়গণ
এতৎপাঠে পরিতুষ্ট হইয়া ইহা ছাত্রগণের পাঠগ্রন্থ-
মধ্যে পরিগৃহীত করাতে সে সমুদায় এক বৎসরের মধ্যে
উচিয়া গিয়াছে, এবং পুনরবার অধিক সংখ্যক পুস্তক
আবশ্যক হইয়াছে, আমি এই নিমিত্ত ইহা দ্বিতীয়বার
১০০০ মুদ্রিত করিলাম। প্রথম বারে যে সকল স্থান
কিছু দুর্বোধ হইয়াছিল, তাহা সহজ-ভাষায় পরিবর্তিত
করা হইল, এবং ভ্রমপ্রমাদ-বশতঃ যে সকল স্থলে মূল্য-
বর্ণের যৎকিঞ্চৎ বিসঙ্গতি হইয়াছিল তাহা সুসঙ্গত করা
হইল।

অমুবাদ-কালে বিখ্যাত নৈয়ায়িক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত
নন্দকুমার নায়চুধু মহাশয় আমার যথেষ্ট আনুকূল্য
করিয়াছেন, এবং সংস্কৃত কালেজের সাহিত্য শাস্ত্রা-
ধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়
ইহার আদ্যোপান্ত পরিশুদ্ধ করিয়াছেন।

প্রথম বারে ইহার মূল্য এক টাকা নির্দ্ধারিত ছিল,
কিন্তু এই মূল্যে ইহা গ্রহণ করা পাঠশালার বালক-
দিগের পক্ষে ক্লেশকর হইবে বলিয়া এবারে অর্দ্ধমুদ্রা-
মাত্র নির্দ্ধারিত করা হইল।

শ্রী হরিনাথ শর্মা।



জনমেজয় স্বকীয় পুত্রপুত্রের রাজ্যে শুশ্রূষা
হইয়া টৈশম্পায়নকে সৎকার্যে প্ররোচিত করি-
লেন ব্রহ্মন্! মদীয় পুত্রপুত্র যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন
নকুল ও সহদেব দুর্যোধনভয়ে কাতর হইয়া বিরাট-
রাজধানীতে কিপ্রকারে অজ্ঞাত বাস করিলেন, এবং
তাদৃশ পতিপরায়ণা পরম সুকুমারী দ্রৌপদীই বা কি
রূপে পরগৃহবাসক্লেশ সহ করিয়া অজ্ঞাতচারিণী হইয়া
থাকিলেন ইহার সবিশেষ শ্রবণ করিবার বাসনা করি।

টৈশম্পায়ন কহিলেন মহারাজ! আপনকার পুত্র-
পুরুষেরা যেভাবে সংসারবনে অবস্থান করেন তাহা
কহিতেছি শ্রবণ করুন।

বনবাসান্তে এক দিবস রাজা যুধিষ্ঠির অন্তঃকরণকে
কহিলেন বহুকষ্টে আমাদিগের বনবাসের অদ্য দ্বাদশ
বর্ষ পূর্ণ হইল। অতঃপর এক বৎসর অজ্ঞাত বাস
করিতে হইবে। এক্ষণে এমন কোন উপযুক্ত স্থান
অন্বেষণ কর যে তথায় আমরা অবিদিতরূপে সংবৎসর
অতিবাহিত করিতে পারি।

অর্জুন কহিলেন মহারাজ! কুরুমণ্ডলের চতুর্দিকে
পঞ্চাল, চৌদ, মৎস্য, শূরসেন, পটভর, দশার্ণ, নব-
রাষ্ট্র, মল্ল, শালু, যুগন্ধর, কুন্তিরাষ্ট্র, ও অবন্তি এই

সমস্ত পরম রমণীয় প্রদেশ আছে, ইহার মধ্যে কোন স্থান মহাশয়ের অভিমত হয় বলুন ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন মৎস্যরাজ পরমধার্মিক ও অতি উদারচরিত, বিশেষতঃ আমাদিগের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত, অতএব বিরাটরাজধানীই আমাদিগের বাসোচিত স্থান । অতএব সেই স্থানেই প্রচ্ছন্নভাবে সংবৎসর কাল অবস্থিতি করিয়া থাকিতে হইবে, এই সময় তাহা স্থির করা কর্তব্য ।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন প্রভো ! এমন কোন ব্যবসায় আছে ? যে আপনি তাহা অবলম্বন করিয়া বিরাট-ভবনে অবস্থান করিবেন, আপনি অতিমুদ্র বদান্য ও সত্যব্রত, আপন হইতে কিরূপে তাহা সম্পাদিত হইবে । মহারাজ আপনি সামান্যজনোচিত দুঃখ সহ্য করিতে কখনই সমর্থ নহেন । অতএব ঐচ্ছন্দে দুস্তর বিপৎসাগর উত্তীর্ণ হইবার কি উপায় হইবেক বুঝিতে পারিতেছি না । যুধিষ্ঠির কহিলেন আমার পাশকীড়ায় বিশেষ দৈনপুণ্য আছে, অতএব ব্রাহ্মণবেশে বিরাট ভূপতির সভায় সত্বিকপদবী পরিগ্রহ করিয়া পাশকীড়া দ্বারা তাঁহার মনোরঞ্জন করিব, এবং এই বলিয়া পরিচয় দিব আমার নাম কক্ক, আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রিয়পাত্র ও প্রাণসম মিত্র ছিলাম । এই সকল কল্পিত কথা দ্বারা আত্মগোপন করিয়া অনায়াসে এক বৎসর অতিবাহিত করিতে পারিব । এখন ভীম তুমি কি রূপে বিরাট-নগরে সংবৎসর বাপন করিবে মানস করিয়াছ বল ।

ভীম কহিলেন আমি মৎস্যভূপের গৃহে স্থপকার

ব্রহ্মি অবলম্বন করিয়া থাকিব, বিবিধ ব্যঞ্জন পাক বিষয়ে পারদর্শিতা প্রদর্শন দ্বারা রাজভবনস্থ সুশিক্ষিত পুরাতন সুপকারদিগকে পরাভূত করিব। এই কার্য্য দ্বারাই সুভরাৎ রাজপুরুষদিগের অতিমাত্র প্রীতিপাত্র হইবে এবং রাজাও পরম পরিতুষ্ট হইবেন। রাজকিঙ্করগণ অন্ন পান বিষয়ে আমার একাধিপত্য এবং অমামুখ কৰ্ম্ম সনন্ত দেখিয়া আমাকে দ্বিতীয়রাজার ন্যায় মান্য করিবে। আমি বলবান ব্রহ্ম ও মহাবল করীর সহিত যুদ্ধ করিয়া এবং রাজভবনস্থিত দীর পুরুষদিগকে মল্লযুদ্ধে পরাভূত করিয়া রাজার অপরিমিত হর্ষোৎপাদন করিব। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে কহিব আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের সুপকার ছিলাম; আমার নাম বল্লব। আমি এইরূপে আত্মগোপন পূর্ব্বক বিরাটভবনে অবস্থান করিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন যে মহাবীরের নিকট স্বয়ং অগ্নি খণ্ডবদহন নানসে ব্রাহ্মণবেশে উপনীত হইয়াছিলেন যিনি একরথে বিপথপ্রস্থিত দুর্জয়ের পন্নগ রাজসদিগকে সমরে পরাজিত করিয়া দাবদাহন ও ভুজগরাজ বাসুকির ভগিনীকে হরণ করিয়াছিলেন, সেই এই প্রতিবোধ-প্রধান ধনঞ্জয় কোন্ ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন। যজ্ঞপ নিখিল প্রতাপশালীর মধ্যে সূর্য্য, তেজস্বিমধ্যে অনল, মনুজমধ্যে ব্রাহ্মণ, বিষধরমধ্যে আশীবিষ, আম্বুধমধ্যে বজ্র, তোম্রাধারমধ্যে সমুদ্র, জলধরমধ্যে পঙ্কজ, নাগ-মধ্যে ধূতরাষ্ট্র, হস্তিমধ্যে ঐরাবত, প্রিয়পাত্র মধ্যে পুত্র, এবং সুহৃদ্বর্গ মধ্যে কলত্র, প্রধানরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে, তজ্জপ বীরদলের অগ্রণী লোকাতিগ-বিক্রমশালী গাণ্ডীবধন্য। সেই এই মহাবল পরাক্রান্ত অর্জুন একগে

কি প্রকারে আত্মসংগোপন পূর্বক সংবৎসর অতি-
পাতিত করিবেন । যাঁহাকে লোকে দ্বাদশ রুদ্রস্বরূপ,
ত্রয়োদশ সূর্য্যস্বরূপ, নবম বসুস্বরূপ ও দশম গ্রহস্বরূপ
জ্ঞান করে, যাবতীয় যোধ্যপ্রধান সেই এই ত্রিলোক-
বিখ্যাত অর্জুন এখন কিরূপে অজ্ঞাত বাস করিবেন ।

অর্জুন বলিলেন আমি যৎকবেশে মৎসারাজ্যনিলয়ে
অবস্থিতি করিব, প্রবল জ্যাঘাত লাঞ্ছন আত্মদনের
নিমিত্ত করে কক্ষণ ও বলয় ধারণ করিব, জাজ্ঞান্যমান
কুণ্ডলযুগলে কর্ণযুগল মণ্ডিত করিব, শিরোদেশে বেণী-
বিন্যাস করিব, শ্রীষভাবমূলভ আখ্যায়িকা পাঠে রাজা
ও রাজান্তঃপুরচর বর্গের মনোরঞ্জন করিব, এবং পুর-
নারীগণকে বহুবিধ নৃত্য গীত বাদিত্রাদি শিক্ষা করাইব,
পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে কহিব আমি যুধিষ্ঠিরগেহে
দ্রৌপদীর পরিচারিকা ছিলাম, আমার নাম ব্রহ্মল ।

অনন্তর যুধিষ্ঠির নকুলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন
তুমি কিরূপে বিরাটভূপ ভবনে সংবৎসর অতিবাহন
করিবে । নকুল কহিলেন আমি মৎসারাজ্যভবনে তুরগ
রক্ষক পদে নিযুক্ত হইয়া রহিব এবং ইহাই বলিয়া পরি-
চয় দিব, আমি পূর্বের রাজা যুধিষ্ঠিরর অশ্ববন্ধ ছিলাম,
অশ্বগণ স্বভাবতই আমার অত্যন্ত প্রিয় ; অশ্বের শিক্ষা,
অশ্বের রক্ষা ও তদীয় চিকিৎসা বিষয়ে আমার বিলক্ষণ
পারদর্শিতা আছে, আমার নাম গ্রিহিক ।

অনন্তর যুধিষ্ঠির সহদেবকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি
কহিলেন মহাশয় পূর্বের আনাকে প্রায় সর্বদাই গোধান
রক্ষণাবেক্ষণ করিতে প্রেরণ করিতেন, তন্নিবন্ধন গো-
সংখ্যানাদি কার্য্যে আমার যেরূপ টনপুণ্য আছে তাহা

মহাশয়ের অগোচর কিছুই নাই, অতএব আমি বিরাট-
রাজ নিকেতনে গোসঙ্ঘাত্তা হইয়া থাকিব, এবং এই
বলিয়া পরিচয় দিব “আমি পূর্বে যুধিষ্ঠির নৃপতির গো-
পালন কর্মে ব্যাপ্ত ছিলাম, আমার নাম তন্ত্রিপাল” ।

অনন্তর যুধিষ্ঠির দ্রোপদীর বিষয় জিজ্ঞাসু হইয়া
অনুজগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সম্প্রতি পতি-
প্রাণা দ্রোপদী ইতর রমণীর ন্যায় গৃহ-কার্য্যের বিষয়
কিছুই অবগত নহেন, সুতরাং কিরূপে বিরাটভূপম-
ন্দিরে আত্মগোপন করিয়া থাকিবেন । ইনি আমাদিগের
প্রাণাপেক্ষাও গরীয়সী, মাতৃবৎ প্রতিপালনীয় ও জ্যেষ্ঠা
ভগিনীর ন্যায় পূজনীয় । ইনি কেবল গন্ধ মালা বসন
ভূষণ ব্যতিরেকে আর কিছুই জানেন না । এক্ষণে এই
সুকুমারী রাজকুমারী, কিরূপে পরাধীনবৃত্তি স্বীকার
করিয়া অবস্থিত করিবেন । দ্রোপদী কহিলেন নাথ !
আমার নিমিত্ত কোন চিন্তা করিবেন না, কেশবিন্যাস
কার্য্য আমার বিলক্ষণ পটুতা আছে, আমি টসরিক্সী
বেশে বিরাটরাজমহিষী সুদেষার পরিচর্যা কার্য্য কাল-
যাপন করিব । রাজা দ্রোপদীবাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া
কহিলেন সাধি ! তুমি যেরূপ সঙ্কল্পে জন্মিয়াছ ও ভো-
মার যেরূপ শুদ্ধাচার তদনুরূপই বলিলে; এখন পাপা-
য়ারা যাহাতে তোমাকে দেখিতে না পায়, এমন করিবে ।

পরে রাজা যুধিষ্ঠির সকলকে সম্বোধন করিয়া কহি-
লেন ভোমাদিগের মধ্যে যিনি যে কার্য্যের উল্লেখ করি-
লেন, তিনি তাহাই করিবেন, এবং আমিও তদনুরূপ
করিব, এক্ষণে আমাদিগের পুরোহিত মহাশয় দ্রোপদ-
নিবেশনে গমন করিয়া সূত ও পাচকগণ সমভিব্যাহারে

অগ্নিহোত্র রক্ষা করুন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতিরা নগরীতে গমন করুক এবং জ্যোতিষদীর্ঘ পরিচারিকাগণ পাঞ্চাল দেশে গিয়া অবস্থান করুক। সকলেই যেন বলে যে, পাণ্ডবেরা দৈত্য বন হইতে কোথায় গমন করিলেন তাহার কিছুই সন্ধান জানি না। তাঁহারা এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া ধোম্য পুরোহিতের নিকট বিদায় লইতে গেলেন। অনন্তর ধোম্য যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন সুহৃদ, ব্রাহ্মণ, যান, ও প্রহরাদি বিষয়ে যাহা কর্তব্য তাহা তোমাদিগের কিছুই অবিদিত নাই। রাজকার্য্য পর্যালোচনা ও লোকরূত্ত পরিবেদনে তোমরা সুপণ্ডিত বট, এবং কৃষ্ণাকে যে সতত রক্ষা করিবে তাহারও সন্দেহ নাই। তথাপি প্রাপ্তকালে সুহৃদ গণ সাধ্যাত্মরূপ পরামর্শ দিয়া থাকে, এই জন্য কৃষ্ণিং বলিতে ইচ্ছা করি শ্রবণ কর। তোমরা বিরাটরাজনিকেভনে সম্মানিত বা অপমানিত হও, এক বৎসর অতি সাবধানে থাকিবে। অজ্ঞাতবাস পূর্ণ হইলে যথেষ্টাবিহারী হইয়া পরমসুখভাগী হইতে পারিবে। কিন্তু নরেন্দ্র সদনে অবস্থান করা নিতান্ত সহজ নহে বিবেচনা করিতে হইবেক। যে ব্যক্তি আদেশ ব্যতিরেকে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত না হয় ও রহস্য কথায় কাহাকেও বিশ্বাস না করে, যে আসনে অন্যের অতিষেক আছে ও যেখানে উপবিষ্ট হইলে দুই লোক শঙ্কিত হয় এমন স্থানে না বসে, যে ব্যক্তি যানে সিংহাসনে পলায়কে গজে ও রথে অধিরোহণ না করে, সেই ব্যক্তিই রাজমন্দিরে অবস্থিতি করিতে পারে। নৃপসদননিবাসী বুদ্ধিমান ব্যক্তি রাজাস্তঃপুরনারীদিগের সহিত কখনই মিত্রতা করেন না; এবং যাহারা অস্তঃপুরে থাকে

ও যাহাদিগের প্রতি অন্তঃপুরচারিণীদিগের দ্বেষ থাকে সে সমস্ত ব্যক্তিদিগেরও সহিত আলাপ করেন না । প্রাজ্ঞ ব্যক্তি রাজাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন কাজই করেন না, উচ্চপদারূঢ় ও নৃপতির অতি প্রীতিপাত্র হইলেও রাজা যতক্ষণ কোন প্রশ্ন বা কোন বিষয়ে বিনিয়োগ না করেন তাবৎকাল জাত্যাক্ষবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন । ভাই হউক, বন্ধু হউক, মর্যাদা অতিক্রম করিলে সকলকেই অপমানিত হইতে হয় । বুদ্ধিমান পুরুষ অতিযত্নে ও অতি সাবধানে রাজসেবা করিবে । রাজা যখন যাহা আজ্ঞা করিবেন তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিবে । সকল কার্য্যই ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিহার করিবে । সদা সত্য হিত ও প্রিয় কথা কহিবে, অপ্রিয় বাক্য কখনই মুখে আনিবে না, এবং ভ্রমক্রমেও রাজার অনিষ্ট চেষ্টা ও অনিষ্টকারী ব্যক্তির সহিত আলাপ করিবে না । বিদ্বান্ ব্যক্তি রাজার অন্যত্র পাশ্বেই উপবেশন করেন এবং রাজা অমাত্য বা প্রিয় ভাবিয়া যে সকল মনোগত কথা কহেন তাহা কোথাও ব্যক্ত করেন না, করিলে অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয় হইতে হয় । রাজার নিকট থাকিতে গেলে অভিমান বিসর্জন করা সর্ব্বথা বিধেয়, যেহেতু তাদৃশ ব্যক্তি কখনই স্নেহভাজন হইতে পারেন না । যাহার প্রসাদ অতুলসুখহেতু ও কিঞ্চিন্মাত্র ক্রোধ একবারে সর্ব্বনাশের হেতু হইয়া উঠে, তাহার অনতিমত কার্য্য সম্ভব হওয়া নিতান্ত নীতিবিরুদ্ধ সন্দেহ নাই । অন্যের কথা কি কহিব যাহারা তৎপ্রসাদে অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করে ও অতিমাত্র প্রীতিপাত্র বা সর্বেশ্বরও হয়, তাহারাও কখন কোন বিষয়ে কিঞ্চিৎ প্রমত্ত হইলে তৎ-

কণাৎ তাহাদিগকে অবমানিত ও পদচ্যুত হইতে হয় ।
 অতএব নৃপসম্মিধানে অবস্থান করা যে কতবড় বিবেকী
 ও কতবড় সাবধানের কৰ্ম তাহা বর্ণনা করা যায় না ।
 তথায় সৰ্ব্বদাই নিরতিশয় ঠেংখাবলম্বী হইয়া থাকিতে
 হয়, সহসা কোন হাস্যের বিষয় উপস্থিত হইলে হাস্য
 সম্বরণ বা অতিহাস্য করা উভয়ই বিরুদ্ধ, না হাসিলে
 গাত্তীৰ্য্য ও অতিহাস্যে উন্নততা প্রকাশ হয়, এ স্থলে
 মুহু বা ঈষৎ হাস্য করাই সৰ্ব্বথা বিধেয় । অধিক কি
 বলিব, যে ব্যক্তি লাভে আচ্ছাদিত ও অপমানে দুঃখিত
 না হয়, প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে গুণ কীর্তন করে, এবং
 একান্ত নিঃস্বার্থ হইয়াও তদীয় নিন্দাবাদ না করে, যে
 ব্যক্তি আপনাকে রাজার প্রিয় মনে করিয়া সৰ্ব্বদা স্বকীয়
 শুভোদ্দেশ্যে যত্ন না পায়, ছায়ায় ন্যায় নৃপতির অনু-
 গামী ও অতিনয় হইয়া চলে, রাজা অনেকের প্রতি আ-
 দেশ করিতে না করিতে স্বয়ং অগ্রসর হয়, এবং নৃপ-
 কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া, এক কৰ্ম অতিদুঃসাধ্য ও অত্যন্ত
 ক্লেশজনক এইরূপ চিন্তা করিয়া ভীত না হয়, যাহার
 পক্ষে স্বদেশ, ও বিদেশ দুঃখবস্থা ও সুখের অবস্থা সকলই
 সমান, যে ব্যক্তি কিছুমাত্র অপহরণ ও উৎকোচ গ্রহণ
 না করে এবং প্রগাদলব্ধ বসন ভূষণ সৰ্ব্বদাই ধারণ করে,
 যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ হিতকারী অপক্ষপাতী বিজিতেন্দ্রিয়
 অস্বার্থপর প্রকৃষ্টবদন ও প্রসন্নমন, সেই বিবেকী বুদ্ধি-
 মান্ ধীর নরেন্দ্রমন্দিরে থাকিবার যথার্থ যোগ্য । অতএব
 হে পাণ্ডবগণ! ভোমরা বিরাট-ভবনে গিয়া এইরূপ সংযত
 হইয়া সংবৎসর অতিবাহিত করিবে, পরে ইষ্টসিদ্ধি
 হইলে অবশ্যই সুখসম্পত্তি লাভ হইবে সন্দেহ নাই ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিলেন আমরা তদনুসারেই চলিব । মাতা কুন্তী ও বিদুর মহাশয় ব্যতিরেকে এরূপ উপদেশ প্রদান করে এমন আর কেহই নাই, এক্ষণে আমাদিগের প্রস্থান ও বিজয়লাভের নিমিত্ত যাহা কর্তব্য হয় করুন । ধৌম্য যুধিষ্ঠির-বচনে প্রস্থানোচিত যাবতীয় কার্য যথাবিধি সম্পন্ন করিলেন । অনন্তর পঞ্চ ভাতা, যাজ্ঞসেনী সমভিব্যাহারে অগ্নি ও তপোধনগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিরাটনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন, অন্যান্য সহচরগণ যথাস্থানে প্রস্থান করিল । পাণ্ডবগণ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া কালিন্দীর দক্ষিণতীর দিয়া, কখন বনভূর্গে কখনবা গিরিভূর্গে অবস্থিতি করিয়া শীকার করিতে করিতে দশার্ণের উত্তর ও পাঞ্চালের দক্ষিণ দিয়া যকুলোম ও শূরসেন দেশ অন্তরে রাখিয়া বনবাস হইতে মৎস্যপতির অধিকারে উপনীত হইলেন ।

পথিমধ্যে দ্রুপদরাজতনয়া যুধিষ্ঠিবকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন মহারাজ ! যেরূপ পথ দেখা যাইতেছে বোধ হয় বিরাটনগর এখনও অনেক দূর আছে, আমি নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছি, অতএব অদ্য এই স্থানেই অবস্থান করুন । ধর্ম্মরাজ মহিমীর এইরূপ বাক্য শুনিয়া ধনঞ্জয়কে সন্মোদন করিয়া কহিলেন অদ্যই আমরা বন-হইতে বহির্গত হইয়াছি, পথিমধ্যে আর কোথায়ও অবস্থান করা হইবে না । কিন্তু দ্রুপদনন্দিনীও একান্ত ক্লান্ত হইয়াছেন আর চলিতে পারেন না, অতএব তুমি ইহাকে স্কন্ধে করিয়া লও । অর্জুন রাজাজ্ঞানুরূপ কার্য করিলে সকলে নগরের নিকট উপস্থিত হইলেন ।

অনন্তর রাজা অর্জুনকে বলিলেন আমাদিগের অস্ত্র

শস্ত্র সমস্ত কোথায় রাখা যায়, ইহা লইয়া নগরে প্রবেশ করিলে লোক সকল শঙ্কিতচিত্ত হইবে, বিশেষতঃ সুপ্রসিদ্ধ গাণ্ডীব ধনু সন্দর্শনে সকলেই আমাদের গকে চিনিতে পারিবে; অতএব কোন নিভৃত স্থানে ইহা লুকায়িত করিয়া রাখা কর্তব্য । অর্জুন বলিলেন মহারাজ ! এই দুর্গম গহনে অতিদূরারোহ এক প্রকাণ্ড শমীরূক্ষ দৃষ্ট হইতেছে, ওখানে লোক জনের গভায়াতের কোন সম্ভাবনা নাই, বিশেষতঃ শ্মশানের অতি সন্নিহিত, অতএব ঐ বৃক্ষের উপরে রাখিয়া যাওয়াই কর্তব্য । এই বলিয়া অর্জুন গাণ্ডীবের জ্যামোচন করিলে সকলেই ক্রমে ক্রমে নিজ নিজ কার্য্যক হইতে জ্যাবতারণ করিলেন । অনন্তর যুধিষ্ঠির নকুলকে সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র রাখিয়া আসিতে আদেশ করিলে, তিনি সকল একত্র পাশবদ্ধ করিয়া শমীরূক্ষে রাখিলেন এবং কেহ কখনও উহার উপর না উঠে, খুলিয়া না দেখে এবং পুরাতন শবের পুতিগন্ধ ভাবিয়া উহার নিকট দিয়াও না চলে, এজনা ইহাই প্রচার করিয়া দিলেন যে, পাণ্ডবেরা শমীরূক্ষে একটী শব বদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে, ইহা তাহাদের কুলধর্ম্ম ।

এই রূপে পঞ্চ পাণ্ডব অস্ত্র শস্ত্রাদি সজ্জোপন করিয়া আপনাদিগের পঞ্চ জনের জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন, জয়দ্রল, এই পাঁচটী সাক্ষেপিক নাম রাখিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন ।

প্রথমতঃ রাজা যুধিষ্ঠির মনেঃ বিবেচনা করিলেন, যে ব্যক্তি ত্রিভুবনেশ্বরী অম্বরকুলনাশিনী পার্বতীকে অতি ভক্তিভাবে স্মরণ করে তাহার পাপভয় ও বিপদভয় থাকে না, অতএব একগে তাঁহার স্তব করা আমার

পক্ষে অভ্যস্ত আবশ্যক, এই বিবেচনা করিয়া বিবিধ স্তুতি-বাক্যে দুর্গার আরাধনা করিতে লাগিলেন ।

হে বরদে কৃষ্ণে কুমারি দেবি আপনাকে নমস্কার করি; আপনি ব্রহ্মচর্যাস্বরূপা, আপনকার কর্ণদ্বয় মণি-কুণ্ডলে বিভূষিত, সুধাকরবিস্পার্দ্ধি বদন, মুকুট অতি বিচিত্র । আপনি ভুজঙ্গাভোগরূপ কাক্ষীগুণে ভোগিতো-গাবন্ধ মন্দর গিরির শোভা ধারণ করিতেছেন । আপনি ত্রৈলোক্য রক্ষা হেতু মহিষাসুরকে বিনষ্ট করিয়াছেন । হে সুরশ্রেষ্ঠে আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আপনি সময়ে শরণাগত ব্যক্তিকে বিজয় দান করিয়া থাকেন । এক্ষণে এ অধীন ভক্ত জনে জয়দান করুন । হে কালিকে হে নীধুমাংসপশুপ্রিয়ে, আপনি যখন যেখানে গমন করেন ভূতগণ আপনার অনুগমন করেন । হে কামচারিণি ভারাবতরণে, যে সকল ব্যক্তি আপনাকে স্মরণ করে এবং যাহারা প্রতিদিন প্রভাতে আপনার নাম কীর্তন ও ভক্তিভাবে আপনাকে প্রণাম করে, ধনপুত্র বিষয়ে তাহা-দিগের কিছুই দুর্লভ থাকে না । আপনি দুর্গ হইতে রক্ষা করেন এই হেতু আপনাকে লোকে দুর্গা বলিয়া থাকে । কান্তারমধ্যে অবসর, সমুদ্রে নিমগ্ন ও দস্যুকর্তৃক বিপন্ন ব্যক্তিদিগের আপনিই গতি । হে মহাদেবি জলপ্রতরণে ও গহনে বিপন্ন হইয়া আপনাকে স্মরণ করিলে কখনই অবসন্ন হইতে হয় না । আপনকার শরণাগত ব্যক্তি-দিগের ধনক্ষয় ব্যাধি ও মৃত্যুর ভয় হয় না । আমি রাজ্যচ্যুত হইয়া আপনার শরণ লইয়াছি, হে সুরেশ্বরী আমাকে রক্ষা করুন, আপনার অনুকম্পা ভিন্ন এ অনাথ নিপন্ন দীন জনের পরিত্রাণের আর উপায় নাই ।

ধর্ম্মরাজের এইরূপ স্তুতিবাদে পার্শ্বতী অতি তুষ্ট ও সম্মুখে আবিভূত হইয়া বলিলেন অহে নৃপবর অচিরাৎ সমরে তোমার বিজয় লাভ হইবে, আমার প্রসাদে তুমি কোরববাহিনী পরাজিত করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্যাশাসন ও পৃথিবী প্রতিপালন করিবে, ভ্রাতৃবর্গের সহিত পরম প্রীতিলাভ সুখলাভ ও আরোগ্যলাভ করিতে পারিবে, যে সকল ধার্ম্মিক ব্যক্তি তোমার সুখ্যাতি করিবে আমি তাহাকেও রাজ্যদান ও শুভপ্রদান করিব । কান্তারে, গহনে, পর্বতে যে ব্যক্তি যেখানে আমাকে এইরূপ ভক্তিভাবে স্মরণ করিবে ইহলোকে তাহাদের কিছুরই অভাব থাকিবে না । অতএব এক্ষণে তোমরা নিঃশঙ্ক-
চিন্তে বিরাটনগরে গমন কর, আমার প্রসাদে তত্রত্য লোক সকল তোমাদিগকে কিছুরই চিন্তে পারিবে না, এবং কুরুগণও তোমাদিগের কিছুরই অনুসন্ধান করিতে পারিবে না । এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন ।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির কক্ষে বস্ত্রাবৃত সৌবর্ণ অক্ষ গ্রহণ করিয়া রাজসভায় প্রবিষ্ট হইলেন । অপরিণীত বল, অপূর্ণ সৌন্দর্য্য ও অন্যান্য লক্ষণদ্বারা তাঁহাকে বারিদব্রহ্মসংরক্ত দিনকর বা ভগ্নাঙ্গন বল্লির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল । বিরাটরাজ দৃষ্টিমাত্র সভাস্থ ব্যক্তি-
দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন ইনি কে ? আমার বোধ হয় যেন কোন নৃপবর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আসিতেছেন । সমভিব্যাহারে রথ, করী, তুরগাদি না থাকিলেও অনন্য-
সাধারণী আকৃতি প্রকৃতি দর্শনে ইহাকে নিঃসন্দেহ পুরু-
ষরতুল্য জ্ঞান হইতেছে । লক্ষণদ্বারা বিলক্ষণ প্রতীতি হয় ইনি ব্রাহ্মণ নহেন অথচ ই মূর্খাভিযুক্ত হইবেন ।

মৎস্যপতি বিস্ময়াপন্ন হইয়া পার্শ্বদৃশ্যের সহিত এইরূপ বিতর্ক করিতেছেন, এমন সময়ে যুধিষ্ঠির নিকটে গিয়া কহিলেন মহারাজ আমি নবীনদীনতাপন্ন ছুঃখী ব্রাহ্মণ, আপনি অতি পুণ্যাত্মা ও পরমদয়ালু শুনিয়া জীবিকা নির্বাহার্থ আপনকার নিকট আসিয়াছি। রাজা কহিলেন মহাশয় কোন্ রাজ্য হইতে আগমন করিলেন, আপনকার নাম গোত্র ও ব্যবসায়ই বা কি। যুধিষ্ঠির কহিলেন আমি বৈয়াত্রপদ্য বিদ্র, রাজা যুধিষ্ঠিরের পরম সখা ছিলাম, অক্ষদেবনে আমার বিলক্ষণ নৈপুণ্য আছে, আমার নাম কঙ্ক। বিরাট কহিলেন প্রথমতঃ মহাশয়ের আকৃতি সন্দর্শনে এমন সন্তুষ্ট হইয়াছি, যে আপনি যাহা চান তাহাই দিতে প্রস্তুত আছি। দ্বিতীয়তঃ অক্ষদেবী মাত্রেই আমার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র, অতএব আপনি এই রাজ্যের অধীশ্বর হউন, আমি অদ্যাবধি আপনকার বশতাপন্ন হইয়া থাকিব, বোধ হয় আপনি রাজ্য শাসনের স্বার্থ উপযুক্ত পাত্র। যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার অন্য প্রার্থনা নাই, কেবল এইমাত্র বাসনা, আর পণ-পূর্ব্বক ক্রীড়া করিব না, ইহাতে অনেক বিপদে পড়িয়া ছিলাম। অতএব অক্ষ ক্রীড়ায় পরাজিত পক্ষের উপর অন্যের দাওয়া থাকিবে না। এই বাক্যে মৎস্যপতি অতি দুঃখ হইয়া দেশস্থ ব্যক্তিবর্গের প্রতি, তোমরা প্রবণ কর অদ্যাবধি কঙ্কও এই রাজ্যের দ্বিতীয় প্রভু হইলেন, এই কথা বলিয়া কঙ্কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন আপনি অদ্যাবধি আমার পরম মিত্র হইলেন, আমার যেক্রপ যান, যেক্রপ অশ্বন ও যে প্রকার বসন, আপন-নারও তক্রপ হইবে, এবং কোন বিপন্ন ব্যক্তি আপন-

কার নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে আপনি আমার ভাণ্ডার হইতে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিবেন ।

এইরূপে যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছানিদ্ধি হইলে মহাবল বৃকোদর করে তরবারি ও দক্ষিণ গ্রহণ করিয়া যুধপতিগমনে নৃপতিসদনে উপনীত হইলেন । এবং হস্তদ্বয় তুলিয়া মহারাজের জয় হউক বলিয়া আজ্ঞাপরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন, মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণ, গুরুপদেশে সূপকারবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি, একাৰ্য্যে আমার বিলক্ষণ নৈপুণ্য আছে । বোধ হয়, আমার সদৃশ সূপকার পৃথিবীতে আর নাই, এবং মল্লযুদ্ধ বিষয়েও আমার সম্পূর্ণ পারদর্শিতা আছে । মৎস্যপতি ভীমের এবশ্বিধ বাক্য শ্রবণে ও ভাদৃশ ভীষণ আকার দর্শনে চমৎকৃত হইয়া সম্বোধন পূর্বক কহিলেন আপনি যে প্রকার ভেজস্বী ও আপনার যে রূপ রূপ তাহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে মহাশয় অবশ্যই কোন প্রধান ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন, সূপকারবৃত্তি কোন মতেই আপনকার যোগ্য হইতে পারে না । ভীম কহিলেন আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের সূপকার ছিলাম, তিনি মল্লযুদ্ধে অসামান্য পরাক্রম দেখিয়া আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, আমিও তদীয় প্রীতিবৃদ্ধি নিমিত্ত সিংহ ব্যাঘ্রাদির সহিত প্রায় সৰ্ব্বদাই যুদ্ধ করিতাম । এক্ষণে তাঁহার বনগমনে দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি । মৎস্যপতি বলিলেন আপনি সমাগরা ধরা শাসনে যথার্থ যোগ্য, আপনাকে অদেয় কিছুই নাই, আপনি অদ্যাবধি রাজভবনস্থিত ষাণ্ডীয়া সূপকারের অধীশ্বর হইলেন, তাহার সকলেই আপনার বশীভূত হইয়া থাকিবে ।

এইরূপে ভীমসেনের অভীষ্ট সিদ্ধি হইলে, অসিত-
লোচনা মুক্তবেণী দ্রৌপদী একখানি সুজীর্ণ মলিন বসন
পরিধান করিয়া সৈরিক্সীরবেশে বিরাটরাজধানী প্রবেশ
করিলেন । পুরনারীগণ তদীয় অপরূপ রূপ ও অনসুরূপ
পরিচ্ছদ দর্শনে বিম্মিত হইয়া নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা
করিল আপনি কে, আপনার যেরূপ রূপ, পরিচ্ছদ
তদনুরূপ দেখা যাইতেছে না, যাহাইউক আমাদিগের
বোধ হইতেছে আপনি মানুষী নহেন, অবশ্যই দেব-
কন্যা বা কিম্বরী হইবেন । দ্রৌপদী আত্মগোপন করিয়া
কহিলেন, আমি মানুষী, সৈরিক্সীর কার্য্য করিয়া থাকি ।
কিন্তু এ কথায় তাহাদিগের প্রত্যয় হইল না ।

অনন্তর বিরাটমহিষী স্বকীয় প্রাসাদ হইতে পাঞ্চা-
লীর অমানুষ সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে নিতান্ত কৌতুকাবিস্ট
হইয়া তদানয়নৈদাসী প্রেরণ করিলে পর, দ্রৌপদী শত
শত পুরনারী পরিবেষ্টিত হইয়া অতি সমাদরে রাজাস-
পুরে উপনীত হইলেন । তথায় যাবতীয় রাজকন্যাগণ
তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য বিলোকনে বিমুগ্ধ, লজ্জিত,
বিম্মিত ও স্তব্ধ হইয়া রহিল । অনন্তর সুদেহা কৃষ্ণাকে
সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কিম্বরী, কি অপস-
রা, কি দেবকন্যা, কে, তাহা সত্য করিয়া বল, তোমার
অপূৰ্ণ রূপ বিলোকনে বোধ হয়, তুমি কখনই সৈরিক্সী
নহ, অবশ্যই ছদ্মবেশে আসিয়াছ । দ্রৌপদী বলিলেন
সত্য করিয়া কহিতেছি আমি দেবকন্যা বা কিম্বরী নহি,
মানুষী, সৈরিক্সীর কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্বাহ করি ।
কেশবন্ধনে কুসুমমালা রচনে এবং বিলেপনাদি প্রস্তুত
করণে আমার বিলক্ষণ পটুতা আছে, আমি কিছুকাল

কৃষ্ণপ্রিয়া সভ্যভামার পরিচর্যা করিয়াছিলাম । পরে বহুকাল পর্য্যন্ত পাণ্ডুরাজবধু দ্রোপদীর সেবা করি, তিনি আমাকে আত্মনির্ভরশেষে স্নেহ করিতেন, তাঁহাতে আমাতে কিছুই ভেদ ছিল না । সম্প্রতি পাণ্ডবেরা রাজ্যচ্যুত হইয়া বনগমন করিয়াছেন, আমিও নিরাশ্রয় হইয়া আপনকার সেবা করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিব বলিয়া আসিয়াছি ।

কৃষ্ণার এইরূপ পরিচয় পাইয়া সুদেহা কহিলেন তোমাকে মন্তকোপরি স্থানদানেও কাতর নহি, কিন্তু আমার একমাত্র ভয় এই, পাছে মৎস্যপতি তোমার অমামুষরূপ দর্শনে মুগ্ধ ও অধীর হয়েন । দেখ অস্তঃ-পুরচারিণী রমণীরা অবিচলিত চিত্তে তোমার রূপ নিরীক্ষণ করিতেছে, ঐ দেখ গৃহগত ভরুবার তোমার সৌন্দর্য্য সন্দর্শন নিমিত্তই যেন ফলভরে অবনত হইতেছে । ইহাতে স্বতঃপ্রমাণী তরুণগণের অন্তঃকরণ যে ধূতিশূন্য হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি । ককটীর গর্ভধারণ যেমন আত্মবিনাশের কারণ হয়, তদ্রূপ রাজকুলে তোমার অবস্থান কি জানি, আমারই বধের নিদান হইয়াই বা উঠে । দ্রোপদী কহিলেন, রাজনহিষী, আপনি সে বিষয়ে কোন চিন্তা করিবেন না, মহাবল গন্ধর্ষরাজের পঞ্চ পুত্র আমার স্বামী, তাঁহারা আমাকে সর্বদাই রক্ষা করিতেছেন, কোন অবোধ কামাতুর ব্যক্তি আমার প্রতি কিঞ্চিৎপ্রতিও অত্যাচার করিলে মদীয় স্বামীরা তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনষ্ট করিবেন । আমি আপনকার বাবতীয় কার্য্য করিব, কেবল উচ্ছিষ্টগ্রহণ ও পদসেবা করিতে পরিব না, তদ্বিষয়ে আমার প্রতি স্বামীদিগের অত্যন্ত নিষেধ

আছে । সুদেব! জ্যোপদীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, যদি এমত হয় তাহা হইলে তুমি এখানে পরমসুখে অবস্থান কর, এই কথা বলিলে, কৃষ্ণার মনোরথ পূর্ণ হইল ।

অনন্তর সহদেব গোপবেশে নৃপসদনের সমীপবর্তী গোষ্ঠে গিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে মৎস্যপতির নেত্রপথের অভিধি হইলেন । বিরাটরাজ তদীয় অপূৰ্ণ রূপ বিলোকনে বিস্মিত হইয়া আশ্চর্য পূৰ্ণক জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে, কোথা হইতে আসিলে, তোমার প্রার্থনাই বা কি । সহদেব কহিলেন আমি বৈশ্য, আমার নাম অরিস্টনেমি, আমি পূৰ্বে পাণ্ডবদিগের গোসঙ্ঘাতা ছিলাম, এক্ষণে তাঁহারা রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন, আমারও আর কোন জীবনোপায় নাই, মহারাজের আশ্রয়বাণীত আর কোথাও থাকিতে অভিলাষ হয় না, সুতরাং আপনকারই নিকটে আসিয়াছি । রাজা কহিলেন তুমি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ই হও, তোমার রূপদর্শনে বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে তুমি আসমুদ্র মেদিনী শাসনের যথার্থ উপযুক্ত পাত্র, বৈশ্যকর্ম্ম কখনই যোগ্য হইতে পারে না, অতএব তুমি সত্য করিয়া বল কোথা হইতে কি নিমিত্তে আসিয়াছ, তোমার ব্যবসায় ও বেতনই বা কি । সহদেব বলিলেন আমি পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের অসঙ্খ্য গোকুলের অধ্যক্ষ ছিলাম, আমি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকলই বলিতে পারি । সঙ্ঘাতীত গোকুলের সঙ্খ্যা করিতে, এবং দশযোজন মধ্যে কোথায় কি হইতেছে সকলই জানিতে পারি । রাজা যুধিষ্ঠির আমার গুণ বিলক্ষণ জানিতেন, এজন্য আমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন । আমার গুণে গাতীগণের

স্বরায় সম্ভাষা ব্রজি হয়, তাহাদিগের রোগাদি কোন উপদ্রব থাকে না। যে সকল ব্রষের মূত্র আশ্রাণে বন্ধার বন্ধাত্ব-দোষ আশু-বিনষ্ট হয় আমি তাহাদিগকে দেখি-বামাত্র চিনিতে পারি। রাজা কহিলেন তুমি যাহা যাহা বলিলে তোমাতে সকলই সম্ভবিত্তে পারে, অতএব আমার যত গো ও গোপালগণ আছে অদ্যাবধি তুমি সকলেরই অধীশ্বর হইলে।

অনন্তর বীরবর অর্জুন, মস্তকে বেণীবিন্যাস, কর্ণে কুণ্ডল, ও করে বলয় ধারণ করিয়া জীবেশে রাজসভায় উপনীত হইলেন। তদীয় বারণতুলা বিক্রম ও অমানুষ প্রভা সন্দর্শনে সকলেই বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইল। অনন্তর রাজা অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে, তোমার আকৃতি নিরীক্ষণে বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে অবশ্যই কোন রাজকুমার বা দেবকুমার ছদ্মবেশে আসিয়া থাকিবে। এতাদৃশ সুশোভন রূপ ক্রীবজনের কখনই সম্ভবিত্তে পারে না। অতএব এক্ষণে আমি ব্রজ হইয়াছি, অভিলাষ করি, তুমিই এতদ্দেশের অধীশ্বর হইয়া রাজ্য শাসন ও প্রকৃতি পালন কর। ধনঞ্জয় বলিলেন আমি ব্রহ্মল্য, নৃত্যগীতাদি কিম্বা আমার বিলক্ষণ নৈপুণ্য আছে, আমার তুলা নর্তক পৃথিবীতে আর নাই। মানস এই যে, রাজকুমারীকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিই, এক্ষণে মহারাজের যেরূপ আজ্ঞা হয়। মৎস্যপতি কহিলেন তুমি আসমুদ্র ধরণীশাসনের যথার্থ উপযুক্ত পাত্র। যাহা হউক তোমার প্রার্থনানুসারে উত্তরাকে অদ্যাবধি ত্বদীয় হস্তে সমর্পণ করিলাম। রাজা এই কথা বলিয়া বাদিয়াদি বিষয়ে তাঁহার পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক সেই ক্রীব-

রূপী অক্ষুণ্ণকে কুমারীপুর প্রবেশে আদেশ করিলেন ।
খনঞ্জয়কে কেহই চিনিতে পারিল না ।

অনন্তর নকুল অশ্বপালবেশে রাজসভায় প্রবিষ্ট হইলে, তদীয় রূপ বিলোকনে সকলেরই বোধ হইতে লাগিল, যেন প্রতাকর ভূমিতে সমুদিত হইয়াছেন । মৎস্যরাজ পাণ্ডুনন্দনকে প্রবিষ্টমাত্র অশ্বশালার প্রতি পুনঃপুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া সভাসদদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই অমরতুলা যুবা কোথা হইতে আসিয়াছে, এ ব্যক্তি অশ্বদিগের প্রতি যেরূপ দৃষ্টি করিতেছে বোধ হয় অবশ্যই অশ্ববিদ্যায় বিচক্ষণ হইবে, অতএব ইহাকে শীঘ্র প্রবেশ করাও । অনন্তর নকুল নৃপ সন্নিধানে গমন করিয়া, রাজার জয় হউক বলিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, এবং বলিলেন মহারাজ আমি অশ্ববিদ্যায় অতি সুপণ্ডিত, আপনকার অশ্বস্বত্ব হইবার মানসে আসিয়াছি । রাজা কহিলেন আমি তোমাকে যান, ধন ও নিবেশন সমস্ত সমর্পণ করিতেছি, তুমি মদীয় প্রধান সারথি হইবার যোগ্য বট, কিন্তু এখন কোথা হইতে ও কি হেতু আসিয়াছ, তোমার নাম ও ব্যবসায়ই বা কি সত্য করিয়া বল । নকুল কহিলেন আমি পূর্বে রাজা যুধিষ্ঠিরের অশ্বরক্ষক ছিলাম, হয়গণের প্রকৃতিপরীক্ষণে, শিক্ষাপ্রদানে ও দুই ঘোটক বশীভূত করণে এবং অশ্বচিকিৎসায় আমার সম্পূর্ণ পারদর্শিতা আছে । অধিক কি, আমি বড়বাকেও বশীভূত করিতে পারি এবং মৎস্যপ্রতিপালিত তুরঙ্গগণ নিরন্তর ভার বহন করিলেও কাতর হয় না । রাজা যুধিষ্ঠির আমার এই সমস্ত গুণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন । তিনি আমাকে সর্বদাই

গ্রন্থিক বলিয়া ডাকিতেন । এ কথায় মৎস্যপতি নকুলের প্রতি অতিতুষ্ট হইয়া, অদ্যাবধি তুমি আমার যাবতীয় অশ্ব ও অশ্বপালগণের অধ্যক্ষ হইলে, তাহার। সকলেই তোমার অধীন থাকিবে, এই কথা বলিলে, নকুল অশ্বশালায় গমন করিলেন ।

এইরূপে দ্রৌপদী সহ পঞ্চ পাণ্ডব স্ব স্ব প্রতিজ্ঞানুসারে প্রকৃত গোপন করিয়া বিরাটনগরে ছদ্মবেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ।

সময়পালন পর্ব ।

বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন অতঃপর আপনকার পূৰ্ব্ব পিতামহগণ বিরাটনগরে যে প্রকারে অজ্ঞাতচারী হইয়াছিলেন শ্রবণ করুন ।

পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির সভাস্থার পদে অভিষিক্ত হইয়া বিবিধ সদৃশ্যে যাবতীয় ব্যক্তিকে বশীভূত, ও মৎস্যপতিকে সান্তিশয় সম্ভোষিত করিলেন । বিরাটরাজ অভ্যস্ত শ্রীত হইয়া পুরস্কার স্বরূপ যে কিছু অর্থ প্রদান করেন, যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ তাহা ভ্রাতৃবর্গ মধ্যে বিভক্ত করিয়া লয়েন । এবং কখন কখন রাজার অজ্ঞাতসারে পাশক্রীড়ার্জিত ধন ভ্রাতাদিগকে বন্টন করিয়া দেন । মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন বিরাটপ্রদত্ত বিবিধ ভোজনীয় ও সুস্বাদু মাংস বিক্রয়ক্ষেত্রে ভ্রাতৃবর্গকে প্রদান করেন । অর্জুন অন্তঃপুর মধ্যে পারিতোষিক স্বরূপ যে সমস্ত বস্ত্র প্রাপ্ত হয়েন, তাহা বিক্রয়ক্ষেত্রে সকলকেই বিভাগ করিয়া দেন । সহদেব গোপমধ্যে

ধাকিয়া ভাতৃ-চতুষ্টয়কে প্রচুর দধি ক্ষীর প্রদান করেন । নকুলও অশ্বপালনকার্য্যে রাজাকে পরিতুষ্ট করিয়া যে কিছু অর্থ প্রাপ্ত হন, তাহা ভাতৃগণ মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন । কৃষ্ণা পঞ্চ স্বামীকে নিরীক্ষণ করিয়া তপস্বিনী-ভাবে স্তুতেশ্যভবনে অতি সাবধানে থাকেন ।

এইরূপে দ্রোপদী সহ পঞ্চ পাণ্ডব দুর্যোধনভয়ে শঙ্কিত হইয়া আত্মসংগোপন পূর্ব্বক চারি মাস যাপন করিলেন । অনন্তর শঙ্করোৎসবের সময় উপস্থিত হইলে, তথায় নানাদেশীয় মল্লগণ আসিয়া একত্র হইল । কেহ বাহুবলমদে মত্ত হইয়া রণস্থলে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে লাগিল । কেহ বাহুস্ফোট করিতে, কেহ যুদ্ধ করিতে, কেহ বা নৃপতিননীপে আশ্ফালন করিতে লাগিল । ভ্রমধ্যে জীমূত নামে এমন একজন প্রধান মল্ল ছিল, যে, তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে কাহারও সাহস হইল না । অনন্তর যাবতীয় যোদ্ধগণ তাহার ভয়ঙ্কর আকার দেখিয়া বিস্মনা ও হতচেতা হইলে পর বিরাটরাজ ভীম-সেনকে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন ।

ভীম কি করেন, রাজবাক্য লঙ্ঘন করিতে পারেন না, সুতরাং অগত্যা সম্মত হইয়া রাজাজ্ঞা মস্তকে লইয়া শার্দূলগমনে রঙ্গভূমি মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । এবং দৃঢ়-রূপে কটিবন্ধন ও দর্শকগণের হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক সেই বাহুবলোন্নত মহাবল পরাক্রান্ত জীমূত মল্লকে আহ্বান করিলেন । মত্তবারণ-পরাক্রমশালী বীরদ্বয় ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইয়া বিবিধ যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । কখন মুষ্টিপ্রহার-শব্দ কখন জামুখর্ব্বণশব্দ কখন বা ভীষণ সিংহনাদে দর্শকগণের অবগকুহর

বধিরপ্রায় হইল । সকলেই বিস্ময়োৎকল্ললোচনে বীর-
দ্বয়ের সমরপাটব নিরীক্ষণ করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত
হইলেন । অনন্তর কেশরী যেমন করিবরকে আক্রমণ
করে তাহার ন্যায় ব্রকোদর ভুজদ্বয়ে জীমূতকে ধৃত,
উৎপাতিত ও ঘূর্ণিত করিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন ।
জীমূত হতচৈতন্য ও ধরাভলশায়ী হইয়া পড়িল ।
ইতর মল্লগণ ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল । মৎস্য-
দেশীয় জনগণ বিজয়রব করিয়া উঠিল । বিরাটপতি
নিরতিশয় প্রীত হইয়া ভীমসেনকে যথোচিত পুরস্কৃত
করিলেন । অনন্তর ব্রকোদর রক্তহলে দ্বিতীয় প্রতি-
যোগী যোদ্ধা নাই দেখিয়া, সিংহ ও ব্যাঘ্রের সহিত
যুদ্ধারম্ভ করিলেন । ঐদৃশ অনানুষ কৰ্ম্ম সন্দর্শনে
মৎস্যপতি নিরতিশয় বিস্মিত ও প্রীত হইলেন, এবং
সকলেই শত শত সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন ।

এইরূপে যুধিষ্ঠির সদুত্তমদ্বারা, ভীম ভীমকৰ্ম্মদ্বারা,
অৰ্জুন নৃত্যগীত দ্বারা, নকুল অশ্বশিক্ষা দ্বারা, ও সহ-
দেব ব্রহ্মত বশীকরণ দ্বারা, রাজা ও রাজপুরুষগণের
ননোরঞ্জন করিয়া, এবং পতিপ্রাণা দ্রৌপদী স্বামি-
দিগকে অযোগ্য কার্য্যে ক্লিষ্টমান দর্শনে নাতিপ্রীত
মনে সুদেষ্ণার সেবা করিয়া, কোনরূপে কালান্তিপাত
করিতে লাগিলেন ।

কীচকবধ পর্ব ।

ঐবশম্পায়ন জনমেজয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,
এইরূপে পঞ্চ পাণ্ডব স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, এবং

যাজ্ঞসেনী অন্তঃপুরমধ্যে বিরাটমহিষীর সেবা করিয়া মনোহুঃখে অবস্থিতি করেন । বর্ষ অতীত প্রায় হইলে এক দিন বিরাটের সেনাপতি দুর্মতি কীচক রূপদরাজ-তনয়ার অসামান্য রূপ লাভণা বিলোকনে বিমুগ্ধ হইয়া, সুদেষ্ণা সন্নিধানে গিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, আমি এত কাল নৃপতির অন্তঃপুরে গতায়াত করিতেছি, কিন্তু এমন রূপবতী রমণী কখনই আমার দৃষ্টিপথে পড়িত হয় নাই । এ, কে, কোথা হইতে আসিয়াছে, এই যদি রেক্ষণার অলৌকিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শন অবধি এক-বারে অধীর ও অস্থির হইয়াছি । এতাদৃশ রূপ পরিচর্যা কার্যের একান্ত অযোগ্য । আমি অঙ্গীকার করিতেছি ইনি আমার গৃহলক্ষ্মী হইয়া থাকুন, গজ বাজী রথ প্রভৃতি আমার যে কিছু সম্পত্তি আছে সকলই ইহাঁকে সম-পণ করিব, এবং চিরজীবন ইহাঁর বশব্দ হইয়া থাকিব ।

দুর্মুখি কীচক সুদেষ্ণাকে এই কথা বলিয়াই, যুগেন্দ্র-পত্নী সন্নিধানে জম্বুকের ন্যায়, দ্রোণদীপসমীপে উপস্থিত হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল ভদ্রে! তুমি কে, কোথা হইতে এবং কি নিমিত্তেই বা রাজসদনে আগমন করিয়াছ । ঐদৃশ নিরূপম রূপ ও অমৃতনিস্যান্দিনী বাণী মনুজজাতি মধ্যে কোন মতেই সম্ভবপর বোধ হয় না । অভাব তুমি লক্ষ্মী, কি মূর্তিমতী কীর্তি বা শোভা, অথবা পঞ্চশর-মনোরমা, সম্ভা করিয়া বল । আমি ভবদীয় লাভণ্য-জলধিজলে একবারে নিমগ্ন হইয়াছি, উদ্ধার সাধনের উপায়ান্তর নাই । আমি প্রতিজ্ঞ হইতেছি আমার বত রমণী আছে তাহারা সকলেই তোমার দাস্যবৃত্তি করিবে এবং আমিও চিরজীবন তোমার বশব্দ হইয়া থাকিব ।

দ্রোপদী কীচকের এই অমুচিত্ত বাক্য শুনিয়া বলিলেন আমি হীনকৰ্ম্মা বৈশ্যকারিণী ঠেসরিক্কা আপনকার যোগ্য নহি । বিশেষতঃ পরদারাতিশায্য একান্ত অযুক্ত ও নিতান্ত ধৰ্ম্মবিরুদ্ধ, ঈদৃশ অসৎকার্য্যে বিরতিভাব অবলম্বন করা সৎ পুরুষের এক প্রধান চিহ্ন । তাহার। কামপরভক্ত হইয়া এবিধ গর্হিত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়, তাহার। অতি নরাধম ও অতি পাপাত্মা, তাহার। জন-সমাজে অভ্যস্ত অশ্রদ্ধেয় অবিদ্বান্ধনীয় ও নিন্দনীয় হয়, এবং তাহাদিগকে চিরজীরন শক্তি ও দুঃখিত হইয়া থাকিতে হয় ।

দ্রোপদীর বাক্যবশানে কীচক, পরপত্নীহরণে অতি-পাতক, নিরতিশয় ক্লেশ ও যৎপরোনাস্তি অযশ্য এবং কখনও প্রাণবিনাশেরও সম্ভাবনা, ইহাজানিয়াও দুর্নিবার স্মরণপরভক্ততা প্রযুক্ত পুনর্বার কহিল সুন্দরি ! আমি তোমার নিমিত্ত সাতিশয় কাতর হইয়াছি, প্রার্থনা পরি-পূরণে কৃপণতা করিলে তোমাকে নিঃসন্দেহ অনুভাপিত হইতে হইবে । আমি সমস্ত মৎস্যরাজ্যের এক প্রভু, যাহা মনে করি তাহাই করিতে পারি, আমার তুল্য বলবান্ বীর্য্যবান্ ও রূপবান্ পুরুষ পৃথিবীতলে কে আছে, এবং ঈদৃশ সৌভাগ্যই বা আর কাহার । তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে আমার নিকটে তাহাই পাইতে পারিবে । অধিক কি এই রাজ্য আমিই বিরাট-ভূপকে সমর্পণ করিয়াছি । অতএব ঘৃণিত দাস্য কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রাজ্যেশ্বরী হও, অতুল সুখসম্পত্তি ভোগে বিমুখ হইয়া চিরকাল কেন ব্রথা কষ্ট ভোগ করিবে ।

অনন্তর দ্রোপদী কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়া বলিলেন, রে

সুতপুত্র! তুই অত্যন্ত মূঢ়, অন্যথা কি নিমিত্ত আত্মবিনা-
শের চেষ্টা করিবি, এতুরাশা পরিভাগ কর, তুই কোন-
রূপেই আমাকে হস্তগত করিতে পারিবি না, আমার
পঞ্চস্বামী গন্ধর্ভগণ আমাকে সর্বদা রক্ষা করিতেছেন ।
অপারতরঙ্গিনীকুলস্থ বালক যেমন উত্তর কূলে উত্তীর্ণ
হইবার বাসনা করে এবং মাতৃকোড়শায়ী অর্ভক যেমন
গগনোদ্ভিত শশধর ধারণে কর প্রসারণ করে, তাহার
ন্যায় তুই অশকা ও চুপ্পাপ্য বিষয়ে কেন রুথা আকি-
ঞ্চন করিতেছিস্ । আমি তোর পক্ষে কালরাত্রি স্বরূপ,
আমাকে কলুষিত করিলে তোর কোন রূপেই নিস্তার
নাই । স্বর্গে বা পাতালে লুপ্তায়িত হ, অপার জলধিপা-
রেই বা পলায়ন কর, অথবা যেকোন ব্যক্তির শরণাগত
হ, কোথাও সুরক্ষিত হইতে পারিবি না । তুই যেখানে
যাইবি, মদীয় স্বামী গন্ধর্ভগণ সেই খানেই গিয়া তোকে
বিনষ্ট করিবেন । কীচক পঞ্চশরশরে অর্জরিত ছিল,
দ্রৌপদী এই কথা বলিলে হতাশপ্রায় হইয়া সুদেষ্ণা-
সম্মিধানে গিয়া বলিল তুমি যেভাবে পার সৈরিকীকে
আমার হস্তগত করিয়া দাও, অন্যথা প্রাণ পরিভাগ
করিব । সুদেষ্ণা জ্ঞাতাকে অতি কাতর দেখিয়া কহি-
লেন, তুমি আগামী পক্ষদিবসে সূর্য্য ও বিবিধ তোজ-
নীয় দ্রব্যের আয়োজন করিবে, পরে আমি সুরানয়ন-
ক্ষেত্রে সৈরিকীকে তথায় প্রেরণ করিলে, নির্জনে তাহাকে
বিধিযুক্তে শাস্ত্রনা করিতে পারিবে ।

কীচক ভগিনীর মন্ত্রণামুসারে নির্দিষ্ট দিবসে উৎকৃষ্ট
সূর্য্য ও তোজনীয়েস আয়োজন করিল । অনন্তর বিরোট-

মহিষী দ্রোপদীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন আমার অভ্যস্ত পিপাসা হইয়াছে, তুমি কীচকের নিকট গিয়া আমার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ সুরা আনয়ন কর । দ্রোপদী কহিলেন, দেবি! আমি তথায় যাইতে পারিব না, কীচক যে প্রকার দুৰ্দ্ধৃত ও নির্লজ্জ তাহা আপনিও জানেন। আমি এখানে কামচারিণী হইতে আসি নাই। প্রথম প্রবেশকালে যেৰূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি বোধ হয় আপনি তাহা বিস্মৃত হন নাই। অভাব আপনার আরও অনেক দাসী আছে তাহাদিগেরই এক জনকে পাঠাইয়া দিউন, আমি কখনই সেখানে যাইব না, যাইলে সে চুরাখ্যা আমার প্রতি অত্যাচার করিবে।

সুদেহা কহিলেন আমি তোমাকে প্রেরণ করিতেছি এ বিষয়ে তোমার কোন চিন্তা নাই। এই বলিয়া তিনি দ্রোপদীর হস্তে একটী সৌবর্ণ পানপাত্র প্রদান করিলেন। যাজ্ঞসেনী জগত্যা সম্মত হইলেন এবং যাত্রাকালে সূর্য্যের স্তব করিয়া অতিকাতরে কহিলেন, হে ভগবন! আমি যেমন স্বামী ব্যতীত আর কাহাকেও জানি না, তেমনই অদ্য যেন আমার পাতিব্রত্যা তঁজ না হয়। দিননাথ অনাথা অশরণা দ্রোপদীর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ভদ্রীয় শরীর রক্ষার্থ এক গুপ্তচর নিশ্চয় নিয়োজিত করিলেন। সে অদৃশ্যভাবে তাঁহার সহচর হইল।

অনন্তর দ্রোপদীকে সম্ভুক্তা যুগীর ন্যায় সমীপাগত দেখিয়া কীচক পারজিগমিষ ব্যক্তির তরুণীলাভের ন্যায় পরমানন্দিত মনে গাত্রোধান করিল। এবং স্বাগত প্রণের পর অভীষ্টসিদ্ধিমানসে নানামতে প্রলোভ প্রদর্শন করিতে লাগিল। পতিপ্রাণা দ্রোপদী অতিদীন রচনে ব-

লিলেন, রাজমহিষী সুরানয়নের নিমিত্ত আমাকে পাঠাইলেন এবং কহিলেন আমার অভ্যস্ত পিপাসা হইয়াছে তুমি অতি শীঘ্র আলিবে বিলম্ব না হয় । কীচক, সে বিষয়ে চিন্তা নাই আমি অন্য কোন দাসীদ্বারা সুরা পাঠাইয়া দিতেছি, এই বলিয়া দ্রৌপদীর দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিল । পতিব্রতা দ্রৌপদী হস্ত ছাড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন । তাহাতে কীচক বসনাঞ্চলে ধরিলে, দ্রুপদর্তনয়া দ্রুতবেগে দৌড়িতে লাগিলেন । দুরাশ্রা কীচক অঞ্চল ধরিয়া পশ্চাৎ ধাবমান হইল । অনন্তর দ্রৌপদী তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া রাজসভার শরণাপন্ন হইলেন । নির্লজ্জ কীচক ক্রোধাবিষ্ট ও সভায় প্রবিষ্ট হইয়া যাজ্ঞসেনীর কেশাকর্ষণ পূর্বক এক পদাঘাত করিলে, সূর্য্যচর নিশাচর তাহাকে পবনবেগে স্থানান্তরে প্রক্ষেপ করিল । কীচক ছিন্নমূল তরুর ন্যায় হতচৈতন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইল ।

সভামধ্যে ভীম ও যুধিষ্ঠির উভয়ে একত্র উপবিষ্ট ছিলেন । ভীম এই অসহ্য ব্যাপার দর্শনমাত্র একেবারে অধীর হইলেন । তাঁহার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল । দন্তে দন্ত ঘর্ষণ ও হস্তদ্বারা হস্ত মর্দন করিতে লাগিলেন । নয়ন-কুণ্ডল ধূমলবর্ণ ও ললাটস্থলে জীবন অকুণ্ঠী আবির্ভূত হইল । পরে ভীম দুরাশ্রা কীচকের বধোদ্দেশে যেমন উত্তিবেন, অমনি যুধিষ্ঠির তদীয় নক্ষস্পিত বিষয় বুঝিতে পারিয়া অজ্ঞাতচর্য্য ব্রত ভঙ্গভয়ে ইজিতদ্বারা নিবারণ করিলেন । এবং ভীমকে মত্ত মাতকের ন্যায় বনস্পতির প্রতি হৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া, সাক্ষেতিক বাক্যে কহিলেন, হুদ, তুমি বনস্পতি প্রতি

কেন দুষ্টি করিতেছ, যদি কাছে প্রয়োজন থাকে তাহা হইলে বহিঃস্থ ব্লক নষ্ট করিতে পার ।

এইরূপে যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে সান্ত্বনা করিতেছেন, এমন সময়ে পতিব্রতা সীতা অভিমানিনী দ্রৌপদী অনাথার ন্যায় অশ্রুস্রুখে সভ্যজনসম্মুখে উপনীত হইলেন, এবং মহাবল পতিদ্বয় অতিদীনভাবে জ্ঞানবদনে অধোমুখে উপবিষ্ট আছেন দেখিয়া, মৎস্যপতিকে সন্মোদন করিয়া কহিতে লাগিলেন, বাহাদিগের শত্রু মৎসার পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী বা ষষ্ঠাংশভাগী হইয়াও নিষ্কৃতি পায় না, যাহারা অতি সভাবাদী ও এমন বদান্য যে কখনই কাহার নিকট কিছুমাত্র বাচ্ষণ্য করেন না, বাহাদিগের জ্যাঘোষ ও দুন্দুভিনির্ঘোষের ক্ষণমাত্র বিশ্রাম নাই, বাহাদিগের তুল্য বলবান বীৰ্য্যবান ব্যক্তি পৃথিবীতে আর নাই, আমি সকললোকপূজনীয় ত্রিলোক বিজয়ী সেই মহাঅগ্নির মানিনী ভার্যা হইয়া, সূতপুত্রের পদাঘাত সহ্য করিয়া এখনও জীবিত থাকিলাম, হায়! শরণার্থি বিপন্ন জনের শরণ, অনাথের নাথ, সেই সকল মহারথ এখন প্রফুর্ত ভাবে কোথায় রহিলেন । তাঁহারা অপ্রমিত প্রতাপশালী হইয়া, প্রিয়তমা সতীর ঈদৃশ দুর্গতি দেখিয়া কি প্রকারে উপেক্ষা ও ক্লীরবৎ ব্যবহার করিলেন । তাঁহাদিগের এতদৃশ বল, ঈদৃশ বীৰ্য্য, একবিধ শৌর্য্য ও ঈদৃশ প্রতাপে শিক, যাহা বিপন্ন ভার্য্যার মান ও আশ্রয়কে উপযোগী হইল না । মৎস্যপতি যে অতি অধাৰ্ম্মিক, তাহার আর পরিচয় দিবার আবশ্যকতা নাই । চুরায়া সূতপুত্র তাঁহার সমক্ষে নিরস্ত্র-রাখে আমার এইরূপ দুর্গতি করিল, তথাপি তিনি পাণা-

আর কিছুমাত্র শাসন করিলেন না । ঈদৃশ ব্যক্তি রাজ-
পদবীলাভে নিতান্ত অযোগ্য এবং ঈদৃশ দম্ভ্যসদৃশ
রাজা রাজসভার একান্ত অনুপযুক্ত । কীচক যে অতি
নরাধম ও পাপাত্মা, তাহা সকলেই জানেন । এবং এই
ভূপালও যে অতি অধার্মিক তাহাও বিলক্ষণ প্রতীয়-
মান হইল । এই সকল পরিষদগণও অতি পামর ও
অত্যন্ত অবিশেষকী, যে হেতু ইহারা এখন পর্য্যন্তও এব-
স্থিধ ধর্ম্মবিদ্বেষক দুর্ম্মতি ভূপালের সেবা করিতেছেন ।

অনন্তর বিরাটরাজ ঠৈরিক্কীকে সম্বোধন করিয়া কহি-
লেন আমি তোমাদিগের উভয়ের পরোক্ষ বিষয় জ্ঞাত
নহি, সুতরাং কি করিতে পারি । পরে সভাসদগণ দ্রৌ-
পদীকে শত শত সাধুবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন ইনি
যাঁহার ভাৰ্য্যা তাঁহার স্নোভাগ্যের পরিসীমা নাই, ইহাঁর
তুল্য পতিপ্রাণা সতী পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায়
না, ইনি সামান্য মানুষী নহেন, অবশ্যই দেবকন্যা
হইবেন । এইরূপে সকলেই দ্রৌপদীকে প্রশংসা করিতে
লাগিলেন । তখন যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া
বলিলেন ঠৈরিক্কি ! তোমার আর ভয় নাই, রাজমহিষী
সম্মিধানে গমন কর, পতিব্রতা হইয়া পতিনিন্দা করা
কখনই যুক্তিযুক্ত ও ধর্ম্মসন্মত নহে । পতিসেবায় পর-
লোকে পরম মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা । বোধ হয় তোমার
স্বামী সেই গন্ধর্ভগণের এখনও ক্রোধের সময় উপস্থিত
হয় নাই, হইলে তাঁহারা অবশ্যই তোমার নিকট উপ-
স্থিত হইতেন, অসময়ে তাঁহাদিগকে ভৎসনা করিলে
কি হইবে । অতএব ব্রথা রোদন করিয়া নৃপতির পাশ-
জীড়ার বিলম্বকারিণী হইও না, যাও, গন্ধর্ভেরা অবশ্যই

তোমার মঙ্গল করিবেন, তোমার দুঃখ দূর করিবেন
এবং তোমার শত্রুকে নিঃসন্দেহ নিহত করিবেন ।

যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে আর স্তনয়নু বিমুক্তকেশা দ্রৌ-
পদী অশ্রুযুগ্মে বিরাটমহিষী সমিধান প্রস্থান করিলেন ।
অন্তঃপুরমধ্যে সূদেষ্ণা তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন, টেরিঙ্কি! তোমাকে কে মারিয়াছে? কেন কা-
ন্দিতেছ? তোমার এতাদৃশ দুঃখবস্তুর কারণই বা কি? দ্রৌ-
পদী কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন আপনকার নিমিত্ত কী-
চক ভবনে সুরানয়ন করিতে গিয়াছিলান, পাপাত্মা কীচক
সভাসমক্ষে আমার এই দুর্দশা করিয়াছে । রাজ্ঞী কপট
ক্রোধ প্রকাশপূর্বক কহিলেন, সে দুঃখাত্মা মদনমত্ত হইয়া
এমত পতিব্রতার প্রতি যেমন অত্যাচার করিয়াছে, তুমি
নিশ্চয় জানিবে আমি তাহার তদনুরূপ শাস্তি ও প্রতি-
কারবিধান করিব । দ্রৌপদী বলিলেন রাজ্ঞি! আপ-
নাকে কিছুই করিতে হইবে না, সে যাঁহাদিগের বিপ্রি-
য়কারী তাঁহারাই তাহার সমুচিত শাস্তিবিধান করিবেন,
বোধ হয় অদাই কীচককে শমনসদনে যাত্রা করিতে
হইবে । এই কথা বলিয়া একান্ত মনে দুঃখাত্মার বধোপায়
চিন্তা করিতে করিতে অবগাহনপূর্বক পরিভ্রম্য হইলেন ।

শরীরী সমুপস্থিত হইল, তখন দ্রৌপদী, মনে মনে,
কি করি, কোথায় যাই, কিরূপেই বা সমীহিত সিদ্ধ হই-
বে । এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে ভীষ্মদেব সমিধান
গমন করাই প্রায়ঃকল্প স্থির নিশ্চয় করিলেন । এবং
দুঃখসন্তপ্ত হৃদয়ে স্তম্ভগতি পতিমন্দিরে উপস্থিত হইয়া
তাঁহাকে নিদ্রিত দেখিয়া আক্ষেপপূর্বক কহিলেন, হাঙ্ক!
অদ্য যে দুঃখাত্মা সভাসমক্ষে আমার এতাদৃশ দুঃখবস্থা করি-

যাচ্ছে, সেই পাপিষ্ঠ শত্রু জীবিত থাকিতে, জীবিতনাথ
কিরূপে সুখে নিদ্রা যাইতেছেন । এই কথা বলিতে
বলিতে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পতিকে জাগরিত করি-
বার নিমিত্ত আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, নাথ! নিদ্রা
পরিভ্যাগ করুন, কি নিমিত্ত মৃতবৎ শয়ান রহিয়াছেন ।
আপনি জীবিত থাকিলে ভাৰ্য্যাদ্রোহী ভবদীয় শত্রু কি
কখন জীবিত থাকিতে পারে? এইরূপে ভীম দ্রোপদী
কর্তৃক জাগরিত হইয়া তাঁহাকে পল্যঙ্কে বসাইয়া সমাদরে
জিজ্ঞাসা করিলেন প্রিয়ে, বল, কি নিমিত্ত এত ব্যস্ত
হইয়া আমার নিকট আসিয়াছ, তোমাকে স্বীণা স্নান-
বদনা ও বিবর্ণা দেখিতেছি, কি কোন অত্যাধিত হই-
য়াছে? দেখ আমি তোমাকে কতবার কত বিপদ হইতে
পরিভ্রাণ করিয়াছি । অতএব যাহা হইয়াছে সত্য করিয়া
বল, আমি এই দণ্ডেই তাহার প্রতিকার করিতেছি । এই
বেলা অন্য কোন ব্যক্তি না জাগিতে জাগিতেই মনো-
গত কথা ব্যক্ত করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করাই কর্তব্য ।

দ্রোপদী কহিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির, যাহার ভৰ্তা,
তাহার শোকের কথা আর জিজ্ঞাসা করিতে হয় না,
আপনি ত সকলই জানেন, আমি আপনাদিগের মহিষী
হইয়া যখন রাজসভায় দাসীভাবে পরিচিত হইলাম,
তখন আর দুঃখের কথা কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন? রাজ
তনয়া হইয়া আমার মত দুঃখ সহিতে আর কে পারে?
বনবাসে ঈশঙ্করপতি আমার যেরূপ দুর্গতি করিয়াছিল
এবং বিরাটরাজের সভায় সর্বসমক্ষে দুর্দান্ত কীচক
আমাকে যে পদাঘাত করিল, তাহা সহ করিয়া মাদৃশী
রাজমহিষী কি কখন জীবিত থাকিতে পারে? এইরূপে

আমার যত ক্লেশ হইতেছে তাহা কি আপনি জানেন না? আমার আর বাঁচিয়া ফল কি বলুন দেখি । বিরাটের শ্যালক দুর্মতি কীচক প্রতিদিন আমার নিকট আসিয়া আমাকে টেরিঙ্গী দেখিয়া আমার ভাৰ্যা হও বলিয়া কতই বিরক্ত করে ।

আপনকার জ্যেষ্ঠের গুণের কথাই বা কি কহিব, আমাদিগের যাবতীয় দুঃখই কেবল তাঁহার দুৰ্ব্বুদ্ধি-নিবন্ধনই বলিতে হইবে । পাশকীড়ায় রাজ্যাদি আশ্রয়-পৰ্য্যন্ত হারিয়া প্রত্নজ্যাশ্রম অবলম্বন করা, তিনি ভিন্ন আর কে কোথা করিয়াছে? নিকমসহস্র পণ করিয়া নিরন্তর পাশকীড়া করিলে ও যাহার বসন ভূষণ করী তুরগ রথাদি সম্পত্তি অসম্ভাব্যেও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, সেই রাজা যুদ্ধিষ্ঠির এক্ষণে সামান্য যুদ্ধের ন্যায় স্বকৃত দুৰ্দ্ধমের ফলভোগ করিতেছেন ।

ভাবিয়া দেখুন দেখি, দশ সহস্র করিবর যে নৃপবরের সৰ্ব্বদা অনুগমন করিত, এক্ষণে তাঁহাকে দ্যুতজীবী হইয়া জীবনযাত্রা নিকাহ করিতে হইল । ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? ইন্দ্রপ্রস্থে শত সহস্র মহীপাল যে নরেন্দ্রজ্যেষ্ঠের প্রসাদলাভের প্রত্যাশায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিত, যাহার পাকশালায় সহস্র সহস্র পাটিকা ও পলিচারিকা পাজীহস্তা হইয়া রাত্রি দ্বিব অতিথিসেবায় ব্যস্ত থাকিত, যিনি দীন দরিদ্রদিগকে অজস্র দ্রবিনদান করিতেন, সুমুখ মণিকুণ্ডলধারী সুস্বর সম্পন্ন কত শত মুক্ত দানধন্যগণ সায়ং ও প্রাতঃকালে যাহার উপাসনা করিত, শত সহস্র ঋষিগণ যাহার নিত্য সভাসদ থাকিতেন, যিনি অকোণীতি সহস্র স্নাতক

ও অপ্রতিগ্রাহী দশ সহস্র উর্দ্ধরেতা যতিগণের নিষ্ঠা ভরণ পোষণ করিতেন এবং যিনি রাজ্যান্তর্গত বারভীষ অন্ধ বাল বৃদ্ধ দুর্গতিগণের প্রতিপালন করিতেন, সেই নরনাথ সম্প্রতি স্বয়ং অনাথপ্রায় হইয়া মৎস্যপতির পরিচারক হইলেন । এবং তাঁহাকেই একগেঁরাজসভায় কঙ্ক নামে পরিচিত হইয়া পরের সন্তোষার্থে যত্নপর হইতে হইল । ইন্দ্রপ্রস্থে কত শত রাজা কর প্রদান করিবার নিমিত্ত যাঁহার দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিত, সেই রাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির একগেঁরাজের দ্বারস্থ হইয়া রহিলেন । দিনকরকিরণের ন্যায় যাঁহার প্রতাপে মেদিনী দেদীপ্যমান হইয়াছিল, তিনিই একগেঁরাজের সভাস্তার হইলেন । যিনি সমস্ত বনুজরাজ একাধিপতি ছিলেন, নানাদেশীয় নৃপবর ও ঋষিপ্রবরে যাঁহার সভা নিরন্তর পরিশোভিত থাকিত, হায় ! তাঁহাকে একগেঁরাজীবিতার্থে ইতর রাজসভায় অতি অযোগ্য হেয় কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইল । আহা ! তাদৃশ নরেন্দ্রশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে এমনতর বসু দেখিয়া কাহার হৃদয় বিদীর্ণ এবং কোন্ ব্যক্তিই বা সম্ভব না হয় ।

অতএব নাথ ! আপনি যে আমার শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য । আমার আরও মহৎ দুঃখ এই যে, আপনি ধরাভূলে এক বীর ও প্রধান নৃপকূলে উৎপন্ন হইয়া বিরাতের সভায় বজ্রব নামে পরিচিত ও অতি হেয় কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন । যখন বিরাতরাজ আপনাকে, ইনি বৃদ্ধন কার্য্যে বিলক্ষণ নিপুণ বলিয়া প্রশংসা করেন তখন, বলিতে কি, আমার হৃদয় একবারে বিদীর্ণ হইয়া যায় । এবং যখন

আপনি নৃপতির আদেশে অন্তঃপুরনারীগণের কোতুক ও সন্তোষের নিমিত্ত সিংহ শার্দূলাদির সহিত ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হন, তখন ইতর রমণীগণ সহাসামুখে আনন্দরব করিতে থাকে, কিন্তু আমি এককালে শোকে অধীর ও মুচ্ছিত হই। তাহাতে সকলে এমত আশঙ্কা করে যে, সৈরিন্ধী পরম রূপবতী ও যুবতী, বলবতী সুন্দর বটে, বিশেষতঃ ইহারা উভয়েই এক দিবসে এখানে উপস্থিত হইয়াছে, অতএব ইহাদিগের যে পরস্পর প্রণয় আছে তাহার আর সন্দেহ নাই। এই উপলক্ষে সুদেখা মধ্যো মধ্যো প্রায়ই তিরস্কার করেন। তাহাতে আমার অন্তঃকরণে ক্রোধের সঞ্চার হইলে, সকলেই আপনার প্রতি মদীয় প্রীতিভক্ত বজ্রমূল বলিয়া সন্দেহ করে। ইহাতে কি আর ক্ষণমাত্র প্রাণধারণ করিতে ইচ্ছা হয়।

আর ইহাও কি সামান্য দুঃখের বিষয়, যে মহারথী এক রথে নিখিল ভূপাল ও সুরগণকেও পরাজিত করিয়াছেন, তাঁহাকে এক্ষণে বিরাট তবনে কন্যাগণের নৃত্য শিক্ষকরূপে জীবন যাপন করিতে হইল। যিনি অসীম পরাক্রম প্রকাশ করিয়া ঋগুদাদেব দহনের তৃপ্তি বিধান করেন, তিনি এক্ষণে কুপগত রহির ন্যায় বিরাটের অন্তঃপুরচারী হইয়া রহিলেন। যাহার ভয়ে প্রবল শত্রুদল সদা ভ্রম ও ব্যাকুল হয়, সেই মহাবীর ধনঞ্জয় সম্প্রতি সামান্য ঔবরিক্তয়ে ক্রীষবেশ ধারণ করিয়া লুপ্ত-মিহ রহিলেন। হায়! দুঃখের কথা আর কতই বা কহিব, পরিষদসভা বাহু নিরন্তর জ্যাকর্ষণে কঠিন হইয়াছে, আহা! সেই বাহু এখন ক্রীড়াবে আচ্ছাদিত

হইল । দেখুন দেখি, যে রণধীরের বজ্রতুলা জ্যাঘোষে ধরাডল কম্পিত হইত, সম্প্রতি স্রীগণতদীয় মুহু মধুর গীত শ্রবণে মুদিত হইতেছে । যাঁহার উত্তমাজ প্রতিদিন দিনকরসম কিরীটে সুশোভিত থাকিত, আহা ! সেই মস্তকে এখন বেণীবিন্যাস করিতে হইল । আপনি সত্য বলুন দেখি, ভাদ্রশ বীরপ্রধান ধনঞ্জয়কে এবম্বিধ অযোগ্যবেশধারী ও কন্যাজন বেষ্টিত দেখিয়া কি হৃদয় বিদীর্ণ হয় না ! যে বীর জাতমাত্র কুন্তীর শোকাপনোদনের নিদান হইয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে যথার্থ বীরপদবাচ্য হইয়া আমার দুঃসহ শোকের কারণ হইলেন ।

দুঃখের কথা আর কতই বলিব, আপনার কনিষ্ঠ সহোদরকে গোপরিচর্যা করিতে দেখিয়া ক্ষণমাত্র জীবন ধারণ করাও দুঃসহ ভার বোধ হয় । আহা ! যিনি অতি সুশীল, অতি সদাশয়, পরম ধার্মিক, অত্যন্ত মিষ্টভাষী ও সকলেরই প্রিয়, যাঁহার শরীরে দোষের লেশমাত্রও নাই, তাঁহার ভাগ্য কি এত দুঃখ ছিল । আহা ! মাতা কুন্তী যথাকালে রোদন করিতে করিতে সহদেবকে আলিঙ্গন করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, সহদেব বলবান বটে কিন্তু অত্যন্ত সুকুমার, অতএব ইহার প্রতি বিশেষ দয়া প্রকাশ করিবে এবং স্বয়ং ভোজন করাইবে । কিন্তু হায়, সেই যোদ্ধাপ্রেষ্ঠ সহদেবকে এক্ষণে বিরাটের অনিন্দ বর্জনের নিমিত্ত রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া গোপগণের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে হইতেছে ।

আর ইহাও কি অল্প দুঃখের বিষয় যে নকুলের রূপ দেখা ও অস্ত্রবল তিনই অলোকসামান্য, কালবলে তাঁহাকে এক্ষণে বিরাটবনে অশ্ববদ্ধ হইতে হইল,

তিনিই আবার দুই ছোটক বশীকরণাদি দ্বারা রাজার সম্ভাষণ বিধান করিয়া পুরস্কারের প্রত্যাশা করিতেছেন । এই সমস্ত দুঃসহ দুঃখ সহ্য করিয়া আমি এখনও যে জীবিত আছি ইহাই আশ্চর্য্য । অতএব জীবিত নাথ ! আপনি যে আমার দুঃখবার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি কিছুই জানেন না ? ইহা ভিন্ন আরও যে কত দুঃখ আছে তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু না বলিলেও চলে না স্মরণে বলিতে হইল ।

দেখুন দেখি, রাজার কন্যা ও রাজার মহিষী হইয়া আমাকে সুদেষণার দাস্যবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে হইল । তবে যে এখনও প্রাণত্যাগ করি নাই সে কেবল মর্ত্যজাতির অর্থসিদ্ধি ও জয় পরাজয় চিরস্থায়ী হয় না বলিয়াই বলিতে হইবেক । যেহেতু বাহা পুরুষের বিজয়ের নিমিত্ত হয় তাহাই পুনর্বার পরাজয়ের কারণ হইয়া থাকে । কালবলে দাতাকে যাচঞা করিতে, পাতয়িতাকে পতিত হইতে এবং স্বাতককেও হত হইতে হয় । শাস্ত্রে কথিত আছে দৈবের অতিভার কিছুই নাই । অল পূর্বে যেখানে ছিল পুনর্বার সেইখানেই যায় । এই সমস্ত দৈববিপর্যায় চিন্তা করিয়া তর্জুগণের পুনর্বার অভ্যুদয়প্রতীক্ষায় জীবনধারণ করিতেছি ।

নাথ ! দুঃখিনীকে যদি জিজ্ঞাসা করিলেন তবে বলিতে হইল, দ্রুপদরাজের দুহিতা ও পাণ্ডবগণের মহিষী এবং স্বপুত্র ও জাতুবর্ণে পরিবৃত্ত হইয়া, বলুন দেখি, আমার ন্যায় কোন্ নারী ইহুশ দুঃখ-সমুদ্রে নিমগ্ন হয় ? আমি বিধাতার অনেক বিপ্রিয় করিয়াছি, অন্যথা আমাকে দাসী হইয়া কেনই থাকিতে হইবে । অদ্বিতীয়

যোদ্ধা ধনঞ্জয় ও অসীম বিক্রমশালী ভীমসেন সহায় থাকিতে, আমার যে ঈদৃশী দুঃখবস্থা হইল, এ বিষয়ে দৈবই বলবৎ কারণ সন্দেহ নাই । ইন্দ্রতুলা মহাস্র-
গণের ঈদৃশী বিনিশাত অতি অচিস্তনীয় ও স্বপ্নের অগো-
চর । ইহা কি সামান্য আশ্চর্যের বিষয়, যাহাদিগের
সাগরপরিখা পর্য্যন্ত সমস্ত বসুন্ধরা বশবর্তিনী, তাহারা
জীবিত থাকিতেই তদীয় মহিষীকে সূদেবার দাসী
হইয়া থাকিতে হইল । সহস্র২ দাসদাসী বাহার অগ্র-
পষ্ঠাৎ ধাবমান হইত, তাহাকে একগণে দীনবেশে সূদে-
বার অনুগামিনী হইতে হইল । যে দ্রোপদী স্বহস্তে
কখন আপনার ও গাত্রমার্জন করে নাই, চন্দনস্বর্ষণ এখন
তাহার জীবনোপায় হইল । এই দেখুন আমার তাদৃশ
সুকোমল করতল কিগচয়ে কলঙ্কিত হইয়াছে । যে আমি
কুস্তী ও আপনকারদিগের হইতে কখনও ভীত হই নাই,
সেই আমাকে একগণে দাসীভাবে পরগৃহে সর্বদা সশঙ্ক
হইয়া থাকিতে হইল । বর্ণক স্মৃতি হইয়াছে কি, না,
রাজা পাছে কিছু বলেন, কেবল এই ভাবিয়াই দিন য়া-
নিনীয়াপন করি । অতএব নাথ ! আমা অপেক্ষা পাপীয়সী
পৃথিবীতে আর কে আছে বল । দ্রোপদী এই কথা বলিয়া
দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক রোদিন করিতে লাগিলেন ।

ভীম, শ্রেয়সীর দুঃখ শ্রবণে মন্তস্ত, অতি কাতর ও
অধীর হইয়া তদীয় কিংকলঙ্কিত করদ্বয় ধারণপূর্ব্বক রো-
দন করিতে লাগিলেন, এবং ক্ষণবিলম্বে কিঞ্চিৎ ঠেংয়া
অবলম্বন ও বাস্পবারি মার্জন করিয়া বলিলেন, আমার
এই বাহুবলে দিক, ধনঞ্জয়ের গাণ্ডীবেও দিক, যেহেতু
আমরা জীবিত থাকিতেই শ্রেয়সীর সুকোমল করতল

কিণকলঙ্কে কলুষিত হইল। তাহাই আবার আমাকে দেখিতে ও দেখিবামাত্র তৎপ্রতিবিধান না করিয়া প্রাণধারণ করিতে হইল। আমি স্বেচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারিলে কখনই এরূপ ঘটিত না। আমি মনে করিলে নিখিল শত্রুদল ক্ষণমধ্যেই নিহত করিতে পারি। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্য আমি মন্তমাতঙ্গের ন্যায় এক পদাঘাতেই সেই কামমত্ত পাণ্ডা কীচকের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিব। ছুরায়া যখন সভাসমক্ষে তোমার তদ্রূপ অপমান করিল, আমি তখনই তাহাকে বিনষ্ট করিতে ও বিরাটের সর্কনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, কি করি, ধর্ম্মরাজ ইঞ্জিতদ্বারা নিবারণ করিলেন। আমি কেবল তাঁহারই কথায় ক্ষান্ত হইয়া থাকিলাম। তখন কি আমার সামান্য কষ্ট হইল। আমরা যে রাজ্যচ্যুত হইয়া বনবাসী হইয়াছি, এবং অদ্যাপি যে ছুরায়া দুর্ব্বোধনের উরুভঙ্গ, দুঃশাসনের রুধির পান এবং শকুনি প্রভৃতি টেবরিদলের মস্তক চূর্ণ করিতে পারিলাম না, সেই সম্বন্ধে আমার সর্কশরীর দগ্ধ হইতেছে। কি করি বল, জ্যেষ্ঠের অমতে কিছুই করিতে পারি না। অতএব তুমিও ঈর্ষ্যাবলম্বন কর, ধর্ম্ম প্রতিপালন কর, এবং ক্রোধ পরিত্যাগ কর। ইহা যুধিষ্ঠিরের কর্ণগোচর হইলে তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন। অনন্তর অর্জুন নকুল ও সহদেব তাঁহার অনুগমন করিলে সুভদ্রাও আমিও জীবন ধারণ করিতে পারিব না।

ভীম দ্রৌপদীকে আরো বুঝাইলেন প্রিয়ে! পতির সূত্রে সুখী, পতির হৃদয়ে সুখিনী ও ছায়ার ন্যায় পতি সহচরী হইয়া সর্ব্বাবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকা এবং প্রাণান্তেও পতিনিন্দা না করা সতীর অবশ্যই কর্তব্য কৃষ্ণ ও

প্রধান ধর্ম্ম স্বীকার করিতে হইবে । দেখ, স্মৃতিপ্রাণী ভীষ্মপত্নী বনমধ্যে বল্লীকভূত স্বামীর অনুগমন করেন, প্রসিদ্ধ সুন্দরী ইন্দ্রসেনা সহস্র বর্ষ বয়স্ক অরাজর্গ স্বামীর অনুসরণ করেন । দেখ, জনকরাজ-দুহিতা বৈদেহী নিবিড় অরণ্যে স্বামীর অনুচাରିণী হইয়া দুর্দান্ত রাকসকর্তৃক হৃত হন এবং ধর্ম্মরক্ষার্থে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ও দুঃসহ নিগ্রহ সহ্য করিয়া পরিশেষে অশেষ সুখভাগিনী হন । পরম রূপবতী যুবতী লোপামুদ্রা অগস্ত্যের অনুগামিনী হন । দেখ, অতি গুণবতী পতি-পরায়ণা সাবিত্রী অমানুষ সম্পত্তিসুখভোগ পরিত্যাগ করিয়া, বনবাসী সভাবানকে বিবাহ করিয়া যমপুরী পর্য্যন্ত ও তাঁহার অনুসরণ করেন । ভূমিও তরুণ পতি-পরায়ণা ও গুণবতী । অতএব সার্বৈক্যমাসমাত্র প্রতীক্ষা কর, ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হইলেই সকল ক্লেশ দূর হইবে ও পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্বার রাজ্যেশ্বরী হইতে পারিবে ।

ক্রোপদী কহিলেন নাথ ! আপনি যাহা বলিলেন সকলই সত্য । আমি মহারাজের নিন্দা করিতেছি না, কেবল প্রকলিত দুঃখানন্ড সহ্য করিতে না পারিয়াই এরূপ বলিলাম । সে যাহা হউক, অতীত কার্য্যের আলোচনায় ফল নাই । এক্ষণে উপস্থিত বিপদ হইতে বাহাতে নিস্তার পাই তাহা করুন । সুদেষ্ণা নদীর সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে প্রায় সর্ব্বদাই আশঙ্কা করেন, পাছে রাজা আমার প্রতি আশঙ্ক হন । এক্ষণে দুঃখীরা কীচক বিরাটমহাবীর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া প্রতিদিন আসিয়া আমাকে বিরক্ত করে । আমি তাহার কথায় প্রথমে ক্রোধে অধীর হইয়া উঠি, পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ

ঐধর্য্যাবলম্বন করিয়া বলি, রে মুঢ় কীচক ! যদি বাঁচিতে ইচ্ছা থাকে তবে এ অনুচিত বাসনা পরিত্যাগ কর, আমি পঞ্চ গন্ধর্কের পরম প্রিয়তমা ভাৰ্য্যা, তাঁহার বিপ্রিয়-কারীকে কখনই ক্ষমা করিবেন না অর্থাৎ বিনষ্ট করিবেন । এ কথায় কীচক বলে, আমি জগতীতলে কাহাকেও ভয় করি না, লক্ষ্য গন্ধর্ষকে নিম্নমধ্যে বিনষ্ট করিতে পারি, সে বিষয়ে কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই । এইরূপ বলিলে আমি সেই পাপাত্মা কামোন্মত্তকে বলি তুমি কোন অংশেই গন্ধর্ষগণের প্রতিধনের যোগ্য হইতে পারিবি না । বিশেষতঃ আমি পতিব্রতা, প্রাণান্তেও সতীত্বধর্ম্য নষ্ট করিতে পারিব না, এবং আমার নিমিত্ত যে এক ব্যক্তির প্রাণবধ হয় তাহাও ইচ্ছা করি না । ইহা শুনিয়া কীচক উপহাস করিয়া চলিয়া যায় ।

পরে এক দিন জাতুপ্রিয়কারিণী সূদেষ্ণা সেই দুরাচার সহিত মন্ত্রণা করিয়া আমাকে সুরানয়নহলে তদীয় গৃহে প্রেরণ করিয়াছিল । দুরাত্মা আমাকে নিকটাগত দেখিয়া, ইটসিদ্ধ হইল মনে করিয়া সাদরসম্ভাষণপূর্বক বিধিমতে লোভ প্রদর্শন করিতে লাগিল । আমি তাহার দুটোভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া পলায়ন পূর্বক রাজসভার শরণাগত হইলাম । দুরাশয় নির্লজ্জ কীচক মনোরথ সিদ্ধ না হওয়াতে কুপিত হইয়া সর্বজনসমক্ষে আমাকে পদাঘাত করিল, কেহ কিছুই বলিলেন না । তাহাতে আমি অত্যন্ত অধীর হইয়া ছলক্রমে মহারাজের কন্ত-শুলা ভংগন করিয়াছি । নাথ ! এক্ষণে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যদি সেই পরদারহারী পাপমতি কীচক আমার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ

প্রাণ পরিভ্রাণ করিব। তাহাতে আপনকারদিগের ধর্ম নষ্ট হইবে।

শাস্ত্রে কহে ভাৰ্য্যা সুরক্ষিত হইলে প্রজারক্ষা ও উদ্ধার আশ্রয় সুরক্ষিত হয়। যেহেতু তর্ভা আপনাই পুত্ররূপে ভাৰ্য্যাগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, এই নিমিত্তই ভাৰ্য্যার একটা নাম জায়া বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব এক্ষণে যাহাতে সহধর্মিণীর প্রাণ রক্ষা ও ধর্মরক্ষা হয় তাহা করুন। কলিযুগ জাতির শত্রুনিপাত করাই এক প্রধান ধর্ম। বিশেষতঃ আপনি আমাকে জটাসুর হইতে পরিভ্রাণ করিয়াছেন, আমার রক্ষা হেতু জয়দ্রথের বিনিপাত করিয়াছেন, এবং মদীর বিপ্রিয়কারী পাণিষ্ঠ জহী-নকেও বিনষ্ট করিয়াছেন। সম্প্রতি দুর্মতি কীচক অত্যন্ত অনর্থের মূল হইয়া উঠিয়াছে, সে নিশ্চয় জানিয়াছে যে রাজা তাহার কিছুই করিতে পারিবেননা, এই মনে করিয়াই সে আমার প্রতি এত অত্যাচার করিতেছে। এক্ষণে তাহাকে বিনষ্ট করিয়া দুঃখিনীর পরিভ্রাণ করুন।

আপনাকে নিশ্চয় বলিতেছি, কল্য প্রাতঃকালে যদি সেই দুরাশ্রী জীবিত থাকে, তাহা হইলে আমি হলাহল পান করিয়া জীবন বিসর্জন করিব, তথাপি সেই দুরাশ্রয়ের বশবর্ত্তিনী হইব না। এই কথা বলিয়া দ্রৌপদী ভীমের উরঃস্থলে পতিত হইয়া অনুবরত রোদন করিতে লাগিলেন।

ভীম বিবিধ আশ্বাসবচনে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন প্রিয়ে! তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি অবশ্যই কীচককে সবংশে বিনষ্ট করিব। এক পরামর্শ বলি শুন, তুমি শোক সম্বরণ করিয়া, শরীরী অবসান হইলেই উহার

সহিত সাক্ষাৎ কর, এবং রাজার অন্তঃপুর মধ্যে যে নাট্যশালা আছে, তথায় দিবাতাগে রাজবালাগণ নৃত্য-শিক্ষা করে, রাত্রিতে কেইখাকে না, সেই গৃহ সাজ-সজ্জা স্থান নির্দিষ্ট কর। আমি অতি গোপনে সেই স্থানে গিয়া গন্ধর্ভভাবে তাহার প্রাণ সংহার করিব। ভীমের এই প্রকার আশ্বাসবাণী শ্রোতৃপদী নরমজল মোচন করিয়া উদ্বিগ্নমনে স্বস্থানে গমন করিলেন।

কীচক প্রব্রুতের ন্যায় প্রাতঃকালে উঠিয়াই যাজ্ঞ-সেনীর নিকটে গিয়া নানা প্রকার লোভ দেখাইয়া বলিল দেখ ঠেসরিঙ্গি! তুমি আমার কথা না শুনিয়া রাজসভার শরণাপন্ন হইয়াছিলে, তাহার। ত তোমাকে রক্ষা করিতে পারিল না। তুমি নিশ্চয় জানিবে, বিরাট নামমাত্রেই রাজা, আমি যাবতীয় ঠেসনোর অধ্যক্ষ, বস্তুতঃ এ রাজ্য আমারই, আমি বাহা মনে করি, তাহাই করিতে পারি। আমাতে অনুরক্ত হইলে আমি তোমার দাস হইয়া থাকিব। এখনই শত শত দাস দাসী তোমার সেবার্থে নিযুক্ত করিব।

শ্রোতৃপদী উদীপ্ত শোকানল সন্মোহন করিয়া কহিলেন, তুমি যদি আমার সহিত এইরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হও যে তোমার ভ্রাতৃগণ ও অন্য কেই এ বিষয় জানিতে না পারে এবং গন্ধর্ভেরা ইহার কোন সন্দান না পান, তাহা হইলে আমি সন্মত হইতে পারি। চতুর্দ্ধি কীচক প্রত্যাভ্যুতাহাতে প্রতিজ্ঞা হইয়া কহিল তুমি বাহা বলিবে তাহাই করিব, গন্ধর্ভেরা কিছুই অনুসন্ধান পাইবে না। যাজ্ঞসেনী কহিলেন রাজার যে নৃত্যশালা আছে তথায় দিবাতাগে যুগস্থিভাগে নৃত্যশীত শিক্ষা

করে, রাজিহুত কেইই থাকে না; সে স্থানটী অতি নির্জন; বখন তমস্বিনীর অন্ধকারে নিক সকল পরিপূর্ণ ও সমস্ত লোক সুবুস্ত হইবে, তুমি সেই সময় একাকী এখানে আসিবে, তাহা হইলে তথায় আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে ।

কীচকের সহিত এইরূপ কথা স্থির হইলে, দ্রৌপদী ভীমের নিকটে গিয়া সমস্ত অবগত করিলেন । স্মরবিমুঢ় কীচকও পরম পুলকিত চিত্তে স্বত্বনে গমন করিয়া পরিচ্ছদ পরিধান ও বেশপুষা করিতে লাগিল । সে ছুরাশয় জানে না যে কালরাজি নিকটবর্তিনী হইতেছে । সমস্ত দিন কেবল অলঙ্কার ধারণ ও গন্ধ দ্রব্য বিলেনপ-নেই ব্যাপিত হইল । বেলাবসানে বিমুঢ় কীচক দ্রৌপদীকে মৃত্যুরূপা জ্ঞানিতে না পারিয়া, কেবল ভদীর অলোকসামান্য রূপলাবণ্য চিন্তনেই নিমগ্ন হইল । তখন, যেমন নির্কীর্ণকালে দীপশিখার সমধিক উজ্জ্বল হয়, তাহার ন্যায় কীচকের শরীর শোভা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল হইল ।

অনন্তর সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে দ্রৌপদী ভীম-সেনসম্মিথানে গমন করিয়া বলিলেন, আমি মহাশয়ের আজ্ঞাক্রমে কীচকের সহিত যেরূপ সময় করিয়াছি, নিশ্চয় বোধ হইতেছে ছুরাজ্ঞা নিশাসময়ে একাকী মৃত্যুশালায় অবশ্যই আসিবে, এক্ষেণে আপনকার যাহা কর্তব্য হয় করুন । বদমন্ত আপাতা গন্ধর্ভপুত্রের অভ্যন্ত অবমাননা করিয়াছে, অতএব তাহাকে নিহত করিয়া, পক্ষপাতিত্ব বারণধর্য ন্যায় শোকাভিভূত ভার্য্যার উদ্ধারসাধন ও আপনাদিগের মঙ্গলবিধান করুন ।

ভীষ বলিলেন হিড়িম্ববধে আমার যে প্রকার আনন্দ অনুভব হইয়াছিল, কীচক সমাগমবার্তা প্রবণেও সেইরূপ হইল। আমি জাতৃগণ ও ধর্মকে অগ্রে করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যেপ্রকার দেবরাজ ব্রহ্মাসুরের আগনাগ করিয়াছিলেন তদ্রূপ আমিও কীচককে নিহত করিব। মৎস্যগণ ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে উদ্যত হইলে তাহাদিগকে সবংশে ধ্বংস করিব। পরিশেষে দুর্যোধনের নিধন করিয়া বসুন্ধরায় একাধিপত্য করিব। কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির বিরাটের উপাসনা করিতে চান করুন। কৃষ্ণা কহিলেন নাথ! আপনকার অসাধ্য কিছুই নাই, মনে করিলে সকলই করিতে পারেন। কিন্তু অদ্য আমার নিমিত্ত, বাহাতে আপনকার সত্যব্রতভক্ত ও প্রতিজ্ঞালব্ধ না হয় তাহা করিবেন।

অনন্তর ভীষ্মেন সজ্জার পরকণ্ঠেই অঙ্গকারাচ্ছন্ন নৃত্যশালায় প্রবিষ্ট হইয়া, অচ্ছন্ন কেশরী যেমন মৃগের আগমন প্রতীক্ষা করে, তাহার ন্যায় কীচকের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কীচকও পাকালীসকল প্রত্যাশায় সর্কাতরুণ ভূষিত হইয়া নানৈতিক স্থান জ্ঞানে দ্বিতীয় যমালয় স্বরূপ নর্ত্তনালয়ে প্রবেশ করিল। এবং অমিত-বলশালী পর্যাক্ষশয়ান ভীষ্মকে সৈরিন্দ্রী বিবেচনা করিয়া সম্বোধন ও আনিজন পূর্বক কহিল প্রিয়ভূম! আমি তোমার নিমিত্ত, নদীয় শয়নাগার মণিরত্ন খচিত, শত শত দাসীতে পরিবৃত্ত, পরম রূপবতী যুবতীজনে শোভিত ও সর্বতোভাবে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছি। দ্রুতক-রিয়াছি সেই সমস্ত সম্পত্তি তোমাতেই সমর্পিত করিব। আমার অন্তঃপুরচারিণীগণ আমার সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে

সর্বদাই বলিয়া থাকে যে তোমার সচ্চক্ষুঃ পুরুষ পৃথিবীতে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না ।

পূর্বেই দ্রৌপদীবাচ্য প্রবণে ভীমের কোপানল প্র-
জ্বলিত হইয়াছিল, এক্ষণে কীচকবচনরূপ ঘৃতে অতি-
ষিক্ত হইয়া এককালে দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল । তখন
মহাবল ভীমসেন বলিলেন, সুন্দর হওরা পুরুষের সৌ-
ভাগ্যের বিষয় এবং অয়ং নিজরূপের প্রশংসা করাও
ভাগ্যেতেই সম্ভবে । যাহা হউক, মদীয় গাজস্পর্শ ত্রী-
জাতিরই অতিশয় প্রীতিকর, তুমি কামশাস্ত্রে সুপণ্ডিত
হইয়াও অঙ্গস্পর্শের ইতরবিশেষ অমৃতর করিতে জান
না । এই কথা বলিয়া সহসা লম্বক প্রদান করিয়া কহি-
লেন, রে পাপাত্মা কামোন্মত্ত সূতাপসদ কীচক ! অদ্য
তোর ভগিনী ত্বদীয় মুতমুখ বিলোকনে হাহাকার করি-
বে, অদ্যই আমি তোকে শমনভবনের অতিথি করিয়া
ক্রোধানল নির্ভাণ, টেগরিষ্কীর ক্লেশ দূর ও তদীয় ভর্তৃ-
গণকে সন্তুষ্টিবিহারী করিব । ভীম এই বলিয়া বলপূর্বক
তাহার কেশাকর্ষণ করিলেন । মহাবীর কীচকও কেশা-
ক্ষেপ পূর্বক ছকার করিয়া পাণ্ডবের বাহুদণ্ড ধারণ
করিলে, উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল ।

যক্রপ বালি ও সুগ্রীবের তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল এবং
বসন্তকালে করিণীর নিষিক্ত যেমন গজদ্বয়ের পরস্পর
যুদ্ধ হয় তক্রপ কীচক ও নরসিংহ ভীমের ভয়ঙ্কর সমর
হইতে লাগিল । উভয়েই ক্রোধবিষবেগে উদ্ভত হইয়া
পক্ষশীর্ষ বিস্ময়ের ন্যায় ছুজছারা পরস্পর আঘাত
করিতে লাগিল । কখন সম্ভাষাতে, কখন নখরপ্রহারে,
উভয়ের শরীর এককালে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠিল ।

কখন উভয়েই পরস্পর আঘ্রিক হইয়া পতিত কখন বা উধিত হইয়া উভয়েই উভয়ের বক্ষঃস্থলে বজ্রতুলা মুক্টিয়াঘাত করিতে লাগিল। বেণুস্ফোটেয় ন্যায় প্রহার-শব্দ সমুদ্ভূত হইতে লাগিল। রণশীর মধ্যম পাশ্চব লক্ষ্য প্রদান পূর্বক কীচকের পদদ্বয় ধারণ করিয়া মস্তকোপরি স্থাপিত করিয়া নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে কীচক প্রথমতঃ মুচ্ছিত হইয়া পড়িল। ক্ষণবিলম্বে সচেতন ও সবল হইয়া উঠিয়া এবং বেগে ভীমকে ধরিয়া জানুয়ারা পৃথীতলে পতিত করিল। ভীমও অবিলম্বেই ভীষণবেগে উৎপতিত হইয়া প্রচণ্ড দণ্ডধরের ন্যায় কীচককে আক্রমণ করিলেন। রণতরে নৃত্যশালা মুহুমুহঃ কম্পমান হইতে লাগিল। অনন্তর ভীমসেন কীচকের উরঃস্থলে বজ্রতুলা এক মুক্টিয়াঘাত করিলেন, কীচক তাহা সহ্য করিল বটে কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষীণবল হইয়া পড়িল। তখন মহাবল ভীম তাহাকে দুর্বল দেখিয়া নিজ বক্ষোদ্বারা তদীয় বক্ষে এমন এক আঘাত করিলেন যে কীচক একেবারে অচেতন হইয়া পড়িল। ভীম, মরুপ পিণ্ডিতাকাকী শার্দূল যুগ স্বীকার করে, তাহার ন্যায় পুনর্বার তাহাকে ক্রোশে আকৃষ্ট ও মস্তকোপরি স্থাপিত করিয়া বিজয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। অনন্তর কীচক নিতান্ত বিচেতন হইল দেখিয়া ভীম হস্তদ্বয়ে তদীয় কণ্ঠ ধারণ করিয়া জানুয়ারা কটিদেশে আঘাত করিলে, সে একেবারে ধরাডলশায়ী হইল। তাহার বল ও ভূষণচর্য ইত্যন্ততঃ প্রসূত হইয়া পড়িল।

তখন ভীমসেন পাদপ্রহার পূর্বক, অদ্য সৈরিকীর কণ্ঠক দূর করিয়া নিশ্চিন্ত ও সুস্থ হইলান, এই কথা

বলিয়া ফোথরস্তনয়নে পুনর্বার কীচকে ধরিয়া এক এক আঘাতেই তাহার হস্ত পাদ মস্তকাদি সমস্ত অবয়ব উদর মধ্যে বিনিবেশিত করিলেন । অনন্তর জ্যোপদীকে আহ্বান করিয়া অগ্নি প্রজ্বালন পূর্বক সেই মাংস পিণ্ডা-
কার কীচক-শরীর প্রদর্শন করিলেন এবং তাহাতে পদা-
ঘাত করিয়া কহিলেন দেখ পাঞ্চালি কামুকের শরীর
কিরূপ হইয়াছে, তোমার প্রতি যে ব্যক্তি অত্যাচার
করিবে তাহার এইরূপ দুর্গতি হইবে, এই কথা বলিয়া
ক্রোধগতি পাঞ্চালার আহ্বান করিলেন । ক্রোধদায়ক ও
বিগতসম্ভাপা ও পরমানন্দিতা হইয়া রক্ষিণের নিকটে
গিয়া বলিলেন পরমদারাপহারী দুর্মতি কীচক যক্ষকগণ
কর্তৃক নিহত হইয়া নাট্যালয়ে পড়িয়া রহিয়াছে, এক্ষণে
তোমাদিগের যাহা কুর্ভব্য হয় কর ।

রক্ষিণ জ্যোপদীর মুখে এই কথা শ্রুতমাত্র উল্কা-
গ্রহপূর্বক ক্রোধবেগে নৃত্যশালায় প্রবেশ হইয়া রক্তা-
ক্ত একটা প্রকাণ্ড মাংসপিণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে
পাইল । দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিতে লা-
গিল, ইহা কখনই সম্ভবাকৃত নহে, যক্ষকরাই এইরূপ
করিয়াছে । যেহেতু পাণ্ডিয়ার প্রভূতি একটিও অবয়ব
নাই । রক্ষিণ এইরূপ ভর্তুকি করিতেছে এমন সময়ে কীচ-
কের বাক্যবগণ তদীয় মৃত্যুবার্তা অবশ্যে চমৎকৃত হইয়া
অতি ক্রোধবেগে নাট্যশালায় উপস্থিত হইল এবং কী-
চকে তদবস্থ দেখিয়া হাহাকার রবে রোদন করিতে
লাগিল । পরিশেষে অগ্নিসংকারার্থ সকলে তাহাকে
ধরাধরি করিয়া বাহির করিল ।

কিন্তু সেই স্থানে একটি শুভ্র অবলম্বন করিয়া দণ্ডা-

য়মান। ছিলেন, উপকীচকগণ তাঁহাকে দেখিবানাত্ত
বলিল, এই পাপীয়সীর নিমিত্তই কীচকের প্রাণ বিনাশ
হইয়াছে; অতএব ইহাকেও বধ করা কর্তব্য। অথবা
ইহাকে অন্য প্রকারে বিনষ্ট না করিয়া কীচকের সহিত
অগ্নিতে দগ্ধ করাই শ্রেয়ঃ; তদ্বারা প্রেতের প্রিয়কার্য্য
করা হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া অনুমতি প্রার্থনায়
বিরাটের নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিল।
রাজা সূতপুত্রদিগের অসীম পরাক্রম জানিতেন, সূত-
রাং তাঁহাকে ভয়ে ভয়ে সম্মত হইতে হইল। সূতগণ
নৃপতির অনুমতি প্রাপ্তিমাত্র দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়া
কালান্তক যমের ন্যায় ভয়বিহ্বলা কমললৌচনা দ্রৌপ-
দীকে ধরিয়া দৃঢ়বদ্ধ ও স্ফটিকচুরিয়া শ্মশানাভি-
মুখে লইয়া চলিল।

পতিপ্রাণা দ্রৌপদী কাঁপিতে কাঁপিতে উচ্চৈঃস্বরে
বলিলেন হে জীবিতনাথ! অনাথা অশরণার প্রাণ যায়,
হে জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ংসেন, জয়দ্বল, তোমরা এ
সময় কোথায় রহিলে, দুঃখিনীর কথা শ্রবণ কর। দুরাগ্না
সূতপুত্রেরা আমাকে একাকিনী পাইয়া পাণিষ্ঠ কীচ-
কের সহিত দগ্ধ করিতে শ্মশানে লইয়া যায়। যাহা-
দিগের ঘোরতর জাগ্রাঘোষে ও রথভরে বসুমতী কম্পিত
হয়, হায়, আমি সেই গন্ধর্বাদিগের সহধর্ম্মিণী হইয়া
আমার এই দুর্গতি হইল। এই কথা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে
রোদন করিতে লাগিলেন।

ভীম শয়নাগার হইতে প্রাণাদিকা দ্রৌপদীর দীন
বচন শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যস্ত ও বিচারহীন হই-
য়া, আমি তোমার কথা শুনিতেছি, তয় নাই, তয় নাই,

বলিয়া ভীষণবেগে ধাবমান হইলেন । এবং পাছে কেহ চিনিতে পারে, এই আশঙ্কায় বেশপরিবর্তন ও অদ্বার দ্বারা বহির্গমন পূর্বক এক এক লক্ষে একাণ্ড একাণ্ড প্রাকারনিকর উল্লঙ্ঘন করিয়া, বিকটবেশে কীচকদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন । শ্মশানস্থলে একটা একাণ্ড শুষ্ক তাল বৃক্ষ ছিল । ভীমসেন দৃষ্টিমাত্র উৎপাটিত ও ক্ষক্ষে আরোপিত করিয়া বায়ুবেগে দৌড়িতে লাগিলেন । ভীত্র গতিবেগে পথের বনস্পতি সকল ভগ্ন ও ভূতলশায়ী হইতে লাগিল । কীচকগণ দূর হইতে করি-কুন্তবিদারণার্থ ধাবমান ক্রুদ্ধ কেশরীর ন্যায় ভীমকে সমীপাগত, ও প্রচণ্ড দণ্ডধরের ন্যায় তদীয় তরঙ্গর আকার নিরীক্ষণ করিয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে বলিতে লাগিল, ঐ মহাবল গন্ধর্ব্ব ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগের হিংসা নিমিত্ত বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া লইয়া আসিতেছে, এই বেলা মৃত জাতার অগ্নি সংস্কার করা, ও যাহার নিমিত্ত গন্ধ-র্ব্বের ক্রোধ হইয়াছে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া কর্তব্য । তাহার। এই কথা মাত্র বলিতে বলিতে ভীষণবেশধারী ভীমসেন তাহাদিগের সম্মুখীন হইলেন । কীচকেরা তরবাকুল হৃদয়ে শব্দ ফেলিয়া দ্রৌপদীকে ছাড়িয়া দিয়া নগরান্তিমুখে পলায়ন-পরায়ণ হইল । ভীম এক লক্ষে তাহাদিগের মণ্ডো পড়িয়া সেই তালক্রম দ্বারা এক শত পাঁচ জনের আশ্রয়সংহার করিলেন এবং অশ্রুপূর্ণ-নয়না কৃষ্ণাকে আশ্রয় প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, প্রিয়ে! যে ব্যক্তি নিরপরাধে তোমার প্রতি অত্যাচার করিবে, তাহাকে এইরূপে নিহত করিব, এখন ভূমি নির্ভীক্রে নগরে গমন কর, আমি অন্য পথে স্বস্থানে প্রস্থান করি,

এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন । পঞ্চাধিক শত সূতপুত্র ছিন্নমূল বনস্পতির ন্যায় ভূতলে পড়িয়া রহিল ।

পরদিন প্রাতঃকালে নগরবাসী লোকসকল এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শনে চমৎকৃত ও ভীত হইয়া দ্রুতগতি নৃপতি-সম্মিধানে গিয়া বলিল, মহারাজ সূতভ্রমরগণ গন্ধর্ব্ব-কর্তৃক নিহত হইয়া, কুলিশপাতভয় পৰ্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় ভূতলশায়ী হইয়া রহিয়াছে, টেসরিক্কী মুক্ত হইয়া নির্ঝেয়ে পুনর্বার রাজসদনে প্রত্যাগমন করিতেছে । মহারাজ আর কি বলিব আপনার নগর সংশয়াক্রান্ত হইয়াছে । টেসরিক্কী পরম সুন্দরী, তরুণগণের অস্থঃকরণ স্বভাবতই চঞ্চল, গন্ধর্ব্বেরাও অত্যন্ত পরাক্রান্ত । এক্ষণে এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া, ষাহাতে সমুদয় নগর বিনষ্ট না হয়, প্রজাপুঞ্জের আশ্রয় করা হয়, এনত সুনীতি ব্যবস্থাপিত করুন । রাজা কহিলেন তোমরা সম্প্রতি ত্বরায় কীচক-দিগের অস্ত্যুৎক্রিয়া সম্পন্ন কর । প্রজ্বলিত হতাশনে সকলকে একত্র করিয়া তাহাদিগের দাহক্রিয়া নির্বাহ কর । এই কথা বলিয়া ভীতচিত্তে সুদেফার নিকটে গিয়া সবিশেষ সমস্ত অবগত করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! টেসরিক্কী বাণী আসিলে তুমি তাহাকে বলিবে, “রাজা গন্ধর্ব্ব হইতে অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন, একারণ তিনি স্বয়ং তোমাকে কোন কথা কহিতে সাহসী হয়েন না; আমরা ত্রীলোক, আনাদিগের বলায় হানি নাই বলিয়া বলিতেছি, তুমি এতদিন এখানে ছিলে, কিন্তু এক্ষণে যথা ইচ্ছা গমন কর; তোমার নিমিত্ত আনাদিগের সর্ব্বনাশ হইবার উপক্রম হইয়াছে” । রাজা স্বীয় মহিষীকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া স্বহানে প্রত্যাগমন করিলেন ।

এদিকে দ্রৌপদী ভীমসেন কর্তৃক বিমোচিত হইয়া, শাদ্দূলভয়ে আসিতা যুগীর ন্যায় নগর প্রবেশ করিতে-
ছেন দেখিয়া, রাজপথবাহী লোকসকল ভয়ে পলায়ন
করিতে লাগিল। কেহ কেহ ঐ টেরিক্কী আসিতেছে
এই শব্দ শুনিয়াই গন্ধর্বভয়ে নয়ন নিনীলিত করিয়া
রহিল। যাজ্ঞসেনী পাকমন্দির দ্বারে মত্তমাতঙ্গের ন্যায়
ভীমকে উপবিষ্ট দেখিয়া সাক্ষাতিক বাক্যে কহিলেন,
যে গন্ধর্ব কর্তৃক আমি রক্ষিত হইলাম তাঁহাকে নমস্কার
করি। ভীমও উত্তর করিলেন যে পরাধীন পুরুষেরা
যাঁহার দুঃখ দর্শনে একান্ত মন্তপ্ত ছিল, এক্ষণে তাহারা
তাঁহার কণাপ্রবেশে পরম পরিভুষ্ট হইল। এইরূপে ভীম
ও দ্রৌপদীর পরস্পর কথোপকথন হইলে, যাজ্ঞসেনী
নৃত্যশালায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মহাতুঙ্গ অর্জুন
রাজতনয়াদিগকে নৃত্যশিক্ষা দিতেছেন। কুমারীগণ
তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া সাদর
সম্ভাষণ করিয়া কহিল, টেরিক্কি! তুমি ভাগ্যবলে বিপদ
হইতে মুক্ত হইয়াছ এবং যে দুর্দান্ত শত্রুগণ নিরপরাধে
তোমাকে দুঃসহ ক্লেশ দিতে উদ্যত হইয়াছিল তাহা-
দিগের কুল যে একবারে নিমূল হইয়াছে ইহাও অত্যন্ত
সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

অনন্তর ব্রহ্মল জিজ্ঞাসা করিলেন টেরিক্কি! তুমি
কিরূপে বিমুক্ত হইলে, কিরূপেই বা পাপাত্মাদিগের
বিনাশ হইল, বিশেষ করিয়া বল। দ্রৌপদী অভি-
মানিনী হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মলো টেরিক্কীর দুঃখের
কথা জিজ্ঞাসা করায় তোমার প্রয়োজন কি, তুমি
সর্বদা কন্যাস্থপুরে পরম সুখে বাস করিতেছ, টেরি-

ক্ষীর দুঃখ কি জানিবে, তাহাতেই সহাস্য মুখে একপ জিজ্ঞাসা করিতেছ । বৃহস্পতি কহিলেন বালে তুমি কি জান না আমি তোমার সহিত বহুকাল একত্র বাস করিয়া আসিতেছি, তোমার দুঃখে অবশ্যই দুঃখ হইতে পারে । সকলে সকলের অন্তঃকরণ জানিতে পারে না, এই জন্যই তুমি একপ বলিতেছ ।

এইরূপে উভয়ের কথোপকথন হইলে, কৃষ্ণ রাজ-
বালাদিগের সহিত সুদেষ্কার নিকট গমন করিলেন ।
বিরাটমহিষী তাঁহাকে দেখিবামাত্র সোধোদন করিয়া
কহিলেন, মৈরিক্তি! আমি নৃপতির আদেশক্রমে
তোমাকে বলিতেছি তুমি এখান হইতে যথা ইচ্ছা গমন
কর, রাজা গন্ধর্ব্ব হইতে অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন । তুমি
পরম সুন্দরী, পুরুষদিগের অত্যন্ত লোভনীয়, গন্ধর্বেয়া
অতিশয় বলবান ও প্রচণ্ডবর্ভবি । অতএব তোমার
আর এখানে অবস্থান করা কোনমতেই যুক্তিবুদ্ধ হয়
না । ক্রপদনন্দিনী সুদেষ্কার এইরূপ বাক্য শুনিয়া বিন-
য়পূর্ব্বক কহিলেন, রাজি! আপনি আর অয়োদশ দিবস
ক্ষমা করুন, তাহা হইলে মদীয় স্বামী গন্ধর্ব্বগণ কৃতকার্য
হইয়া আমাকে এস্থান হইতে লইয়া যাইবেন এবং
যথাসাধ্য আপনকারদিগের উপকার বিধান করিবেন ।
ইহাতে রাজা ও মদীয় বান্ধবদিগের কোন চিন্তা নাই ।
তাঁহারা সকলেই নিরাপদে থাকিবেন ।

গৌহরণ পর্ব ।

বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে সোধোদন করিয়া কহিলেন

মহারাজ! এইরূপে কীচক সবংশে নিহত হইলে দেশস্থ লোকসকল অত্যন্ত সন্মুখ ও সদা সশঙ্ক হইয়া থাকিল এবং প্রতিজনপদেই এইরূপ জ্ঞাপনা হইতে লাগিল, যে পরদারাপহারী ছুরাচার কীচক শৌর্য্যবীর্য্যে মৎস্য-রাজের পরম বল্লভ ছিল, এক্ষণে গন্ধর্ষকর্তৃক সবংশে নিহত হইয়াছে ।

এদিকে দুর্গোদধন পাণ্ডবদিগের অশ্বেষণের নিমিত্ত যে সকল চর প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারা গ্রাম নগর রাষ্ট্রাদি অশ্বেষণ পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ প্রভৃতি বীরগণ ও ত্রিগর্তাদি ভ্রাতৃমণ্ডলে পরিবেষ্টিত সভাসীন দুর্গোদধনের নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, মহারাজ! আমরা পাণ্ডবদিগের অশ্বেষণার্থ গ্রাম নগর গিরিগস্থর প্রভৃতি নানাহান ও নানা দেশ ভ্রমণ করিলাম, কোথাও কিছুমাত্র সন্ধান পাইলাম না । এক দিন পশ্চিমধ্যে যাইতে যাইতে সহস্র সূত দিগকে দেখিয়া মনে করিলাম ইহারা পাণ্ডবদিগের নিকটেই গমন করিতেছে । পরে অতিশুশ্রুতাবে তাহাদিগের অনুসরণ করিয়া দেখিলাম তাহারা দ্বারবতী নগরীতে গিয়া অবস্থিতি করিল, তথায় কৃষ্ণ বা পাণ্ডব-দ্বিগর এক জনও নাই । ইহাতে নিশ্চয় বোধ হয় পাণ্ডবেরা একবারে সংসারলীলা সম্বরণ করিয়া থাকিবেন । অতএব আপনকার রাজ্য নিঃসপত্ত ও নিষ্কণ্টক হইল । এক্ষণে আমাদিগের প্রতি যেরূপ অনুমতি হয় ।

দুহিতগণ এই কথা বলিয়া পুনর্বার সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! আর একটি মহতী প্রিয়বর্ত্তা শ্রবণ করুন । মৎস্যরাজের সেনানী যে কীচক ত্রিগর্তদিগকে

বারম্বার পরাজিত করে, সেই পাণ্ডায়া অদ্য গন্ধর্ভগণ কর্তৃক সবাংশে বিনষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে বাহ্য কর্তব্য হয় করুন ।

রাজা দুর্যোধন দূতবার্তা শ্রবণে ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া সভাসদদিগকে কহিলেন, কার্যের গতি কিছুই বুঝা যায় না, পাণ্ডবেরা কোথায় গমন করিল, তোমরা সকলে সবিশেষ অনুসন্ধান কর । তাহাদিগের প্রতিশ্রুত সময় অতীত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই, ত্রয়োদশ বর্ষ গতপ্রায় হইয়াছে, বর্তমান বর্ষ অতীত হইলেই তাহারা প্রতিজ্ঞাতার হইতে উত্তীর্ণ হইবে, সুতরাং মদসিক্ত মাতঙ্গ ও ভীষণ আশীবিষের ন্যায় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগের যৎপরোনাস্তি অত্যাচার আরম্ভ করিবে । অতএব এই বেলা তাহাদিগের অনুসন্ধান করিয়া বাহাতে মদীয় রাজ্য নিঃসপত্ত্ব হয় এমনত কর ।

রাজার এইরূপ কথা শুনিয়া প্রথমতঃ কর্ণ সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! আমাদিগের অতি হিতৈষী কার্য্যমক্ষ ধূর্তদিগকে পাণ্ডবদিগের অব্যবধানে প্রেরণ করা কর্তব্য, তাহারা নানা দেশ নানা জনপদ ও প্রধান ২ গোষ্ঠীতে গিয়া অতি বিনীতবেশে তন্ন তন্ন করিয়া তাহাদিগের অনুসন্ধান করুক, এবং যাহারা নদী কুঞ্জ তীর্থ গ্রাম নগর সিদ্ধাগ্রাম পর্বতগুহা প্রভৃতি নিভৃত স্থান সকল অন্বেষণ করিতে পারে এমন কতকগুলি সুনিপুণ ব্যক্তিকে পাঠাইয়া দিউন ।

হুঃশাসন বলিল যে সকল দূতের প্রতি আমাদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, তাহাদিগকে সমুচিত বেতন এদান করিয়া পুনর্বার পাঠাইয়া দিউন, তাহা হইলে

তাহারা কর্ণের মস্ত্রণানুরূপ সমস্তই সুসনাহিত করিয়া আসিতে পারিবে। ইহা ভীষ্ম, যাহারা পাণ্ডবগণের গতি প্রবৃত্তি প্রভৃতি সমস্ত নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয়, এমন কতকগুলি লোক চতুর্দিকে পাঠান কর্তব্য। পাণ্ডবগণ একবারেই লুপ্তায়িত হইল, কি সমুদ্রপারে পলায়ন করিল, অথবা ব্যালকর্তৃক নিহত হইল, সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে পারিলে, আমরা একবারে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্ধিগ্ন হইয়া সচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারিব।

অনন্তর তত্ত্বার্থবিদ দ্রোণাচার্য্য বলিলেন পাণ্ডবগণ কখনই বিনষ্ট বা পরাভূত হয় নাই, ইহার প্রধান কারণ এই যে তাহারা সকলেই অভ্যস্ত বলবান বুদ্ধিমান বিদ্বান্ জিতেন্দ্রিয়, এবং সকলেই, নীতিজ্ঞ ধার্মিক সত্যবাদী অজাতশত্রু ধীরশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের একান্ত অনুগত, তদীয় অনুমতি ব্যতিরেকে কেহ কিছুই করে না। ভদ্রপ তিনিও মহাত্মা ভীষ্মগণের মন্ত্রলবিধানে একান্তননে যত্ন করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমার নিশ্চয় বোধ হয়, তাহারা যত্নবান্ ও সাবধান হইয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছে। অতএব তোমরা যাহা মন্ত্রণা করিলে তাহা আকালিক ও অনুচিত বোধ হইতেছে। আমার পরামর্শে অগ্রে তাহাদিগের আবাসভূমি নিরূপণ করাই কর্তব্য। অশেষশৃঙ্খলকর সুনীতিশালী সত্যবান তেজস্বী যুধিষ্ঠিরকে দেখিলেই চিনিতে পারা যাইবে। অতএব সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও সিদ্ধগণদ্বারা তাহাদিগের অনুসন্ধান করা কর্তব্য।

অনন্তর দেশকালজ্ঞ ভরতপিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণনা অনুমোদিত করিয়া কহিলেন, পাণ্ডবেরা সপ্ত সন্ধা-

সম্পন্ন সচ্চরিত্র ও প্রত্নতত্ত্বী এবং ভ্রমক্রমেও বুদ্ধাদিগের অনুশাসনে ঔদাস্য বা অবহেলা করে না। তাহারা সকলেই অত্যন্ত বীর ও মহাবলপরাক্রান্ত, বিশেষতঃ কেশবের নিত্যন্ত অমুগ্রহপাত্র, সুতরাং কখনই অবসন্ন হইবে না, স্বর্ভুজবীর্যো সর্বদা সর্বত্রই সুরক্ষিত হইতে পারিবে। অতএব এ বিষয়ে বুজিমাধ্য কিঞ্চিৎ বালি প্রবণ কর। ভীষ্ম এই কথা বলিয়া সভাস্থ যাবতীয় ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুনয় সম্পন্ন মহাত্মগণের প্রবৃত্তি অব্বেষণ করা সকলের সাধ্য নহে। অতএব পাণ্ডবদিগের বিষয়ে আমার যতদূর সাধ্য ও বিবেচনাসিদ্ধ হয় তাহাই বলিব, দ্রোহপ্রযুক্ত বলিতেছি এমত কেহই বিবেচনা না করেন। যেহেতু বলিতে গেলে যথার্থই বলিতে হয়, অন্যথা বা অযুক্ত বলা কদাচ যুক্তিযুক্ত নহে। বুদ্ধানুশাসনে স্থিত সন্তানীল বীর ব্যক্তি সভামধ্যে বিবক্ষু হইলে ধর্মো দৃষ্টি রাখিয়া যথার্থ বলাই সর্বথা বিধেয়। অতএব ধর্ম্যরাজের বিষয় চিন্তা করিয়া আমার যেরূপ তাবোদয় হইতেছে তাহা অবিকল ব্যক্ত করি।

রাজা যুধিষ্ঠির যেখানে এই ত্রয়োদশ বর্ষ বাস করিতেছেন সেস্থলে এই সমস্ত সুলক্ষণ অবশ্যই লক্ষিত হইবে। তদ্রূপ লোক সকল ধর্ম্যরাজসংসর্গে অতি বদানা সুনয়সম্পন্ন শুচি ও কার্যদক্ষ হইবে, সর্বদা প্রিয় ও সত্য বাক্য কহিবে, কেহ কাহারও প্রতি অত্যাচার করি-
না, কেহ কাহারও অসূয়া বা ঈর্ষ্যা করিবে না, সক-
ল অমৎসরভাবে সদানন্দ হইয়া থাকিবে। তথায়
সি হইবে না, বসুমতী অবশ্যই শস্যপূর্ণা ও নিরা-

তক্ষা হইবেম, বুদ্ধ সকল ফলবান্, ফল সকল রসবান্,
ও মালাচয় সৌগন্ধশালী হইবে । কথা অতি মিষ্ট ও
সমীরণ সুখস্পর্শ হইবে । সে স্থানে ভয়প্রবেশের কিছু-
মাত্র সম্ভাবনা থাকিবে না । গোসংখ্যার বুদ্ধি এবং
গোসকল হৃদপুষ্টি ও বলিষ্ঠ হইবে, দধি ক্ষীর ঘৃতাদি
পেয় দ্রব্য ও ভোজনীয় বস্তুসকল অতি সুরস ও সদৃশ
সম্পন্ন হইবে । শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ স্ব স্ব গুণযুক্ত, ও
দর্শনীয় পদার্থ সকল সুশ্রবস হইবে । ব্রাহ্মণগণ সনা-
তনধর্মপারায়ণ হইবেন । দেবতা ও অতিথিপূজায় সক-
লেরই প্রীতি থাকিবে । নিত্য যাগ যজ্ঞ হইবে । এবং
তত্ত্বতা যাবতীয় ব্যক্তি ইচ্ছদাতা অশুভদেহী ও স্বধর্মা-
ক্রান্ত হইয়া থাকিবে, সন্দেহ নাই । কিন্তু স্বয়ং যুধি-
ষ্ঠিরকে চিনিতে পারা, প্রকৃত ব্যক্তির কথা দূরে থাকুক
দ্বিজাতিদিগেরও সাধা নহে । তিনি ধৃতি ক্রমা সত্য
সারল্য দয়া প্রভৃতি অশেষ গুণের আকর, তদীয় গতি
ও প্রবৃত্তি অবশ্যই প্রচ্ছন্নভাবে থাকিবে । অতএব যদি
আমার প্রতি তোমাদিগের প্রীতি থাকে, তবে ধর্মরাজ-
বিষয়ে যাহা কিছু বলিলান সে সমস্ত হৃদয়গত করিয়া
বিবেচনা পূর্বক ইতিকর্তব্যতা স্থির কর ।

অনন্তর কৃপাচার্য্য কহিলেন বুদ্ধ ভীষ্মের কথা সং-
ক্ষিপ্ত হইলেও ইহা অতি যুক্তিযুক্ত ও ধর্মার্থ-সংহিত,
এ বিষয়ে আমারও কিছু বক্তব্য আছে, শ্রবণ কর ।
পাণ্ডবদিগের গতি ও বসতি বিষয়ে বিলক্ষণ চিন্তা করি-
য়া সুনীতি ব্যবস্থাপন করা কর্তব্য । সামান্য রিপুকেও
অবজ্ঞা করিলে কালক্রমে বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা
থাকে, তাহাতে পাণ্ডবেরা সময়ে পরম পাণ্ডিত ও সর্বা-

জবেতা । অতএব এই বেলা তাহারা প্রচ্ছন্নভাবে থাকিতে থাকিতে, স্বকীয় ও পরকীয় রাষ্ট্রে নিজ বলাবল জ্ঞাত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক, যে হেতু সময় পাইলে পাণ্ডবগণের অবশ্যই উদয় হইবে । অপরিমিত বলশালী পাণ্ডবেরা প্রতিজ্ঞাতার হইতে উত্তীর্ণ হইলে নিরতিশয় তেজস্বী হইয়া উঠিবে । অতএব সর্বাগ্রে বলশুদ্ধি, কোবুদ্ধি ও নীতিবিশুদ্ধি করা অবশ্য কর্তব্য, পশ্চাৎ তেমন তেমন হইলে তাহাদিগের সহিত না হয় সন্ধিই করা যাইবে । এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ রাজনীতি এই যে, প্রথমতঃ আপনার ও আত্ম-মিত্রের কি পর্য্যন্ত বল তাহা স্থির করিয়া, বিবেচনা সিদ্ধ হইলে শত্রুসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, অন্যথা যে কোন উপায়ে সন্ধি ব্যবস্থাপিত করিবে । অতএব এক্ষণে সান দান তেদ দণ্ড এই উপায়-চতুষ্টয়ে শত্রুকে আক্রমণ করিয়া, দুর্বলকে নত করিয়া এবং মিত্রকে সাহসনা করিয়া, পরম সুখে বল বৃদ্ধি কর । বলসংবৃদ্ধ ব্যক্তির অবশ্যই সিদ্ধিলাভ হয় । এইরূপ সুনীতি-সম্পন্ন হইলে যদি কোন ক্ষীণ বা বলবান শত্রু অথবা পাণ্ডবেরাও উপস্থিত হয়, তখন অন্যায়সে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে । অতএব ন্যায় পূর্বক যাবতীয় ব্যবসায় বিনির্গয় করিয়া রাখিলে স্বথাকালে পরম সুখী হইবার অত্যন্ত সম্ভাবনা ।

অনন্তর ত্রিগর্তরাজ সুশর্ম্মা সময় পাইয়া কর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাসরাজের বীৰ্য্যে আমাদিগের রাষ্ট্র বহুবার উপক্রম হইয়াছে । পূর্বে বলবান্ কীচক তাহার সৈন্যাধক্ষ ছিল, সেই মহাবলপরাক্রান্ত জুর নিষ্ঠুর পাপাত্মা সম্প্রতি

গন্ধর্বকর্তৃক নিহত হওয়াতে, রাজা অবশ্যই দর্পহীন নিরাশ্রয় ও নিরুৎসাহ হইয়া থাকিবে। এক্ষণে আপনকার সম্মতি হইলে তথায় যাবতীয় কৌরব ও মহাত্ম্য কণ্ঠ যুদ্ধসজ্জা করিয়া যাত্রা করুন। ইহাতে আমাদিগের সৌভাগ্যোদয় হইবার অত্যন্ত সম্ভাবনা। মৎস্যদেশ প্রচুরশস্যশালী, তথায় গমন করিলে অসম্ভা ধন ও রত্ন প্রাপ্ত হইতে পারিব, তদীয় গ্রাম ও নগর সকল লুণ্ঠ করিব, বলপূর্ব্বক গোধন হরণ করিব এবং সকলে মিলিয়া তদীয় টসন্য সকল বিনষ্ট করিয়া তাহাকে পরাজিত ও বশীভূত করিব। বিরাটরাজ অধীন হইলে আমাদিগের সম্পূর্ণ বলবৃদ্ধি হইতে পারিবে।

ত্রিগর্ত্তরাজের এইরূপ বাক্য শ্রবণে কণ্ঠ কহিলেন, সুশর্মা সময়োচিত কথাই কহিয়াছেন, ইহাতে আমাদিগের অবশ্যই মঙ্গল হইবে। অতএব এক্ষণে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি সমস্ত পারিষদ্বর্গের সহিত মন্ত্রণা করিয়া সেনাবিভাগ পূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা করাই প্রয়োজন।

রাজা দুর্যোধন, সুশর্মা ও কণ্ঠের বাক্য শ্রবণমাত্র সম্মত হইয়া দুর্যোধনকে কহিলেন তুমি বৃদ্ধবর্গের সহিত মন্ত্রণা করিয়া বক্রাধিনী যোজনা কর, সমস্ত কৌরবগণকেই বিরাটনগরে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে। এ কার্য্যে বিলম্বের প্রয়োজন নাই। ত্রিগর্ত্তরাজ অদ্যই সমস্ত বল বাহন সমভিব্যাহারে মৎস্যরাজ্যে গমন পূর্ব্বক গোপদিগকে পরাজয় করিয়া গোধন হরণ করুন, আমরা কল্যাণসমৃদ্ধ ও সর্বাঙ্গীন হইয়া বক্রাধিনী বিভাগ করিয়া যাত্রা করিব। যোদ্ধা সকল রাজার এই আদেশে সসজ্জ ও রথারূঢ় হইয়া, সুশর্ম্মার সহিত কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তমী

তিথিতে অগ্নিকোণাতিমুখে যাত্রা করিল। পর দিন সমস্ত কৌরব সম্মিলিত ও সুসজ্জিত হইয়া দুর্ব্যোধনের সহিত অষ্টমী তিথির অস্ত্রে বিরাট রাজ্যে গিয়া গোধন আক্রমণ করিল।

এ দিকে মহাত্মা পাণ্ডবগণ জ্যোদশ বর্ষ অতীত হইলেও, তখনপর্যন্ত ছদ্মবেশে বিরাটদেশে অবস্থিত করিতেছেন। রাজাও কীচকের মৃত্যুকাল অবধি তাঁহাদিগের সমধিক সম্মান করেন। ইত্যবসরে ত্রিগর্তরাজ দক্ষিণ গোমুখে গোধন আক্রমণ করিলে, গোপসকল ভীত হইয়া সংবাদ প্রদানার্থে জ্বরায় বিরাটের নিকট গমন করিল। রাজা, পাণ্ডবগণে শূরসমূহে ও মস্ত্রিমুখে পরিবেষ্টিত হইয়া সভাসীন রহিয়াছেন এমনতর সময়ে গোপ সকল সভামধ্যে প্রবেষ্ট হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, মহারাজ ত্রিগর্তেরা আসিয়া আমাদিগকে পরাজিত করিয়া সমস্ত গোধন হরণ করিয়াছে, এক্ষণে বাহাতে তাহাদিগের হস্ত হইতে গোধন রক্ষা হয় এমনতর করুন।

রাজা গোপমুখে এইবার্তা শ্রবণমাত্র সৈন্যসংগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন। রথ তুরগ হস্তী ও পদাতি সকল সুসজ্জিত হইল, রাজপুত্রগণ বিচিত্র তনুজ সকল পরিধান করিতে লাগিলেন। বিরাটের পরম প্রিয় ভ্রাতা শতানীক বজ্রায়সগর্ভ কাঞ্চনকবচ ধারণ করিলেন। তদীয় কনিষ্ঠ মদিরাক্ষ পরম কল্যাণকর সূচত বর্ম্ম পরিধান করিলেন। বিরাটরাজ দিবাকরপ্রভ শত শত বিন্দুযুক্ত হর্ভেদ্য কবচ ধারণ করিলেন। সূর্য্যদত্ত পুংগপৃষ্ঠ কবচ ও বিরাটের জ্যেষ্ঠপুত্র শত্রু হৃদায়সগর্ভ শ্বেতবর্ণ বর্ম্ম পরিধান করিলেন। এইরূপে বীৰতীর

মহারথগণ নিজ নিজ কবচ ধারণ করিয়া স্বীয় স্বীয় রথে সৌবর্ণসম্মাহনসম্পন্ন বাজি সকল বিনিয়োজিত করিতে লাগিলেন । চক্রসূর্য্যপ্রতিম হিরণ্ময় রথে ধ্বংসরাজের ধ্বজ উড্ডীয়মান হইল । অন্যান্য ক্ষত্রিয় সকল নিজ নিজ রথে বিচিহ্ন ধ্বজা যোজিত করিতে লাগিল ।

অনন্তর বিরাট শতানীককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন কক্ক, বল্লব, গোপাল ও দামগ্রহি, ইহারা সকলেই শূর ও বলবান, বোধ হয়, অবশ্যই যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে, অতএব ইহাদিগকেও ধ্বজপতাকাসম্পন্ন রথ ও আয়ুধ সকল প্রদান কর । ইহারাও আমাদিগের ন্যায় বিচিহ্ন কবচ ধারণ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করুক । শতানীক নৃপতির আজ্ঞানুসারে সূতদিগের প্রতি আদেশ করিলে, তাহারা তৎক্ষণাৎ চারিখানি রথ প্রস্তুত করিল । যুদ্ধবিদ্যারিশারদ যুধিষ্ঠির ভীম নকুল ও সহদেব বাজাজায় যুদ্ধসজ্জা করিয়া স্ব স্ব নির্দিষ্ট রথে আরোহণপূর্ব্বক, আনন্দিত মনে বিরাটের অনুরাগী হইলেন । কত কত যোদ্ধা মত্ত বারণ-পৃষ্ঠে ও কতশত ব্যক্তি তুরগপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল । এইরূপে সৰ্ব্বশুদ্ধ অষ্ট সহস্র রথ, সহস্র নাগেন্দ্র এবং বহু সহস্র ঘোড়ক বিরাটের অনুগমন করিল । অগণ্য টেনাদল দর্শকগণের নিরন্তর বিশ্বস্বয়কর এবং রাজপথের অনির্জনীয় শোভাকর হইল ।

এইরূপে দঠেন্দ্রা ধ্বংসরাজ নগর হইতে বহির্গত হইয়া দ্বিতীয়প্রহর বেলায় দ্বিগর্তদিগের নিকট উপস্থিত হইলে, উভয় দল পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল । মত্ত-বারণ সৈন্য অক্ষপানোদিত হইয়া অবল বেগে রণাভিমুখ

হইল । দেবানুরসদৃশ উভয়মন্ডলের সমাগমে অগমযো-
 গ্যত যত যোদ্ধা নিহত হইয়া ভূতলশায়ী হইল । উত-
 রেষ্ট উভয়কে আক্রমণ এবং উভয়েই পরস্পর অত্যাচার
 করিতে লাগিল । ঠসনোর পদাভিঘাতে রাশি রাশি
 ধূলি সমুখিত হইয়া গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল । উচ্চী-
 মান পতঙ্গগণ রক্তোভিতূত ও গতিশক্তি রহিত হইয়া
 ভূতলে পতিতে লাগিল । প্রবলবলকিশ্ত সৌবর্ণ-বাণসমূহে
 দিবাকর আচ্ছাদিত হইলেন । রথে রথে, পতিতে
 পতিতে, সাদিতে সাদিতে, এবং গজে গজে, যুদ্ধ হইতে
 লাগিল । কেহ অসিধারা, কেহ শক্তিধারা, কেহ গ্রাস
 ধারা, কেহ বা পটিশধারা ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত
 হইল । কেহ কাহাকে পরাজু খ করিতে পারে না ।
 পরিঘবাহু শূরগণ ইতরেতর প্রহার করিতে লাগিল ।
 কেহ ছিন্নযুগ, কেহ বা বিলুপাদ হইয়া ভূতলশায়ী
 হইল । কোথাও কেশচয়, কোথাও স্কন্ধগুণ শিরোমণ্ডল,
 কোথাও প্রকাণ্ড শালকাণ্ড সদৃশ বাণাচ্ছন্ন গাভ্রখণ্ড,
 কোথাও নাগভোগভুলিত বাহুদণ্ড, কোথাও মুণ্ড, কো-
 থাও গণ্ড, কোথাও কুণ্ডলচয় অত্যাঘাতে বিলুপ শোণি-
 ভাস্ত ও পতিত হইয়া বনুন্ধরার ভীষণ বেশ বিধান করিল ।
 রথীরথীর সহিত, সাদী সাদীর সহিত ও পদাতি পদাতীর
 সহিত তরঙ্গব যুদ্ধ করিতে লাগিল । শোণিতপ্রবাহে
 ভূমিতল অতিবিক্ত ও ধূলিনিচয় কর্দমময় হইল । স্বানে
 স্বানে ও কণে কণে যোদ্ধাগণ মুহুর্ন্ত পতিত ও পুনরুত্থিত
 হইয়া প্রতিবল প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিল ।

শতানীক এক শত ও মহাবল বিশালাক চতুঃশত
 যোদ্ধাকে বিনষ্ট করিয়া বিপক্ষপক্ষীর রথ লক্ষ্য করিয়া

ত্রিগর্ত-সেনাযোধ্যা প্রদিক্ট হইল । বিরাটরাজ, সম্মুখে সূর্য্যদত্ত ও পঞ্চাঙ্গে যদিরাঙ্কে সমভিব্যাহারী করিয়া পঞ্চাশত রথ, পঞ্চ সহস্রাশ্ব ও অষ্টাশত ঘোটক নিহত করিয়া, সন্ধ্যামুগ্ধে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেই সৌবর্ণ-রথারূঢ় সুশর্মাঙ্কে আক্রমণ করিলে, যক্রপ গোষ্ঠমধ্যস্থিত ব্রহ্মভক্ষ্য পরস্পর তর্জন গর্জন করে, তাহার ন্যায় বীরস্বয় অতি তর্জন ও কটুক্তি করিতে লাগিল । অনন্তর সমরবিশারদ ত্রিগর্তরাজ মৎস্যপতিকে আক্রমণ করিলে, উভয়ের রথ একত্র সঙ্গত হইল এবং যক্রপ নিবিড় ঘন-ঘট্টা অবিচ্ছিন্ন বারিধারা বর্ষণ করে তাহার ন্যায় উভয়েই শর বর্ষণ করিতে লাগিল, এবং উভয়েই ক্ষমাগুণ-রহিত হইয়া ভীক্ণ ভীক্ণ বাণ বিসর্জনে স্বীয় স্বীয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে লাগিল । বিরাটরাজ দশ বাণে সুশর্মাঙ্কে বিদ্ধ করিয়া, পঞ্চ পঞ্চ বাণে তদীয় তুরগচতুষ্টয় বিদ্ধ করিলেন । বুদ্ধব্রহ্মদ পরমাত্মবেত্তা সুশর্মাও সুভীক্ণ পঞ্চাশৎ শরদ্বারা মৎস্যপতিকে বিদ্ধ করিল ।

অনন্তর সৈন্যপদাহত ধূলিনিকরে ও প্রদোষ কালীন অন্ধকারে উভয় দল অন্ধৌভূত হইলে, কণমাত্র সংগ্রামের বিশ্রাম হইল । পরে ভিমিরনিসূদন নিশানাথ নরনাথগণের আনন্দসহ সমুদিত, সূতরাং নভোমণ্ডল বিনির্মূল হইলে, পুনর্বার ঘোরতর সমর আরম্ভ হইল । ত্রিগর্তরাজ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সমভিব্যাহারী করিয়া একবারে মৎস্যনাথের প্রতি আক্রমণ করিল । ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ জাতু-হ্রয় গদা, অগ্নি, খড়্গ, পরশ্ব ও পাশাদি বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্রে বিরাটের সৈন্যদল প্রমথিত ও পরাজিত করিয়া তদীয় পুত্র্য ও সারথিহ্রয়কে নিহত করিল । এবং জীব-

যাত্রাবশিষ্ট সংসাপতিকের বিরোধ করিয়া স্বকীয় সান্দনে
আরোহণ করিয়া দ্রুতগতি গ্রহণ করিল। বিরাটের
সৈন্যদল রাজার ভূগতি দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে
লাগিল।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির মহাবাহু ভীমসেনকে সম্বোধন
করিয়া কহিলেন এই দেখ সুশর্ম্মা সংসাপতিকের পরাজিত
ও ধৃত করিয়া লইয়া যাইতেছে, এক্ষণে রাজা যাহাতে
বিপক্ষের বশীভূত না হইলেন ও বিযুক্ত হইলেন তাহা কর,
আমরা সংবৎসর ইহার ভবনে পরমসুখে বাস করিয়াছি
এক্ষণে ইহার নিক্ষেপ করা আমাদেরই অবশ্য কর্তব্য
কর্ম্ম সন্দেহ নাই। ভীম কহিলেন আমি এখনই বিরাট-
রাজের পরিজ্ঞাপ বিধান করিতেছি, মহারাজ! আত্মহরের
সহিত একান্তে অবস্থিতি করিয়া যদীয় বাহুবল ও অসা-
ধারণ পরাক্রম নিরীক্ষণ করুন। এই প্রকাণ্ড বৃক্ষ আমার
গদাধররূপ জানিবেন। অদ্য আমি এতাব্যাহ অস্ত্র
লইয়া যাবতীয় শত্রু সংহার করিব। যুধিষ্ঠির মন্তমন্ত্র-
জের ন্যায় ভীমকে পাদপোৎপাটনে উদ্যত দেখিয়া
নিবারণ করিয়া কহিলেন, অদ্য বৃক্ষ লইয়া অমানুষ যুদ্ধ
করা হইবে না, তাহা হইলে সকলেই চিনিতে পারিবে,
অস্ত্রের শক্তি নিস্ত্রিংশ চাপ বা এবিধ কোন মানুস্য
লইয়া বিরাটকে শীঘ্র মুক্ত কর। অসাধারণ যোদ্ধা
নকুল ও সহদেব তোমার চক্ষু রক্ষার্থে গমন করুন।

ভীম, যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণমাত্র ধনুর্দ্ধার ধারণ
করিয়া অতিমাত্র বেগে ধাবমান হইলেন, এবং সজল
জলদের ন্যায় শরশর্ষ করিতে করিতে সুশর্ম্মার সমীপে
উপস্থিত হইয়া বলিলেন রে লাণাত্মা ত্রিগর্তাধিপ! তুই

নংস্যপাতিকে লইয়া কোথায় যাইতেছিল, থাক থাক, এই আমি আসিয়া উপস্থিত হইলাম । সুশর্মা ভীমবচন শ্রবণে মনে মনে ভাবিল এ কে, কালান্তক যমের ন্যায় থাক থাক বলিতেছে, এবং রথসকল অতি দ্রুতবেগে ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে, বুঝি পুনর্বার যুদ্ধ উপস্থিত হয় । এইরূপ চিন্তা করিয়া জাতুবর্গের সহিত পরাবৃত্ত হইয়া ধনুর্ধারণ করিল । ভীম বিরাটের সমক্ষে সহস্র রথ সহস্র হস্তী সহস্র ঘোটক ও সহস্র ধনুর্ধারী বীর পুরুষকে নিমেষমধ্যে নিহত করিয়া ফেলিলেন, এবং বলপূর্বক শত্রুসৈন্যের হস্ত হইতে গদা গ্রহণ করিয়া পশ্চিমমূহ নিপাতিত করিতে লাগিলেন । সুশর্মা তাদৃশ অসামান্য সংগ্রাম সন্দর্শন করিয়া, কি আশ্চর্য, আমার সৈন্যের শেষ হইল, এইরূপ ভাবিয়া, আকর্ণপূর্ণ সন্ধানে বাণ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন । পাণ্ডবেয়াও ত্রিগর্ত্তদ্বিগকে লক্ষ্য করিয়া দিব্যাস্ত্র বিসর্জন করিতে লাগিলেন । অনন্তর বিরাটের পুত্র পাণ্ডবদ্বিগকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া রণোৎসাহী হইয়া ক্রোধভরে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । বিরাটের সৈন্য সকল পলায়ন করিতেছিল; তাহার। এই ব্যাপার দেখিবামাত্র প্রতি-নিবৃত্ত হইয়া পুনর্বার যুদ্ধ আরম্ভ করিল । যুধিষ্ঠির এক সহস্র, ভীম সপ্ত সহস্র, নকুল সপ্ত শত ও সহদেব ত্রিশত যোদ্ধাকে নিহত করিলেন ।

অনন্তর ভীমসেন যুধিষ্ঠির কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ধনুর্ধারণপূর্বক সুশর্মার প্রতি ধাবমান হইলেন । ধর্ম্ম-রাজও অসম্ভ্য শত্রুসৈন্য বিনষ্ট করিয়া সুশর্মার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । অনন্তর ত্রিগর্ত্তরাজ নয়

বাণে যুধিষ্ঠিরকে, এবং শরচতুষ্টয়ে তদীয় ঘোটককে
 বিদ্ধ করিলে, ভীষণরূপ রুকোদর সত্ত্বর হইয়া সুশর্মাকে
 আক্রমণ করিলেন, এবং তদীয় ঘোটকচতুষ্টয় ও পৃষ্ঠ-
 রক্ষকদিগকে নিহত করিয়া, সারথিকে রথোপরি হইতে
 পাতিত করিলেন। চক্রবাক বিখ্যাত বীর মদিরাক্ষ ত্রিগ-
 র্ত্তপতিকে বিরথ দেখিয়া তাহার অতি শরবৃষ্টি করিতে
 লাগিলেন। তখন বিরাটরাজও শত্রুর রথ হইতে লক্ষ্য
 দিয়া পড়িয়া তদীয় গদাগ্রহণপূর্ব্বক তাহার অতি ধাব-
 মান হইলেন। অনন্তর ভীমসেন ত্রিগর্ত্তরাজকে পলা-
 য়ন করিতে দেখিয়া বলিলেন অহে, রাজপুত্র হইয়া যুদ্ধে
 পরাজ্য হওয়া উচিত হয় না। তুমি এত ক্ষীণবল হইয়া
 কি সাহসে রাজপদবীলাভে অভিলাষী হইয়াছ, এই
 কথা বলিলে সে তৎক্ষণাৎ প্রতিনিবৃত্ত হইল। ভীম-
 সেনও অমনি রথ হইতে লক্ষ্যপ্রদান করিলেন, এবং
 অতি দ্রুত বেগে গিয়া তাহাকে ধৃত উৎপাতিত ও
 ভূমিতে নিপাতিত করিয়া, তাহার মস্তকোপরি অশনি-
 পাত-সদৃশ এক পদাঘাত করিলেন, সে একবারে মুচ্ছিত
 হইয়া পড়িল। অনন্তর তদীয় বলাদল রাজাকে বিরথ ও
 বিচেতন দেখিয়া ভয়ব্যাকুলচিত্তে পলায়নপরায়ণ
 হইলে, মহারথ পাণ্ডবগণ গোধন রক্ষিত ও সুশর্মাকে
 ধৃত করিয়া বিরাটের সম্মুখীন হইলেন।

তখন ভীমসেন, ত্রিগর্ত্তপতির গলদেশ ধরিয়া যুধিষ্ঠি-
 রকে দেখাইয়া, এইপাপিয়ার জীবন রক্ষা করা উচিত হয়
 না এই কথা বলিলে, পরম কৃপানিধান প্রধান পাণ্ডব ইহৎ
 হাস্য করিয়া কহিলেন এই নরাধমকে ছাড়িয়া দাও।
 অনন্তর ভীম রাজাজ্ঞায় তাহাকে বিনষ্ট করিতে না

পারিয়া ক্রোধভরে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন অরে যুধা !
যদি তোর জীবনে প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে আমার
কথা শ্রবণ কর । রণবিজয়ী কল্লিঙ্গগণের ধর্ম্মই এই যে,
পরাজিত ব্যক্তি সর্বজনসমক্ষে দাসত্ব স্বীকার করিলে
তাহার জীবনরক্ষা করিতে হয় । এ কথায় যুধিষ্ঠির ভীমকে
সম্বোধন করিয়া কহিলেন দুরাত্মাকে ছাড়িয়া দাও । এ
বিরাটের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে । অনন্তর সুশর্ম্মাকে
সম্বোধন করিয়া তুই দাসত্বশৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত হইলি,
যা, এমত দুষ্কর্ম্ম আর কখন করিস না । ধর্ম্মরাজ এই কথা
বলিলে সে অতি লজ্জিত ও অধোমুখ হইয়া রাজাকে
প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল । পাণ্ডবেরা সে রাত্রিতে
বিরাটের সহিত সেই স্থানেই অবস্থিতি করিলেন ।

অনন্তর বিরাটরাজ পাণ্ডবদিগের লোকাভীত পরা-
ক্রম সন্দর্শনে পরম পীরিতুক্ত হইয়া যথোচিত সম্মানপূ-
র্বক কহিলেন, মদীয় ধনসম্পত্তি বিষয়ে আমার যেরূপ
অধিকার, আপনকারদিগেরও সেইরূপ জানিবেন ।
একগে আপনারা সুখসচ্ছন্দে অবস্থান করুন । আমার
অলঙ্কৃত কন্যা ও বিবিধ ধন রত্নাদি যে কোন বস্তুতে
আপনকারদিগের ইচ্ছা হয়, বলুন, তাহাই প্রদান করি-
তেছি । অদ্য কেবল আপনকারদিগের বিক্রমেই প্রাণ
দান পাইলাম । অতএব অদ্যাবধি আপনারা এই মৎস্য-
ভূমির অধীশ্বর হইলেন । পাণ্ডবগণ বিরাটের এইরূপ
কৃতজ্ঞতাসূচক বচন শুনিয়া কৃতজ্ঞলিপুটে কহিলেন,
মহারাজ ! আপনি যে শত্রুহন্ত হইতে নির্ঝিল্লি বিমুক্ত
হইয়াছেন তাহাই আনাদিগের পরম লাভের বিষয় ।
অনন্তর মৎস্যপতি যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

অদ্য আপনাকে মৎস্যরাজ্যে অতিথিত্ব করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে, আপনি সকলের উপর একাধিপত্য করিবেন, আমরা সকলেই আপনকার অধীন হইয়া থাকিব। হে বিপ্রেজ্ঞ! আপনাকে নমস্কার করি, অদ্য আপনারই প্রসাদে সন্তানগণের মুখাবলোকন করিলাম, এবং আপনারই অনুগ্রহে দুর্দান্ত শত্রুহন্ত হইতে নিস্তার পাইলাম।

যুধিষ্ঠির কহিলেন আমরা মহারাজের বাক্যেই কৃত-কৃত্য ও আনন্দিত হইলাম, অভিলাষ করি আপনি এই-রূপ দয়াপরায়ণ হইয়া পরম সুখে প্রকৃতি প্রতিপালন ও রাজ্য শাসন করুন, আমরা চিরকাল আপনকার অনুচর হইয়া থাকিব, আমাদের নিকট আর আপনকার এতাদৃশ বিনয় প্রকাশের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে দূতেরা নগরে গমন করিয়া মহারাজের জয়ঘোষণা ও আত্মীয়বর্গকে প্রিয় সংবাদ প্রদান করুক। মৎস্যরাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্যানুসারে দূতদিগের প্রতি আদেশ করিলেন, তোমরা স্বরায় নগরে গিয়া বিজয়ঘোষণা কর, এবং জানাও কল্য প্রাতঃকালে কুমারী ও নাগরিক বারনারী সকল অলঙ্কৃত হইয়া, এবং বাদ্যকিরেরা সুসজ্জিত হইয়া নগর হইতে বহির্গমন পূর্বক আনাদিগের অগ্রসর হয়। রাজ্যজ্ঞায় দূতগণ সেই রাজ্যেই যাত্রা করিয়া, পর দিন প্রাতঃকালে নগরে উপনীত হইয়া যথাবৎ বিজয় ঘোষণা করিল।

যৎকালে মৎস্যরাজ সমস্ত সৈন্য লইয়া ত্রিগর্তদিগের প্রতি যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই সময় সুযোগ পাইয়া দুর্বোধন ভীষ্ম, কুপ, দুঃশাসন, দ্রোণি, কর্ণ, বিকর্ণ

প্রকৃতি মহারথগণ সম্মতিবাহারে, উত্তরগোগৃহে উপস্থিত হইয়া বাক্তিসহস্র গবী হরণ করেন । গোপ সকল ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল । পরে গোপাধ্যক্ষ এই রূপ তুষ্টিনা উপস্থিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ রথাক্রম হইয়া আর্তনাদ করিতে নগরে প্রবেশিত হইল এবং রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বিরটিজনকে দেখিতে পাইয়া কহিল কুরুগণ মহারাজের বাক্তি সহস্র গবী হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, আপনি শীঘ্র আসিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া গোধান রক্ষা করুন । মহীপাল আপনার প্রতি সকল তার সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন । তিনি সভামধ্যে প্রায় সর্ষদাই বলিয়া থাকেন মদীয় তনয় যুদ্ধবিদ্যায় অত্যন্ত নিপুণ ও সর্বতোভাবে আমারই সদৃশ । এক্ষণে যাহাতে মহারাজের এই বাক্য অর্থ হয় এমনত করুন । কুরুকুল বিজিত করিয়া গোকুলের রক্ষা বিধান করুন । রজতনিভ শ্বেতকায় তুরঙ্গম সকল রথে যোজিত ও সৌবর্ণপতাকা উদ্ভূত হউক । আপনকার সায়কসমূহে সূর্য্যের গতিরোধ ও বিপক্ষ কল্লিয়কুল নির্মূল হউক । যজ্ঞপ বজ্রপাণি অনুরগণ পরাজয় করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় আপনি কোরবযোদ্ধাদিগকে পরাজিত করিয়া কীর্তিলাভ করুন । পাণ্ডবদিগের অর্জুনের ন্যায় আপনি এই মৎসরাজ্যের পরম গতি হইয়াছেন, এক্ষণে যাহাতে মানরক্ষা ধনরক্ষা ও রাজ্যরক্ষা হয় এমনত করুন ।

উত্তর অঙ্গনাগণমধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন, এজন্য দূত-বাক্য শ্রবণে মনে মনে ভীত হইয়াও আশ্রয়ার্থী পূর্ষক কহিলেন যদি উপযুক্ত সারথি পাই তাহা হইলে এখনই যুদ্ধযাত্রা করি । কিন্তু আমার সারথ্য করিতে পারে এমনত

ব্যক্তি প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব এক জন হয়-
যানবেতা সারথির অন্বেষণ কর। অষ্টাবিংশতি রাত্রি
যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতেই মদীয় সারথি বিনষ্ট হয়।
একদা অশ্ববিদ্যায় সুনিপুণ এক জন সারথি পাইলে
মহাশয় উচ্ছিত করিয়া সমুদ্র সমরযাত্রা করি, এবং
যেমন দেবরাজ দানবকুল বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তাহার
ন্যায় আমি একাকী বহুরথসঙ্কুল শত্রুকুল আক্রমণ করিয়া
দুর্যোধন, শাস্তনব, কর্ণ, বৈকর্তন, কৃপ প্রভৃতিকে শত্রু-
প্রত্যাপে নিকীৰ্য্য ও পরাজিত করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে পশু
প্রত্যানয়ন করি। শূন্য পাইয়া কৌরবগণগো হরণ করি-
য়া লইয়া বাইতেছে, কি বলিব আমি সেখানে থাকিলে,
তাহারা মদীয় বল বীৰ্য্য ও রণপাণ্ডিত্য সন্দর্শনে মনে
করিত সাক্ষাৎ অর্জুনই বুঝি যুদ্ধ করিতে আনিয়াছেন।

রাজপুত্রের এই প্রকার বাক্য শুনিয়া অর্জুন প্রিয়-
তমা দ্রুপদতনয়াকে নির্জনে কহিলেন, তুমি উত্তরকে
বল, বৃহন্নলা পাণ্ডবদিগের অতি উপযুক্ত সারথি
ছিলেন, প্রধান প্রধান যুদ্ধেতে তাঁহাদিগের সারথ্য
করিয়াছেন, অতএব এই ব্যক্তিই আপনকার সারথি
হইতে পারিবেন।

উত্তর ক্রীজনমধ্যে তথাবিধ আশ্বপ্লাষা করিতেছিলেন,
এমত সময়ে পাকালী তথায় উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ
লজ্জিতার ন্যায় রাজতনয়াকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,
আপনকার ভবনে বৃহন্নলা নামক বৃহদ্বীরণকায় যে যুবা
আছেন ইনি অর্জুনের প্রসিদ্ধ সারথি ছিলেন। এব্যক্তি
সেই মহাশয়ই শিষ্য, ধনুর্বিদ্যা বিষয়ে তাঁহা হইতে
কোন অংশেই স্থান নহেন। এই যুবা সর্বদা সর্বকাৰ্য্যে

পাণ্ডবদিগের সাহায্য বিধান করিতেন। খাণ্ডবদহনে এই ব্যক্তিই ধনঞ্জয়ের সারথী করিয়াছিলেন। ইহাকে অবলম্বন করিয়াই তিনি সর্বভূত পরাক্রান্ত করেন। খাণ্ডবপ্রহে ইহার তুল্য সারথী আর কেহই ছিলেন না। উত্তর বলিলেন ঈশরিক্তি! তুমি ব্রহ্মলার গুণাগুণ সমস্তই অবগত আছ, অতএব তুমি তাহাকে আমার সারথী করিতে অমুরোধ কর। দ্রৌপদী কহিলেন আপনকার যে কনীনঙ্গী ভগিনী আছেন ব্রহ্মল! ইহার কথা অবশ্যই রক্ষা করিতে পারেন, আপনি তাঁহাকেই বলুন। এ বিষয়ে আমি সাহসপূর্বক বলিতেছি যদি ঐ ব্যক্তি আপনকার সারথী কর্ম স্বীকার করেন তাহা হইলে অবশ্যই কুরুকুল পরাক্রান্ত ও গোকুল সুরক্ষিত হইবে সন্দেহ নাই।

দ্রৌপদীর এই কথা শুনিয়া উত্তর ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া সমস্ত অবগত করিলেন। যৎসারাজ-হুহিতা তৎক্ষণাৎ নৃজাশালায় গমন করিয়া ছদ্মবেশধারী মহাবাহু ধনঞ্জয়ের সম্মুখীন হইলেন। মহাবীর পার্থ তদীয় মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়াও অনভিজ্ঞের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজকুমারি! তুমি কি নিমিত্ত আগিরোছ! এত ব্যাকুলতার কারণই বা কি! তদীয় বদন-কমল কেন এমন অপ্রসন্ন দেখিতেছি! যথার্থ বল, কি কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে! রাজবালা বিনয়-প্রদর্শন ও প্রিয় সঙ্কায়ণপূর্বক কহিলেন, ব্রহ্মল! কৌরবেরা আমাদিগের যাবতীয় গোধন হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। আমার জাতা যুদ্ধযাত্রা করিবেন। কিন্তু কিয়দিন হইল তাঁহার সারথী যুদ্ধে হত হইয়াছে,

উপযুক্ত সারথির অভাবে ঘাইতে পারিতেছেন না। তিনি উদ্বিগ্নমনা হইয়া সারথির অনুসন্ধান করিতেছিলেন, এমন সময়ে সৈরিক্সী আসিয়া বলিলেন আপনি অশ্ববিদ্যায় অতিপারদর্শী, যোদ্ধা প্রধান ধনঞ্জয় আপনাকে সহায় করিয়া পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। সৈরিক্সীর এই কথা শুনিয়া জ্যোষ্ঠভ্রাতা আমাকে আপনকার নিকট পাঠাইলেন। এক্ষণে মহাশয়কে তাঁহার সারথ্য কর্ম স্বীকার করিতে হইবে। বোধ হয় এতক্ষণ কৌরবেরা অনেক দূর গমন করিয়াছে। আমার অতি মহাশয়ের অভ্যন্ত স্নেহ আছে বলিয়া এত করিয়া বলিতেছি। যদি আপনি এ বিষয়ে উপেক্ষা করেন, আমার কথা রক্ষা না হয়, তাহা হইলে আর আমি প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না।

অজ্ঞান রাজতনয়াকে আশ্বাস প্রদান পূর্বক সঙ্গে লইয়া উত্তরের নিকট গমন করিলেন। অনন্তর রাজকুমার ব্রহ্মলকে মাতঙ্গের ন্যায় আসিতে দেখিয়া প্রিয় সম্ভাষণপূর্বক বলিলেন, ব্রহ্মরজে! বীরবংশপ্রভংস পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় তোমাকে সহায় করিয়া পাণ্ডবদাহন ও সমস্ত বসুন্ধরায় একাদিপাত্য স্থাপন করিয়াছেন। এক্ষণে আমি গোধন রক্ষা ও কৌরবযোদ্ধাদিগকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত যুদ্ধযাত্রা করিব, তোমাকে আমার সারথ্য কর্ম স্বীকার করিতে হইবে। সৈরিক্সী পাণ্ডবদিগের বিষয় সন্নিবেশ জানে, সেই এ বিষয়ের প্রস্তাব করিয়াছে। আমি তাহারই মুখে শুনিয়াছি অশ্ববিদ্যা ও ধর্মুর্জিয়ার তোমার বিশেষ পারদর্শিতা আছে। ব্রহ্মল কহিলেন, আমি মৃত্যু গীত করিয়া থাকি, শুধু সারথ্য

করা আমার সাধ্য নহে । উত্তর সে কথায় কণপাত না করিয়া পুনর্বার বলিলেন ব্রহ্মলো! শীঘ্র রথ প্রস্তুত কর, আর বিলম্ব করা বিবেক নহে । পার্থ রাজকুমারের এতাদৃশ আত্মহাতিশয় দর্শনে সন্তুষ্ট হইলেন এবং আপনি যুদ্ধবিদ্যায় পরম পণ্ডিত হইলেও রামাঙ্গার কোতুক বর্জনার্থ নিভীত অনভিজ্ঞের ন্যায় বিপরীত রীতিক্রমে যুদ্ধসজ্জা করিতে আরম্ভ করিলেন । তাহা দেখিয়া যাবতীয় রমণীগণ একবারে হাস্য করিয়া উঠিল ।

তখন রাজপুত্র স্বয়ং মহামূল্য কবচ লইয়া ব্রহ্মলোকে সূসজ্জিত করিয়া দিলেন । পরে ব্রহ্মলো রথ আনয়ন করিলে, আপনিই তদুপরি সিংহবজ্র সমুচ্ছিত করিলেন, এবং উজ্জ্বল কবচ পরিধান ও ধনুর্ধার ধারণ পূর্বক ব্রহ্মলোকে সারথি করিয়া রণযাত্রা করিলেন । যাত্রাকালে উত্তরা ও তদীয় সখীসকল ব্রহ্মলোকে সম্বোধন করিয়া কহিল, আপনারা ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য প্রভৃতিকে পরাজিত করিয়া আমাদিগের ক্রীড়াপুত্তলিকার নিমিত্ত রমণীয় বিচিত্র বসন আনয়ন করিবেন । ব্রহ্মলো কহিলেন রাজকন্যে যখন তোমার ভ্রাতা কৌরবদিগকে পরাজয় করিবেন আমি তখন তাহাদিগের গাত্রবসন হরণ করিয়া লইব । এই কথা বলিয়া রথে আরোহণ করিয়া কশা ও বলগা গ্রহণ পূর্বক যাত্রা করিলেন । অঙ্গনাগণ ও মঙ্গলাচরণ করিয়া কহিল খাণ্ডবদহনে পাণ্ডবের যজ্ঞপ মঙ্গল হইয়াছিল, কৌরবসহায়ুজে রাজপুত্রের তদনুরূপ হউক, এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিল ।

অনন্তর রাজকুমার রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়া সারথির প্রতি আদেশ করিলেন, কৌরবেরা গোধন হরণ

করিয়া লইয়া বাইতেছে, তুমি আমাকে শীঘ্র তাহাদিগের নিকট উপস্থিত কর, আমি কণমধ্যে তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া গোকুল লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিব। অর্জুন আজ্ঞামাত্র অতি দ্রুতবেগে হুতাশালনা করিলেন। এবং, অজ্ঞাতবাসের পূর্বে শশানসমীপস্থ যে শমীবৃক্ষে পাণ্ডবদিগের অস্ত্র শস্ত্র সংগোপিত ছিল, সেই স্থানেই রথ নিবৃত্ত করিলেন। তথাহইতে সাপরোপম কুরুবল দৃষ্ট হইতে লাগিল, এবং সৈন্যদলের পদদলিত পার্শ্বিধ ধূলি নভোমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়াছে নয়নগোচর হইল।

অনন্তর অশ্রুতপূর্ব্ব তাদৃশ সৈন্যদলের কোলাহল শ্রবণ করিয়া এবং অসম্ভ্য রথপতাকা উদ্ভীয়মান হইতেছে, কর্ণ চূর্ব্বোদন তীক্ষ্ণ দ্রোণ প্রভৃতি অমিতবলশালী ধনুর্বিদ্যাবিশারদ রণপণ্ডিতমণ্ডলী চতুর্দিক রক্ষা করিতেছেন নিরীক্ষণ করিয়া, বিরাটতনয়ের সর্ককায় ভয়ে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি অর্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ব্রহ্মনে! কুরুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যাওয়া বাইবে না, দূর হইতে দেখিয়াই আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে, এতাদৃশ সমরযীর প্রবীর-গণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া দেবতাদিগেরও লাঘ্য বোধ হয় না। ভীমকাম্য কশালিনী হস্তিরথসঙ্কল পতি-ধ্বজভীষণ। এই ভারতী সেনার মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া নাদৃশ ব্যক্তির প্রেরণ নহে। অশ্বখাম্য কর্ণ বিকর্ণভীষ্ম দ্রোণাদি মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণের ত্রয়কর আড়ম্বর দর্শনেই হৃদয় বাকুল ও শরীর কম্পিত হইতেছে, আমি মুহুর্ভ্রমর হইয়াছি। এই কথা বলিয়া সব্যাসাচিনসকে পুনর্বার হুঃখ করিয়া কহিলেন, পিতা আমাকে শূন্য

যদিও রাধিকার সমস্ত সৈন্যসামন্ত লইয়া ত্রিগর্তদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন । কোরবদিগের অসম্মত সৈন্য, আমার একজনও নাই, বিশেষতঃ আমি বালক, এই প্রবল শত্রুগণের সহিত আমার যুদ্ধে যাওয়া কোন-মতেই যুক্তিযুক্ত হয় না । অতএব নিবৃত্ত হও, আমি ইহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিব না ।

অর্জুন কহিলেন এখন এত ভয় পাইলে চলিবে না, আপনি প্রথমে আমাকে কোরবদিগের মধ্যে লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন আমি তাহাই করিব । মহা-শয় যাত্রাকালে জীজনমধ্যে তাদৃশ স্পর্ধা করিয়া-ছিলেন, এখন যুদ্ধে না যাওয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে । আপনি যদি গোপনরক্ষা না করিয়া গৃহে ফিরিয়া যান, তাহা হইলে বীরবর্গ ও নারীগণ সকলেই উপহাস করিবে । আমি যে সারথ্যকার্যে অদ্বিতীয়, তাহা সৈরিক্তী ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছে, এক্ষণে শত্রুকুল পরাজিত না করিয়া গৃহে প্রতিগমন করা আমারও উচিত নয় । আমি সৈরিক্তীর স্তুতিবাক্যে উত্তরার অনুরোধে ও মহা-শয়ের আদেশে আসিয়াছি, কুরুকুল বিজিত না করিয়া কখনই ক্ষান্ত হইতে পারিব না ।

উত্তর কহিলেন ব্রহ্মলোকে কোরবেরা আমাদিগের তাবৎ ধন হরণ করুক, এবং বীরগণ ও নারীসকল আমা-দিগকে উপহাস করুক, তথাপি আমি কখনই কুরু-দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইব না । এই কথা বলিয়া রথ হইতে লক্ষ দিয়া মান ও দর্পের সহিত ধনুর্ধার বিনর্জনে করিয়া পলায়ন করিলেন । শুরগণের একপ ধর্ম নহে, বরং সময়ে নিধনও শ্রেয়ঃ তথাপি ভয়ে পলায়ন

করা কর্তব্য হয় না, অর্জুন এই কথা বলিতে বলিতে রাজকুমারের পশ্চাৎ থাকমান হইলেন। পতিবেগে সুদীর্ঘ বেণী উত্তত্তঃ চলিত, ও উত্তরীয় বসন বিধূষমান হইতে লাগিল। বিপক্ষপক্ষীয় যোদ্ধা সকল এই ব্যাপার দেখিয়া হাস্য করিয়া উঠিল।

অনন্তর কুরুগণ ধনঞ্জয়ের বিজাতীয় বেশ সন্দর্শন করিয়া বিতর্ক করিতে লাগিল, ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব হত্যাশনের ন্যায় এ, কে! ইহাকে ক্লীবরূপী দেখিতেছি, কিন্তু ইহাতে অর্জুনের অনেক সৌন্দর্য্য আছে। ইহার শিরঃগ্রীবা ও বাহুদ্বয় অবিকল অর্জুনের ন্যায়, বিক্রমও সেই প্রকার। বিশেষতঃ একাকী আত্মাদিগের সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হওয়া অর্জুন ভিন্ন আর কাহারও নাহয় হয় না। বোধ হয় বিরাটতবনেই অর্জুন ছদ্মবেশে অবস্থান করিয়া থাকিবেক। বিরাট শূন্যগেহে একমাত্র পুত্র রাখিয়া যুদ্ধে গমন করিয়াছে, এ বালক, বালতাব-প্রযুক্ত স্বীয় পৌরুষ বিবেচনা করিতে না পারিয়া, ইহাকেই সারথি করিয়া যুদ্ধ করিতে আগিয়াছিল। একগণে আত্মাদিগকে দেখিয়া ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পলায়ন করিতেছে, অদ্বিতীয় যোদ্ধা ধনঞ্জয় তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ থাকমান হইয়াছে।

কৌরবেরা এইরূপ নানাবিধ বিতর্ক করিতে লাগিল। অর্জুন ক্রান্তবেগে পদশত গমন করিয়া উত্তরকে ধরিয়া বিবিধ প্রবোধবচনে বুঝাইতে লাগিলেন। রাজকুমার কিছুতেই সন্তুষ্ট হইলেন না, বরং নিরতিশয় কাতরতা ও দীনতা প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, হে কল্যাণিত্রহমলো! শীঘ্র রথ প্রতিনিবৃত্ত কর, জীবন থাকিলে অনেক মঙ্গল

হইবে । আমি গৃহে গতমাত্র তোমাকে নিকপূর্ণ এক মাত
সুবর্ণকুন্ত ও মহাপ্রভাসম্পন্ন আটটি ঐশ্বর্য্য মণি প্রদান
করিব, এবং সুবর্ণদণ্ড-শোভিত সর্বোপকরণযুক্ত এক-
খানি রথ ও দশটি মাতঙ্গ দান করিব, আমাকে ছাড়িয়া
দাও । অজ্ঞান ইহা হান্য করিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া
রথের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে নিতান্ত
ভীত ও হতচেতনপ্রায় বিবেচনা করিয়া আশ্বাসবাক্য
কহিলেন, আপনকার কোন ভয় নাই, যদি আপনি
যুদ্ধ করিতে একান্ত অপারগ হইয়েন, তাহা হইলে আ-
মিই যুদ্ধ করিব, আপনি সারথ্য কর্ম্ম সম্পাদন করুন ।
ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সমরে পরাজয় হওয়া কোন
মতেই উচিত নহে । আমি মুহূর্ত্ত মধ্যে যাবতীয় যো-
দ্ধাকে পরাজিত করিয়া গোধন লইয়া আসিব, আপনি
রণক্ষেত্রে অতি সাবধানে থাকিবেন । অজ্ঞান এইরূপে
উত্তরকে প্রবোধন পূর্ব্বক, উভয়ে রথোপরি আরোহণ
করিয়া শমীকান্ধিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ।

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি কুরুবীরগণ ক্রীতবৈশা-
ধারী নরসিংহকে রথে আরুঢ় দেখিয়া ধনঞ্জয় আশঙ্কা
করিয়া অত্যন্ত উদ্ভিন্ন হইলেন । অনন্তর দ্রোণাচার্য্য
যাবতীয় যোদ্ধাকে সহসা নিরুৎসাহ ও আকস্মিক উৎ-
পাত সমূহ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন অম্য আমাদিগের
অত্যন্ত অশুভ দিন উপস্থিত হইয়াছে, এ দেখ অতি-
প্রচণ্ড রুদ্ধ সমীরণ শরীর বর্ষণ করিতেছে, ভয়ঙ্কর ভয়-
স্তোভন নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইতেছে, রুদ্ধবর্ণ মেঘ-
সকল অসুতাকার দৃষ্ট হইতেছে, কোষ হইতে অগ্নিসমস্ত
নিঃসৃত হইয়া পড়িতেছে, শিবা সকল আশিব রথ ও

ভূরগগণ অগ্র বিসর্জন করিতেছে; এবং স্বর্গা সকল
বিশৃঙ্খলরূপে কম্পিত হইতেছে। ষেরূপ দেখিতেছি,
বোধ হয় মহাত্ম্য অতি নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে।
অহে যোদ্ধা সকল তোমরা সকলেই সাবধান ও স্ব স্ব
রক্ষা বিষয়ে সযত্ন হও, টগনো বাহুবিন্যাস কর এবং
গোধন রক্ষা কর, অদ্য মহাবিপদ উপস্থিত হইল। এই
দেখ, নিখিল-ধনুর্ধর-প্রধান মহাবীর পার্থ নপুংসক-
বেশে সংগ্রামে আসিতেছে।

পরে ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বোধ হই-
তেছে অদ্য অজ্ঞানাবেশধারী ইন্দ্রসুহৃৎ আমাদিগকে পরা-
জিত করিয়া গোধন লইয়া যাইবে। ইহার সাহস ও
পরাক্রমের কথা কি কহিব। সমস্ত সুরাসুর একত্র হইয়া
যুদ্ধে প্ররত্ত হইলেও ধনঞ্জয় কিছুমাত্র ভীত বা প্রতি-
নিবৃত্ত হয় না। অর্জুন বীৰ্য্য ও ধ্রুণপাণ্ডিত্যবিষয়ে ইন্দ্র
হইতে কোন অংশেই স্থান নহে। যুদ্ধে প্ররত্ত হইলে
কাহাকেও ক্ষমা করিবে না। অধিক কি বলিব, হিমালয়
পর্বতে কিরাতবেশী মহাদেব ইহার সহিত যুদ্ধ করিয়া
পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কোরবদল মধ্যে
ইহার প্রতিযোদ্ধা এক জনও দৃষ্টিগোচর হয় না।

অনন্তর কর্ণ ভ্রোগবচনে কিঞ্চিৎ বিরক্ততাব প্রকাশ
করিয়া বলিলেন মহাশয়! প্রায় সর্বদাই অর্জুনের গুণ-
বর্ণনাকালে আমাদিগের নিন্দাই করিয়া থাকেন, কিন্তু
আপনি নিশ্চয় জানিবেন আমার একে দুর্যোগ্যতার
কলামাত্র ক্ষমতাও অর্জুনের নাই। এ কথায় দুর্যোগ্যতা
রাধেয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন এ যদি বথার্থ
পার্থই হয়, তাহা হইলে আমাদিগের সমস্ত পরিগ্রহ

সার্থক হইল, ইহাকে পুনর্বার দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিতে হইবে। অন্য ব্যক্তি হইলে নিশিত শরপ্রহারে এই দণ্ডেই বিনষ্ট হইবে, অতএব উভয়থাই ভয়ের বিষয় কি।

কৌরবদলমধ্যে এই প্রকার বাদানুবাদ হইতে লাগিল। এ দিকে অর্জুন শমীরক্ষেের মূলে উপনীত হইয়া বিরাটতনয়কে বলিলেন উত্তর! তোমার এই ধনু মদীয় বাহুবল সহ করিতে পারিবে না, আমি যখন বাজী কুঞ্জর ও প্রবল শত্রুদল বিমর্দনে প্রবৃত্ত হইব তখন এই ক্ষীণ ধনু অতি গুরুভারে ও বাহুবিক্ষেপে তন্ন হইয়া যাইবে। অতএব এই শমীরক্ষে পাণ্ডুতনয়গণের ধনুর্ধারণ সকল নিবদ্ধ আছে, যুধিষ্ঠির ভীম নকুল ও সহদেবের ধ্বজা শর ও দিব্য কবচ আছে, এবং এই স্থানেই পার্থের অভিব্রহ্ম অত্রিশঙ্করসহ সৌবর্ণ গাণ্ডীব ও অন্য অন্য সুদৃঢ় অস্ত্রশস্ত্র সমস্ত আবদ্ধ আছে, আনয়ন কর।

উত্তর বলিলেন আমরা শুনিয়াছি এই বক্ষে একটা মৃতদেহ উদ্ধৃত আছে, আমি রাজপুত্র হইয়া কিরূপে স্পর্শ করিব, করিলে অপবিত্র ও অস্পৃশ্য হইতে হইবে। ব্রহ্মলা কহিলেন অপবিত্রতার আশঙ্কা করিও না, উহা শব নহে, পাণ্ডবদিগের ধনুর্ধারণ সমস্ত একত্র বদ্ধ করা আছে। শব হইলে আমি কখনই এরূপ বলিতাম না। একথায় রাজকুমার রথহইতে অবতীর্ণ হইয়া বক্ষে আগ্রহণ করিলে, অর্জুন বলিলেন রাজকুমার! তুমি বক্ষের অগ্র হইতে সমুদায় অস্ত্রশস্ত্র অবরোপিত করিয়া স্বরায় বন্ধন অপনোদন কর। উত্তর সেই শবাকৃতি অস্ত্রভার গ্রহণপূর্বক তদীয় পরিবেষ্টন বিমোচন করিলেন এবং

বিচিত্র তম্বুত সকল পরিমুক্ত করিয়া তন্মধ্যে গাণ্ডীব ও আর চারিখানি ধনুক দেখিতে পাইলেন। যক্রপ সূর্যোদয়ে দিবা প্রভার আবির্ভাব হয়, তক্রপ বিমুক্তমাত্র সেই সমস্ত ধনুকের প্রভা একবারে চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

তখন রাজকুমার অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া প্রত্যেক চাপ স্পর্শপূর্ব্বক পার্থকে ক্রমশঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, এই সহস্রকোটি সৌবর্ণ বিন্দুশতে সুশোভিত ধনুকখানি কাহার। যাহার পৃষ্ঠে সুবর্ণময় এবং পার্শ্বদ্বয় অতি মনোহর, এ কাহার ধনু। যে ধনুর পৃষ্ঠে ইন্দ্রগোপ-পরম্পরা পরিশোভিত রহিয়াছে এখানি কাহার। যাহাতে তেজঃপ্রজ্বলিত সুবর্ণময় সূর্য্যত্রয় প্রকাশিত হইয়াছে এ ধনু কাহার। যাহার পৃষ্ঠদেশে তপনীয়-বিভূষিত সৌবর্ণ শলভকুল বিরাজ করিতেছে, এই বা কাহার। হিরণ্ময় ভূগে নিহিত কলধোতাগ্র লোমবাহী এই সহস্রটি নারাত কাহার। অর্দ্ধচন্দ্রনিভ এই সুদীর্ঘ সপ্তশত শরই বা কাহার। যে বাণে পঞ্চশাদ্দীলের চিহ্ন ও যাহাতে বরাহকর্ণলাঙ্ঘিত দশশর মিলিত রহিয়াছে এই বা কাহার। যে বাণের পূর্ব্বার্দ্ধ লৌহময়, এই কঠোর শরই বা কাহার। ধূপত্রযুক্ত পীতবর্ণ স্তূল শরগুলিই বা কাহার। গুরুভারসহ দিবা সুদীর্ঘ এই সায়কই বা কাহার। বায়্রচর্ম্মারূপ কোশে নিহিত হেমখচিত পৃথুল কিল্বিনীযুত নির্মল খড়্গই বা কাহার। গব্যকোশস্থিত এই খড়্গই বা কাহার। উজ্জ্বল পীতবর্ণ গুরুতর যে নিজিংশ হেমকোশে নিহিত রহিয়াছে এই বা কাহার। পাঞ্চনখকোশস্থিত নিম্নদেশোৎপন্ন তরবারিই বা কাহার।

এবং হেমবিন্দু শোভিত এই অসিত খড়্গই বা কাহার ।
বিশেষ করিয়া বলুন, আমি অদৃষ্টপূর্ব এই সমস্ত অস্ত্র
শস্ত্র সন্দর্শনে ভীত ও চমৎকৃত হইয়াছি ।

পার্থ কহিলেন তুমি প্রথমে যে ধনুর কথা জিজ্ঞাসা
করিলে উহা ত্রিলোকবিখ্যাত গাণ্ডীব । অর্জুন এই সর্বা-
যুধপ্রধান গাণ্ডীবদ্বারা ত্রিলোক পরাজয় করিয়াছি-
লেন । দেব দানব ও গন্ধর্বগণ অসম্ভ্য বৎসর পর্য্যন্ত
ইহার পূজা করেন । ইহা প্রথমে বর্ষসহস্র ত্রক্ষার হস্তে,
তৎপরে সাতৈক-সহস্র বৎসর প্রজাপতির নিকটে থাকে ।
সুররাজ পঞ্চানীতি বৎসর, দ্বিজরাজ পঞ্চশত বৎসর, এবং
বরুণ শত বর্ষ পর্য্যন্ত ইহার সেবা করেন । পরিশেষে
পার্থ বরুণের নিকট হইতে এই সর্বাযুধশ্রেষ্ঠ দিব্য ধনুক
প্রাপ্ত হইয়া পঞ্চমষ্টি বৎসর ধারণ করিয়াছেন । যে ধনুর
পৃষ্ঠ সুবর্ণময় এবং পার্শ্বদ্বয় অতি মনোহর উহা ভীমের ।
ভীম এই কার্য্যকদ্বারা সমগ্র পূর্বদিক জয় করিয়াছিলেন ।
যে ধনুর পৃষ্ঠে ইন্দ্রগোপের চিহ্ন আছে উহা যুধিষ্ঠি-
রের । যে ধনু সৌবর্ণমূর্ত্যে পরিশোভিত হইয়াছে উহা
নকুলের, এবং বাহা তপনীয়চিজিতশলভসমূহে সুশো-
ভিত দেখিতেছ, উহা সহদেবের ধনু ।

এই যে লোমবাহী সহস্রাঙ্গী শর দেখিতেছ উহা
অর্জুনের । এই সমস্ত বাণ সময়ে প্রক্ষালিত পাবকের
ন্যায় শোভা ধারণ করে এবং কিছুতেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়
না । চক্রবিদ্বাঙ্গিতুল্য, নিশিত বাণগুলি ভীমের । যে
সকল বাণে হরিতবর্ণ শার্দূলের চিহ্ন আছে উহা নকু-
লের । নকুল এই সমস্ত সুতীক্ষ্ম শরদ্বারা কৃৎস্ন প্রভীতীদিক
জয় করিয়াছিলেন । এই যে পূর্বাঙ্গিলোহময় অতি

কঠোর শর দেখিতেছ উহা সহদেবের । এবং হেমপুষ্ক
ত্রিপক্ষ গুপ্তগজযুত শীতবর্ণ স্থূল শর সকল রাজা যুধি-
ষ্ঠিরের । অতিভারসহ এই সুদীর্ঘ বাণগুলি অর্জুনের ।
যে খড়্গ প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রচর্ম্মারতকোশে নিহিত আছে উহা
ভীমসেনের । উহা অতি সুদৃঢ় এবং বিপক্ষপক্ষের যৎ-
পরোনাস্তি ভয়ঙ্কর । গব্যাকোশস্থ বিপুল খড়্গ সহদে-
বের । যাঁহার মুষ্টি হেনময় ও বাহা হেমকোশমধ্যে
নিহিত রহিয়াছে উহা ধর্ম্মরাজের খড়্গ । পাঞ্চনখ-
কোশস্থ নিখ্রিংশ নকুলের, এবং এত যে কাঞ্চন-বিন্দুময়
সুভীক্ষু খড়্গখানি দেখিতেছ উহা অর্জুনের ।

উত্তর কহিলেন সুবর্ণনির্ম্মিত অস্ত্রগুলি অত্যন্ত মনো-
হর । ভাল, জিজ্ঞাসা করি, সেই সকল মহাভাগ এক্ষণে
কোথায় । যুধিষ্ঠির অক্ষকীড়ায় পরাজিত ও রাজ্যবি-
যুক্ত হইয়া ভাতৃগণ সমভিবাহারের কোথায় গমন করি-
য়াছেন । এবং আরত্বভূত পাঞ্চালীই বা এক্ষণে কোথায়
আছেন, তিনিও তাঁহাদিগের অনুসরণ করিয়াছেন
শুনিয়াছি । অর্জুন কহিলেন তাঁহার সকলেই তোমা-
দিগেরই ভবনে ছায়াবেশে অবস্থান করিতেছেন । মৎস্য-
নাথের সভায় যিনি সর্বদা পাশকীড়া করেন তিনিই
রাজা যুধিষ্ঠির । যিনি বল্লব নামে খ্যাত হইয়া বিরাতের
পাক্ষালায় আছেন, তিনিই ভীম । আমি অর্জুন,
অশ্ববক্র নকুল, গোরক্ষক সহদেব । এবং যিনি সুদেষ্ণার
চৈরিকী হইয়া আছেন ও যাঁহার নিমিত্ত দুর্জয় কীচ-
কণ্ঠ নিহত হইয়াছে, রমনীরত্নকপা পঞ্চালরাজতনয়া
জ্যোৎস্নাও সেই ।

উত্তর কহিলেন আমরা পূর্বাধি পার্থের যে দশভী

নাম শ্রুত আছি, আপনি যদি তাহা বলিতে পারেন তাহা হইলে আপনকার কথায় বিশ্বাস জন্মিতে পারে । অর্জুন কহিলেন আনার দশ নাম শুন, অর্জুন, কাক্তন, জিক, কিরীটী, খেতবাহন, বীতংসু, বিজয়, কৃষ্ণ, সব্য-সাচী ও ধনঞ্জয় । উত্তর কহিলেন এই দশ নাম পার্থের কি নিমিত্ত হইয়াছে যদি সবিশেষ বর্ণন করিতে পারেন তাহা হইলে আপনি যে অর্জুন ভাবিয়া আঁর সন্দেহ থাকে না ।

অর্জুন কহিলেন সকল জনপদ জয় করিয়া ধন গ্রহণ করাতে লোকে আমাকে ধনঞ্জয় বলিয়া থাকে । প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত না করিয়া কাস্ত হই না, একারণ আমার একটি নাম বিজয় হইয়াছে । কাঞ্চনবর্ণশালী খেতবর্ণ ঘোড়ক মদীয় রথে যোজিত হয়, এজন্য আনার নাম খেতবাহন হইয়াছে । হিমালয় পার্বতে দিবাতাগে উত্তরক্ষতনী নক্ষত্রে আমার জন্ম হয়, একারণ লোকে আমাকে কাক্তন বলিয়া থাকে । পূর্বে প্রধান দানবকে যুদ্ধে পরাজিত করাতে দেবরাজ ভুঁক হইয়া আমার মস্তকে কিরীট প্রদান করেন, এজন্য আমার একটি নাম কিরীটী হইয়াছে । রণস্থলে কখনই বীতংস কার্য্য করি না, এজন্য লোকে আমাকে বীতংসু বলিয়া থাকে । আমি উভয় হস্তে তুল্যরূপে গাণ্ডীব বিকীরণ করিতে পারি, একারণ আমার একটি নাম সব্য-সাচী হইয়াছে । নাগরাস্ত্র পৃথিবীতে আমার মদ্য বর্ণ অতিদুর্লভ এবং আমি সর্বদাই নির্মল কার্য্য করিয়া থাকি, এজন্য সকলে আনাকে অর্জুন বলিয়া থাকে । আমি অতি দুর্জয় শত্রুকেও জয় করিয়া থাকি, এই হেতু

আমার একজি নাম জিকু হইয়াছে । কৃষ্ণ ও গৌর বর্ণ
বালকের অতি প্রিয়, এই হেতু পিতা আমার নাম কৃষ্ণ
রাখিয়াছেন ।

রাজকুমার অর্জুনের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণে চমৎকৃত
হইয়া তাঁহাকে অর্জুন বলিয়া স্থির করিলেন এবং পর-
মাশ্লাদিত মনে অভিমানন ও মছোধন পূর্বক কহিলেন
অদ্য আমার পরম শুভ দিন, আপনকার পরিচয় প্রাপ্ত
হইলাম । আমি অজ্ঞানপ্রযুক্ত যে সমস্ত অযুক্ত কথা
কহিয়াছি তজ্জন্য অপরাধ মার্জনা করিবেন । মহাশয় !
ইতিপূর্বে ছদ্মবেশে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন তাহাতে
আপনার নিকট কিছুমাত্র ভয় ছিল না, বরং আপনাতে
সম্পূর্ণ স্নেহেরই সঞ্চার হইয়াছে । অনন্তর উত্তর অতি
বিনীতভাবে কহিলেন, হে বীরবর ! আমিই আপনকার
সারথি হইলাম এখন কোথায় যাইতে হইবে আজ্ঞা
করুন । অর্জুন কহিলেন তোমার কোন ভয় নাই,
আমি অগমধ্যে সূদীর্ঘ শত্রুকুল দলন করিতেছি । একণে
এই সমস্ত ভূগ মদীর মধ্যে আবদ্ধ কর এবং সুবর্ণখচিত
ঐ কল্পবালখানি আনয়ন কর ।

অনন্তর উত্তর অশ্রুশ্রব্ধ সমস্ত গ্রহণ করিয়া সত্তর বর্ক
হইতে অবতীর্ণ হইলে, অর্জুন পুনর্বার কহিলেন আমি
কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া এখনই গোত্রক প্রত্যা-
হরণ করিব, তোমার কোন শঙ্কা নাই । পীণ্ডী বধুক
ধারণ করিয়া রথে আরোহণ করিলেন আমাকে চক্ৰহই
পর্য্যন্ত করিতে পারিবে না । উত্তর কহিলেন যুদ্ধবিদ্যা
বিক্রমে মহাশয়ের যে কেশবতুলা পরিশ্রুতি তাহা সক-
লেই জানে, তদ্বিবরে আমার সংশয় নাই । কিন্তু এইমাত্র

সংশয় হইতেছে আপনি সর্বমূলক-সম্পন্ন হইয়া কোন কর্মবিপাকে ক্লীবদ্ধ প্রাপ্ত হইবেন ।

সার্থ কহিলেন আমি জ্যেষ্ঠের আদেশে সংরৎসর কাল এই ব্রত প্রতিপালন করিয়া, সম্প্রতি ব্রতভার হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি, বস্তৃতঃ আমি ক্লীক নই । উত্তর বলিলেন আমি অত্যন্ত অনুরূপীত হইলাম, মহাশয়ের দর্শনাবধি মনে মনে চিন্তা করিতাম ঐদৃশ পুংলক্ষণ-ক্রান্ত ব্যক্তি কখনই নপুংসক হইতে পারে না । অদ্য আমার সেই বিতর্কের মীমাংসা হইল । আপনি সহায় হইলে ত্রিদর্শনের সহিত যুদ্ধ করাও অকিঞ্চিৎকর বোধ হয় । অতএব আমার আর কোন ভয় নাই । সংশয় দূর হইয়াছে । এক্ষণে ইতিকর্তব্য বিবয়ে আজ্ঞা করিয়া কৃতার্থ করুন । মুরখ্য কার্য্যে আমার সম্পূর্ণ পারদর্শিতা আছে । যক্রূপ দারুণ বাসুদেবের ও মাতুলি দেবরাজের সারথ্য করিয়া থাকে, অদ্য মহাশয়ের সারথি হইয়া আমিও তদনুরূপ করিব । এবং এই যে মদীয় বাহনচতুষ্টয় দেখিতেছেন, ইহার অত্যন্ত উৎকৃষ্ট । যে ঘোটকটি দক্ষিণদূর বহন করিতেছে এ সর্বতোভাবে সুগ্রীবের সদৃশ । ইহার এমন বেগ যে ধাবমান হইলে পদ বিক্ষেপ চক্ষুতে লক্ষ্য করা যায় না । যে তুর্য্যকম্বর বামদূর বহন করিতেছে এ বেগে মেঘশুল্কের তুল্য । দক্ষিণ পার্শ্বদিক ঘোটকটি বলাহিক অপেক্ষাও বলবান । যে অশ্ববর বাম পার্শ্ব বহন করিতেছে ইহার বেগ সর্বতোভাবে ষষ্ঠদেবের তুল্য । এ রথও মহাশয়ের অযোগ্য নহে, অতএব ইহাতে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ যাত্রা করুন ।

তখন অর্জুন বাহুদয় হইতে বলয় বিমোচন করিয়া

ও বিচিত্র সৌবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া কৃষ্ণবর্ণ কেশপাশ শুভ্রবসনে আবদ্ধ করিলেন । অনন্তর প্রাজ্ঞা ও শুচি হইয়া প্রযত মানসে অস্ত্রের ধ্যান ধারণা করিলে, অস্ত্র সকল সমুপস্থিত হইয়া কৃতাজলিপূটে বলিল, পাণ্ডুনন্দন এই আপনকার কিঙ্করেরা উপস্থিত হইয়াছে । অর্জুন প্রগতিপূর্বক বলিলেন তোমরা আমার চিত্তকোশে সত্তত প্রকাশিত থাক । অর্জুন সহাস্যবদনে এই কথা বলিয়া, গাণ্ডীবে জ্যারোপণ করিয়া টঙ্কারধানি করিলেন, শৈলে শৈলপাত হইলে যদ্রূপ শব্দ হয় তাহার ন্যায় ভীষণ নির্ঘোষ সমুদ্রগত হইল, অত্যর্থ বায়ু বহিতে লাগিল, ব্রহ্ম উল্কাপাত ও দিক্ সকল আচ্ছন্ন হইল, মহাক্রম সকল কম্পিত হইয়া উঠিল । সেই শ্রবণভৈরব রবে কুরুদিগের শ্রবণকুহর বধিরপ্রায় হইল ।

অনন্তর বিরাটভনয় অসজ্জা কুরুসৈন্য দেখিয়া অর্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয় একাকী, কুরুসৈন্য অসজ্জা, তাহাতে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কৰ্ণ প্রভৃতি মহা-রথগণ সকলেই স্ব স্ব প্রধাম, এবং যুদ্ধবিদ্যাবিশয়ে সকলেরই সম্পূর্ণ পারদর্শিতা আছে, অতএব কিরূপে গোধান জয় করিবেন, সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে । ধনঞ্জয় হাস্য করিয়া কহিলেন তোমার কোন আশঙ্কা নাই, তুমি শুনিয়া থাকিবে যোয্যাত্রায় ও খাণ্ডবদাহে আমার এক জনও সহায় ছিল না, আমি একাকীই যাবতীয় দানব ও দেবতাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলাম । মহাবল পৌলোমগণের সহিত যুদ্ধেও একাকী ছিলাম এবং পাঞ্চালীর হরষদ্র-সময়ে অসজ্জা রাজপুরুষের সহিত যে যুদ্ধ হয় তাহাতেও আমার এক জনও সহায় ছিল না ।

অতএব তদ্বিষয়ে তোমার কোন চিন্তা নাই । আমি কেবল শিক্ষাগুরু জ্ঞেয়াচার্য্য কৃপা ইন্দ্র যম বরুণ কুবের পাবক কৃষ্ণ ও পিনাকপানির ধ্যানধারণা মাত্র করিয়া সমর বিজয়ী হইব । রথ চালনা কর, অদীয় মানসজ্বর ক্ষণমধ্যেই অপনীত হইবে ।

অর্জুন এই কথা বলিয়া শমীদ্রক্ষ প্রদক্ষিণ করিয়া আয়ুধসকল গ্রহণ করিলেন । অনন্তর রথ হইতে সিংহ-ধ্বজ অশনয়ন পূর্বক বিশ্বকর্মা-নির্মিত দৈবী মায়াধরুপ বানরধ্বজ যোজিত করিয়া মনে মনে পাবকের আরাধনা করিলেন । পাবক প্রসাদে ধ্বজোপরি ভূতগণ আবির্ভূত এবং মনোরথভূলা দিব্য রথ আসিয়া সমুপস্থিত হইল । অমনি অর্জুন উত্তর সমতিবাহারে দিব্য রথ প্রদক্ষিণ করিয়া তদুপরি আরোহণ করিলেন । একে চন্দ্র-ময় গোধা ও অমূলিঙ্গাণ আরদ্ধ করিয়া ও আয়ুধ সমস্ত গ্রহণ পূর্বক উত্তরগোহৃহাতিমুখে যাত্রা করিলেন ।

পার্থ যাইতে যাইতে সমরশঙ্খধ্বনি করিলে, শত্রুগণের হৃৎকম্প হইতে লাগিল । অজবী তুরগচতুষ্টয় অতি বেগে ধাবমান হইল । উত্তর সন্তুস্ত হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন । তখন অর্জুন রশ্মিসংযমহারা ঘোটক ধামাইয়া উত্তরকে আলিঙ্গন করিয়া আশ্বাস বাক্যে কহিলেন রাজপুত্র, তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া এত ভীত ও বিব্রত হইতেছ কেন । তুমি অসম্ভা শঙ্খশক ভেরীরব ও কুঞ্জরধ্বনি শ্রবণ করিয়াছ, ইহাতে তোমার জ্ঞানের বিষয় কি আছে । উত্তর কহিলেন আমি রণস্থলে কত শঙ্খশক কত কুঞ্জরধ্বনি ও কত ভেরীরব শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু ইদৃশ শঙ্খধ্বনি কখনই আমার প্রতিগোচর হয় নাই, এতাদৃশ

ধ্বজাও কখন দেখি নাই, মহাশয়ের ধ্বজার রূপে ও শঙ্খ কাম্বুকের শব্দে এবং আকির্ভূত ভূতগণের গর্জনে আমার অস্থঃকরণ বিযুক্ত হইয়াছে, হৃদয় ব্যাকুলিত হইতেছে, দিক্ সকল অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিতেছি, এবং কর্ণদ্বয় বধির প্রায় হইয়াছে । অর্জুন কহিলেন তুমি রশ্মিসংযত করিয়া দূতরূপে উপবেশন কর, আমি পুনর্বার শঙ্খধ্বনি করিতেছি । এই বলিয়া শঙ্খধ্বনি করিলে ঠেবিগণের দ্ব্যংখের সহিত বন্ধুজনের আনন্দচক্রে উদয় হইল, গিরিগুহা ও দিক্ সকল মুখরিত হইয়া উঠিল । উত্তর সন্তুষ্ট হইয়া রথোপরি সংলীন হইয়া বসিলেন । শঙ্খশব্দ রথেনৈমিশব্দ ও গাণ্ডীবনির্ঘোষে মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল । ধনঞ্জয় ভয়ভঞ্জনার্থ উত্তরকে বিবিধ আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন ।

এদিকে জ্যোতির্ষা যোদ্ধাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অহে ! মেঘনির্ঘোষতুলা রথশব্দে কণে কণে যে প্রকার ভূকম্প হইতেছে, নিশ্চয় বোধ হয়, এ ব্যক্তি পার্থ বাতীত আর কেহই নহে । ঐ দেখ আমাদের বাক্সিগণ স্নান, অস্ত্রসকল নিষ্প্রাণিত বোধ হইতেছে । অগ্নির আর তাদৃশ প্রভা নাই, যুগ সকল ঘোর রব করিতেছে, বায়সগণ ধ্বজার উপর মিলীন হইতেছে, শিবা সকল অশ্বির রব করিয়া সেনামধ্য দিয়া গমনাগমন করিতেছে, জ্যোতির্ষগণের লোমকূপ সকল প্রজ্বলি দৃষ্ট হইতেছে । অদ্য যুদ্ধে যে অসম্ভা ক্রিয়ের পতন হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই । দেখ, জ্যোতিঃপদার্থমাত্রেই অপ্রকাশিত ও যুগ পাক সকল নিদারুণ বোধ হইতেছে । এ যুদ্ধে যে আমাদের প্রায়ঃ নাই, তাহার

আরও বিশেষ চিহ্ন এই যে, প্রাদীপ্ত উল্কা টেননাগণের বাধাজননী হইতেছে, বাহক সকল উদ্বিগ্নমনে যেন রোদনই করিতেছে এবং যুধুসকল টেননাদলের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। বোধ হয়, অগ্নিদীয় বাহিনী পার্থবাণে এখনই প্রপীড়িত হইবে। এই দেখ আনাদিগের দল-বল পরাস্ত হইয়া লক্ষিত হইতেছে, কাহাকেও রণোৎসাহী দেখা যায় না, সকলেরই মুখ বিবর্ণ ও সকলেরই চিত্ত উদ্বিগ্ন বোধ হইতেছে। অতএব এক্ষণে গোপন মধ্যে রাখিয়া বাহ রচনা করিয়া সাবধানে অবস্থান ব্যতীত আর কিছুই উপায় নাই। দুর্যোধন আচার্য্যের এই প্রকার বাক্য শুনিয়া ভীষ্ম প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন আমি পূর্বেও কহিয়াছি এবং পুনর্বার বলিতেছি, ধর্ম্মরাজের সহিত যখন পাশক্রীড়া হয় তৎকালে এই পণ হইয়াছিল, পরাজিত হইলে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বান করিতে হইবে। এক্ষণে ত্রয়োদশ বর্ষ সম্পূর্ণ না হইতেই যদি অর্জুন আসিয়া থাকে, তাহা হইলে পাণ্ডবদিগকে পুনর্বার বন-গমন করিতে হইবে। অতএব পাণ্ডবেরা লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়াই আসিয়া থাকুক, অথবা আনাদিগেরই ভ্রম হউক, ভীষ্ম ইহার নিশ্চয় বলিতে পারেন। কোন বিষয়ে একবার দ্বৈধ উপস্থিত হইলে নিভাই সংশয় হইতে থাকে এবং কোন বিষয় একপ্রকারি চিন্তিত ও স্থিরীকৃত হইলে কখন কখন তাহার অন্যথাও ঘটয়া থাকে। ধার্ম্মিকেরাও কখন কখন লোভাদিপারভ্রম হইয়া বিবেচনাশূন্য হইয়া থাকেন।

দুর্যোধন পুনর্বার কহিলেন আমরা ত্রিগুর্ভদিগের

নিমিত্ত এস্থলে আগমন করিয়াছি। তাহারা মৎস্যপতি কর্তৃক হতমান হইয়া আত্মাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিতে, আমরা যেরূপে মৎস্যদেশ আক্রমণ করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহাই করিয়াছি। এই যে ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, ও অর্জুন না হইলেও হইতে পারে। ত্রিগর্তেরা বিজয়ী বা পরাজিত হইয়া আমাদিগের সহিত মিলিতে আসুক, অথবা আমরা আসিয়াছি শুনিয়া স্বয়ং নৃপারাজ ত্রিগর্তদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের সহিত যুদ্ধার্থ আগমন করিতেছে ইহাই হউক। যাহা হউক, যদি বিরাটরাজ অথবা অর্জুন আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া থাকে, আমরা অবশ্যই যুদ্ধ করিব। একগণে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হওয়া কোন মতেই বিধেয় নহে। যদি শূর্য্য দেবরাজ বা বনরাজ আসিয়াও গোপন আক্রমণ করেন, তথাপি যুদ্ধ না করিয়া হস্তিনায় ফিরিয়া যাইব না। আচার্য্যবচনে ভীত হইয়া সংগ্রামে বিমুখ হওয়া হইবে না। পাণ্ডবেরা ইহার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র, বিশেষতঃ পার্থের প্রতি আচার্য্যের সম্পূর্ণ পক্ষপাত আছে। অন্যথা অশ্বের হ্রেষিত শ্রবণমাত্র কে কোথায় যোদ্ধার প্রশংসা করিয়া থাকে। যাত্রা কালে ঘোটকেরা স্বভাবতই শঙ্ক করিয়া থাকে, সশীরণ সর্ষদাই বহে, দেবরাজও সময়ে সময়ে জলদান করেন, মেঘেও গর্জন করিয়া থাকে। ইহাতে অর্জুনের কি বীরত্ব প্রকাশ হইল। কি নিমিত্তই বা তাহার এত প্রশংসা করা হইতেছে। আচার্য্য আনাদিগের প্রতি স্নেহ বা দ্বেষবশতই এরূপ বলুন, এবিষয়ে তাঁহাকে কোন কণা জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যকতা নাই। আচা-

যোরা। অতি দয়ালু ও প্রাজ্ঞ এবং উপায়দর্শী বটেই, কিন্তু ভয় উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করা কোন মতেই কর্তব্য নহে। সভামধ্যে, যজ্ঞে, লোকচরিত্রজ্ঞানে, ঐবিরিবিরামুমন্ধানে, ইতিচর্যা রথচর্যা ও অশ্বচর্যা বিষয়ে, দুর্গদ্বারবিনোচনে এবং এইরূপ আর আর বিষয়ে বিজ্ঞবর্ণের পরামর্শ গ্রহণ করা কর্তব্য। কিন্তু এহলে শত্রুগুণাবাদী বিজ্ঞদিগকে পশ্চাৎ রাখিয়া, যাহাতে শত্রু পরাজয় করিতে পারা যায় এমন নীতি প্রয়োগ করাই আবশ্যিক। অতএব এক্ষণে মধ্যে গোদন রাখিয়া ব্যূহরচনা কর, তাহা হইলে উপস্থিত শত্রুসহ সমরে অবশ্যই বিজয় লাভ হইতে পারিবে।

কর্ণ কহিলেন অদ্য যাবতীয় যোদ্ধাকেই ভীত ও নিরুৎসাহপ্রায় দেখিতেছি, কি আশ্চর্য্য। এ ব্যক্তি বিরাটরাজ অথবা অর্জুনই হউক, তাহাতে ভয়ের বিষয় কি আছে। যদ্রূপ সমুদ্র অগাধজলশালী হইয়াও বেলা অতিক্রম করিতে পারেন না, তদ্রূপ যিনি যত যোদ্ধা হউন আমাকে পরাভূত করা কাহারও সাধ্য নহে। শলভসমূহাঙ্ক্ষয় পাদপের ন্যায় মদীয় চাপবিমুক্ত শরসমূহে পার্শ্বশরীর এখনই আচ্ছাদিত হইবে। পার্শ্ব বিখ্যাত যোদ্ধা, আমিও উহা হইতে কোন অংশে লুপ্ত নহি। অর্জুন মদীয় শরভার ধারণের যথার্থ উপযুক্ত পাত্র। মৎকার্য্যক বিমুক্ত বাণসমূহে এখনই গগনভঙ্গ আচ্ছন্ন হইবে। যদ্রূপ উল্কাপাতে কুঞ্জর বিনষ্ট হয়, তাহার ন্যায় অদ্য আমার নিশিতশরনিপাতে অর্জুন বিনিপাতিত হইবে। যেমন গরুড় পক্ষগরুড় আক্রমণ করে, তাহার ন্যায় আমি এই দণ্ডেই বীতভয়কে আক্রমণ

করিব। অদ্য শত্রুবনদহনক্ষম পাণ্ডবাগ্নি মদীয় শরধারা
বর্ষণে প্রশান্ত ও নির্দগ্ধপ্রাপ্ত হইবে। পন্নগগণ ঘেমন
বল্মীকবিলম্বোধে বিলীন হয় তাহার ন্যায় মদীয় সায়ক
সকল পার্থদেহে প্রবিষ্ট হইবে। অদ্য পার্থশরীর সৌ-
বর্ণ বাণসমূহে বিদ্ধ হইয়া কর্ণিকারপরীত গিরিবরের রূপ
ধারণ করিবে। ধ্বজাশ্রবতী বানর মদীয় ভীমে নিহত
হইয়া ভয়ঙ্কর আর্তরব করিবে। ধ্বজবাণী বিপন্ন ভূত-
গণের ভীষণ বিরাবে দিক সকল পরিপূর্ণ হইবে। অদ্য
আমি পার্থকে বিরথ করিয়া দুর্যোধনের হৃদয়শলোর
উদ্ধারবিধান করিব। অদ্য যাবতীয় কৌরবগণ বীভৎ-
সুকে অবশ্যই হতাস্ত্র ও বিরথ দেখিতে পাইবেন।
তাহারা গোধন লইয়া হস্তিনা গমন করুন, অথবা
নিজ নিজ রথে নিশ্চিন্ত থাকিয়া মদীয় অন্তুত রণ-
পাণ্ডিত্য নিরীক্ষণ করুন, আমি কাহারও সাহায্য
প্রার্থনা করি না। আমি জামদগ্ন্যের প্রসাদস্বরূপ যে
অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছি তদ্বারা ইতরনিরপেক্ষ হইয়া
ত্রিলোকবিজয়ী হইতে পারি।

কর্ণবাক্যে কৃপাচার্য্য কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া
সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন অহে কর্ণ, তুমি পদার্থের প্র-
কৃতি ও তাহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে একান্ত অন-
ভিজ্ঞ। পুরাবিদ পণ্ডিতেরা আদৃশ ব্যক্তির যুদ্ধকে পাপ-
যুদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যে সমস্ত নীতি দেশ
কালবলে অশেষ শুভ ফল-প্রসবিনী হয় তাহাই অযো-
গ্য দেশে ও অকালে প্রযুক্ত হইলে নিষ্ফল বা বিপরীত
ফল-দায়িনীই হয়। যে বিক্রম উপযুক্ত দেশে ও যথা-
কালে প্রযুক্ত হইয়া পরম কল্যাণকর হয়, সেই বিক্রম দেশ

কাল ভেদে কখন কখন সর্ষনাশেরও নিদান হয় । যাহা হউক, পার্থ সদৃশ যোদ্ধা আমাদের মধ্যে এক জনও নাই । সে একাকী কতবার অসম্ভা কৌরব বিরুদ্ধে আত্ম-রক্ষা করিয়াছে । একাকী অগ্নিতর্পণ ও পঞ্চবর্ষ ব্রহ্মচর্য্য-ত্রত পালন করিয়াছে । একাকী চক্রপাণি-রক্ষিত দুর্জয় যদুকুলের পরাজয় করিয়া সুতদ্রাকে হস্তগত করিয়াছে, এবং একাকীই কিরাতবেশধারী রুদ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে । আর তোমার ইহাও কি মনে নাই ? আমা-দিগের রাজা অনায়াস করিয়া বলপূর্ব্বক বাজসেনীকে হরণ করিলে, অর্জুন একাকী এই কুরুবল মধ্য হইতে তাহাকে উদ্ধার করে, তখন ত তাহার একজনও সহায় ছিল না ।

অর্জুনের অস্ত্রবিদ্যা ও বীরত্বের বিষয় আর কি কহিব, সে ইন্দ্রের নিকট পাঁচ বৎসর নিরন্তর অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছে, এবং কুরুদিগের পরম শত্রু চিত্রসেন নামক গন্ধর্ব্বরাজ ও দেবগণের প্রবল ঠেবরী দুর্দান্ত দানবদিগকে একাকী পরাজিত করিয়াছে তাহাতে কি তাহার সাধা-রণ বীরত্ব ও সাধারণ কীর্ত্তি প্রকাশ হইয়াছে । ভাল, কর্ণ, বল দেখি, তুমি একাকী কবে কি করিয়াছ ?

দিগ্বিজয়কালে অর্জুনের যে প্রকার পরাক্রম প্রকাশ হইয়াছিল তাহাতে বোধ হয় অরুণ দেবরাজও পার্থসহ যুদ্ধে বিজয়ী হইতে পারেন না । অতএব তুমি কি ক্রুদ্ধ বিষময়ের দশে অঙ্গুলি প্রদান ও নিরক্ষণ মন্ত্রমাতকের উপর আরোহণ করিতে ইচ্ছা কর । তুমি কি স্বভাক্ত চীরবাসী হইয়া প্রদীপ্ত অনলের মধ্য দিয়া যাইতে চাও । বল দেখি আর কোন ব্যক্তি তোমার ন্যায় কণ্ঠে শিলা বদ্ধ করিয়া বাহ্যমাত্র সহায়ে সমুদ্র পার হইতে

অভিনাযী হয়। অভিনাযী হইলেও পরিশেষে তাহার সে পৌরুষই বা কোথায় থাকে। অতএব যে অকৃতান্ত ব্যক্তি তাহা সননবিম্বারদ পার্থের প্রতিযোগী হইতে অভিনাযী হয় সে অতি নিকোষ।

আনাদিগের রাজা ছিলে ও বিবিধ কৌশলে উহাকে এতকাল পণপাশে বদ্ধ রাখিয়াছিলেন। এখন সময় পাইয়া কি সে তাহার প্রতিহিংসা করিবে না। ফলতঃ এখানে অর্জুন অবস্থিতি করিতেছে জানিতে পারিলে আমরা কদাপি এ কর্ণে প্রবৃত্ত হইতাম না। এখানে গোধন হরণ করিতে আসিয়া আনাদিগকে বারিভ্রমে বল্লিকূপে পতিত হইতে হইল। অদ্য অর্জুন হস্তে কোন-মতেই নিস্তার নাই। যাহাউক দ্রোণ দুর্যোধন দ্রোণি প্রভৃতি আমরা সকলেই সমস্ত ও সাবধান হইয়া থাকি, সকলকেই পার্থের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, একাকী যুদ্ধ করিব এমন রুথা সাহসের প্রয়োজন নাই, একগণে এস আমরা ছয় রথী একত্র মিলিত হই। সৈন্যসকল বাহ রচনা করিয়া এবং প্রধান প্রধান দ্বিগণ সাবধান হইয়া থাকুক। বাসবসহ দানবদিগের যুদ্ধের ন্যায় অদ্য আমরা সকলেই অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব।

অনন্তর ভাষ্যামা কর্ণকে সহোদর করিয়া ভর্ষনা পূর্বক কহিলেন অহে কর্ণ এখন ও গোধন জিত হয় নাই এবং হস্তিনা নগরেও মীত হয় নাই, গোসকল অপরাধ নিজ সীমাতেই রহিয়াছে, তবে তুমি কেন রুথা আক্রমণ করিতেছ। স্বার্থ পরাক্রান্ত ব্যক্তিসকল পুনঃপুনঃ বিজয়ী হইয়াও কখনই স্বকীয় পৌরুষ ব্যাখ্যা করেন না, তদ্বিমুখে তাহার সর্বদা শূন্যবৎ ব্যবহার করিয়া

থাকেন। দেখি, অনুল যে নিরন্তর বস্ত্র দাহ করিতেছেন, প্রত্যেক যে প্রথর কিরণ দ্বারা জগতীতল বিদ্যোভিত্ত করিতেছেন এবং বসুমভী যে অতিভার বহন করিতেছেন, তদ্বিবয়ে তাঁহারা কখন কোন কথাই কহেন না। বিধাতা চতুর্ধণের যে যে কার্য্য নিৰ্দ্ধারিত করিয়াছেন, (অর্থাৎ ত্র্যাক্ষণের বেদাধ্যয়ন যজ্ঞ ও যাজন, ক্ষত্রিয়ের ধনুর্দ্ধারণ ও যজ্ঞ, বৈশ্যের বাণিজ্য কার্য্য ও ব্রহ্মকর্ম্ম সম্পাদন, এবং শূদ্রের বর্ণত্রয় শুশ্রূষণ) লোক তদনুসারে অসীম ধন উপার্জন করিলেও লোকসমাজে দৃশ্যীয় হয় না। আর মাধু লোকেরা পৃথিবীর একাধিপতি হইলেও কদাপি গুরুনিন্দা করেন না, বরং যথাযোগ্য মৎকারই করিয়া থাকেন। তোমরা ত আচার্য্যের প্রতিই দোষারোপ করিতেছ। কিন্তু বল দেখি, দুর্ঘোষনের ন্যায় কোন্ নিঘূর্ণ ও নৃশংস পুরুষ দ্ব্যুতে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হয় এবং কোন্ ব্যক্তিই বা তদ্রূপে ঐশ্বর্য্য লব্ধ হইয়া আত্মপ্রাণা করিয়া থাকে। অতি নীচ শঠেরাই এরূপ প্রবঞ্চনা করে।

তোমাদিগের আত্মপ্রাণা করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র বল দেখি, তোমরা কোন্ যুদ্ধে মহাবীর ধনঞ্জয়কে পরাজিত করিয়াছ, কোন্ যুদ্ধে নকুল ও সহদেবের পরাভব করিয়াছ, কোন্ যুদ্ধেই বা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ভীমবল ভীমসেনাকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগের অসীম ধন হরণ করিয়াছ এবং কবেই বা সময়বিজয়ী হইয়া বিজয়লাভের স্বরূপ উদ্ভ্রম হস্তগত করিয়াছ। করিবার মধ্যে একদা সভামধ্যে অসহায়িনী অবলা পাঞ্চালীর বস্ত্র হরণ করিয়াছ। এই দুষ্কর্ম্মের মূল কেবল তোমাদি-

গের দুর্কর্ম ও কুমন্ত্রণা ব্যতীত আর কিছুই প্রতীয়মান হয় না। সুবিজ্ঞ বিদ্বর ভোমাদিগকে এই সকল দুর্কর্ম করিতে বিস্তর সারণ করিয়াছিলেন, ভোমরা তাঁহার কথায় দুর্কপাতিও কর নাই।

এক্ষণে সেই সকল অপমান, বিশেষতঃ দ্রোপদীর তথাবিধ পরিক্লেশ, পাণ্ডবদিগের কখনই ক্ষমায়োগ্য হইতে পারে না। ভোমরা নিশ্চয় জানিবে অজ্ঞান ধাত্ত-রাষ্ট্রদিগের ক্ষয়ের নিমিত্তই প্রাহুভূত হইয়াছে। অহ-কারতরে যাহা বল, অদ্য ধনঞ্জয় আনাদিগের পক্ষে অন্তকস্বরূপ হইয়া আসিয়াছে। যাহার সহিত যুদ্ধ করিবে, গরুড়তরে বনস্পতির ন্যায় তাহাকেই পতিত ও মিহত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই।

উপযুক্ত শিষ্যের প্রতি আচার্য্যের পুত্রসাদারণী প্রীতি ক্রিয়া থাকে। তন্নিমিত্ত তিনি অপক্ষপাতী হইয়া অজ্ঞানের তাদৃশী প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি দোষারোপ করা ভোমাদিগের অত্যন্ত অন্যায়। আচার্য্যবচন যে ভোমাদিগের মনোনীত হয় না তাঁহার আরও কারণ এই যে, তিনি স্বয়ং কখনই অধর্ম্মপথে পদার্পণ করেন না, এবং করিতে পরামর্শও দেন না। কিন্তু ভোমরাও ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে পার না। ভোমরা যেরূপে পাশক্রীড়া করিয়াছে, যে প্রকারে ইন্দ্রপ্রস্থ হরণ করিয়াছে, এবং যেরূপে কৃষ্ণকে সভামধ্যে আনিয়ন করিয়া তাঁহার অপমান করিয়াছে, অদ্যও সেই প্রকার যুদ্ধ করিবে। আর ভোমাদিগের গুণাকর শকুনি মাতুল ক্ষাত্র-ধর্ম্মে অতিশয় পণ্ডিত, ভোমরা তাঁহারই গুণে এতকাল বিজয়ী হইয়া আসিতেছে। অদ্য তিনিই অগ্রসর হইবেন।

কিছু তিনি যেন এমন মনে করেন না যে, পাণ্ডীর অক্ষবিক্ষেপ করিবে। ইহাতে প্রদ্বলিত ভীক্ষুবাণ সকল নিষ্কিণ্ণ হইয়া থাকে। অগ্নি বায়ু বড়বায়ুখ অস্ত্রক ও মৃত্যুর নিকটেও বরং রক্ষা আছে, কিন্তু পার্থ ক্রুদ্ধ হইলে কিছুতেই নিস্তার নাই। পূর্বে যেমন মাতুলের সহিত মিলিত হইয়া পাশকীড়া করিয়াছিলে, অন্যও তদ্রূপ, সৌবলসুরক্ষিত হইয়া যুদ্ধ কর। কিন্তু আমি এখানে পার্থসহ যুদ্ধ করিতে আসি নাই, করিতে ইচ্ছাও নাই। যদি মৎসারাজ রণস্থলে আগমন করে, তবে তাহারই সহিত যুদ্ধ করিব।

অনন্তর ভীষ্ম কহিলেন দ্রোণি ও কৃপ উভয়েই যুক্তি-যুক্ত কথা কহিয়াছেন। কর্ণ কাত্রধর্ম অনুসারে যুদ্ধেরই অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনই গুরুনিন্দা করেন না। এবিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে তোমরা দেশ কাল বিবেচনা করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। প্রতাপনিধিভূলা প্রতাপশালী শত্রুর অভ্যুদয়ে কোন্ ব্যক্তি বিমুক্ত না হইয়া থাকেন। অতিধীর ধার্মিক ব্যক্তিরূপে কখনই স্বার্থবিষয়ে বিবেচনা শূন্য হইয়া থাকেন। এবিষয়ে কিঞ্চিৎ বলি প্রবণ কর। কর্ণ ঘোড়াদিগকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত যাহা করিয়াছেন তাহা সময়োচিতই হইয়াছে। অতএব এ বিষয়ে আচার্য্যপুত্রের ক্ষমা করাই কর্তব্য। ইচ্ছা সময়ে স্বজন-বিচ্ছেদ নিত্যন্ত অমঙ্গলের নিদান। অতএব এ বিরোধের সময় নহে। মহাবল ধনঞ্জয় আগতপ্রায়, এ সময় আপনারা সকলে একবাক্য হইয়া নিজ নিজ পৌরুষ প্রকাশে যত্ববান হউক। মহাশয়দিগের অজ্ঞবিদ্যার প্রতাব

সামান্য নহে, বিশেষতঃ অনন্যসাধারণ ব্রাহ্মণ্যরূপ অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্রও আছে। বেদ বেদান্ত পুরাণাদি বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞানদগ্ধ্য ব্যতিরেকে আপনাদিগের অপেক্ষা আর কে প্রধান হইতে পারিবে। এক্ষণে আচার্য্যপুত্র ক্ষমা করুন, এ গৃহভেদনের সময় নহে। বলের যতগুলি বাসন আছে, তন্মধ্যে গৃহভেদনকেই পণ্ডিতেরা প্রধান বলিয়া গণনীয় করিয়াছেন।

অনন্তর অস্থখামা ভীষ্মবচন অনুমোদিত করিয়া কহিলেন এ সময় আপনাদিগের একরূপ করা উচিত হয় না বটে, কিন্তু গুরু যে কথা কহিয়াছেন তাহার কারণ এই, কোন বিষয়ে কোন কথা উপস্থিত হইলে পণ্ডিতেরা যথার্থই বলিয়া থাকেন। অপক্ষপাতী ব্যক্তি গুণবান শত্রুরও গুণ বর্ণন এবং দোষাশ্রিত গুরুরও দোষ প্রদর্শনে কান্ত হইতে পারেন না। বিশেষতঃ গুরুগণ সর্বদা পুত্রনির্কীর্ষণে শিষ্যের প্রশংসা করিয়া থাকেন।

অনন্তর তুর্যোধন আচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয় ক্ষমা করুন, আপনি সন্তুষ্ট থাকিলে আপনাদিগের সর্বত্র মঙ্গল হইতে পারিবে, এই কথা বলিয়া, ভীষ্ম কর্ণ ও কৃপাচার্য্য সমভিব্যাহারে আচার্য্যের রোষ পরিহার করিলেন। তখন আচার্য্য কহিলেন, আমি ভীষ্মের বাক্যেই প্রসন্ন হইয়াছি তন্নিমিত্ত চিন্তা নাই। পরে ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, এক্ষণে সময়োচিত কার্য্য করাই প্রেরণঃ। যাহাতে পার্থ রাজার প্রতি আক্রমণ করিতে না পারে, এবং রাজা কোন মতেই তাহার হস্তে পতিত না হন, এমন সুনীতি বিধান কর। ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত না হইলে পার্থ কখনই আত্মপ্রকাশ করিত না।

পরে রাজার আদেশে ভীষ্ম গণনা করিয়া কহিলেন উহাদিগের ত্রয়োদশ বর্ষ সম্পূর্ণ হইয়া অদ্য পাঁচ দ্বাদশ বার দিন অতিরিক্ত হইয়াছে । পাণ্ডবেরা সকলেই পরম ধার্মিক, মহাত্মা ও সুপণ্ডিত । বিশেষতঃ ইহারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্মরাজের অত্যন্ত অনুরক্ত । সুতরাং ইহাদিগের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই । পাণ্ডবেরা সকলেই অলুপ্ত ও অত্যন্ত কৃতী । তাহারা অমঙ্গুপায়-দ্বারা রাজ্যনাভের অভিলাষ করে না । ধর্মপাশে নিবদ্ধ না হইলে অনিত্য বল বীর্য্য প্রভাবে এত কাল সকল সমীহিতই সিদ্ধ করিতে পারিত । তাহারা বরং মৃত্যুমুখে গমন করিতে পারে, তথাপি অনৃত-পথে পদার্পণ করে না । এবং প্রাপ্তকালে বজ্রপানিকেও তৃণজ্ঞান করে । অভাব পাথের সহিত অতি সাবধানে রণে প্রবৃত্ত হইতে হইবে । অতঃপর এক পক্ষের জয় ও ইতরের পরাজয় অবশ্যই হইয়া থাকে, তিনিই জানিত । ভীষ্ম হইবার প্রয়োজন নাই । এক্ষণে যুদ্ধোচিত ধর্ম-সম্মত যাদুশ কুর্ভবা হয় কর । ধনঞ্জয় আগত প্রায় ।

দুর্যোধন কহিলেন আমি পাণ্ডবদিগকে সহজে রাজ্যপ্রদান করিব না, সকলকেই প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে হইবে । এ কথায় ভীষ্ম দুর্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমি সর্ব্বথা ভোমাদিগের হিত চিন্তা করি শুদ্ধি কথ্য কহিয়া থাকি, এ বিষয়ে আমার বুদ্ধিতে যে প্রকার উদয় হইতেছে তাহা অবগণ কর । তুমি সৈন্যের চতুর্থাংশ গ্রহণ করিয়া নগরে প্রস্থান কর, একাংশ গোপন লইয়া গমন করুক, আমরা অংশদ্বয় লইয়া, ধনঞ্জয় বা যে কেহ আসিবে তাহার সহিত যুদ্ধ

করি। এ কথায় সকলেই সন্মত হইল, রাজাও তদনুরূপ কার্য্য করিলেন। অনন্তর ভীষ্ম, দুর্যোধন ও গোদন বিদায় করিয়া, টেননা লইয়া বাহরচনা পূর্ব্বক কহিলেন আচার্য্য! আপনি মধ্য থাকুন। অশ্বখামা সবাদিক্ ও কুপাচার্য্য দক্ষিণদিক্ রক্ষা করুন। কর্ণ ভাবতের অগ্রে অবস্থান করুন। আমি সর্ব্বপশ্চাৎ থাকিব।

এইরূপে সকলেই স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত হইলে, অর্জুন রথচোবে দিগ্ভ্রুণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া আসিতে লাগিলেন। আচার্য্য যোদ্ধাগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন এই দেখ, পার্থের রথের ধ্বজা দৃষ্টিগোচর হইতেছে। রথনেমিশঙ্ক ধ্বজস্থ কপিবরের হস্তারে দ্বিগুণিত হইয়া শ্রবণকুহর বধির করিতেছে। এই দেখ আমার পাদমূলে দুইটী বাণ আসিয়া পড়িয়াছে, আর দুইটী শ্রুতিমূল স্পর্শ করিয়া গিয়াছে। মোক্ষ বন অর্জুন বনবাস হইতে আকান্নহত হইয়া ঘূর হইতে আমাকে অভিবাদন পূর্ব্বক মঙ্গল প্রার্থ্য করিতেছে। বহুকাল পরে অদ্য নয়নানন্দকর বাক্যবিশ্রয় শ্রীমান পাণ্ডুনন্দন নেত্রপথের অতিথি হইল।

অনন্তর অর্জুন কোরবদিগকে বাহরচনা পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে দেখিয়া উত্তরকে সম্বোধন করিয়া তৎকালোচিত বাক্য কহিতে লাগিলেন, সারথ্যে! আমি যখন শক্রটেন্যোপরি শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিব তখন তুমি রথরশ্মি সংযত করিয়া অতি সাবধানে থাকিবে। এক্ষণে কুরুকুলাধম কোন্ স্থানে আছে নিরীক্ষণ কর, ইতর যোদ্ধাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। সেই নরোধনকে পরাজিত করিলে ইহারা সূতরাং পরা-

জিত হইবে । এ স্থানে ভীষ্ম দ্রোণাদি আর আর ভাবত-
কেই দেখিতেছি, সে নরাধন কোথায় গেল, বোধ হয়,
সে জীবনভয়ে গোধন লইয়া দক্ষিণপথে পলায়ন করি-
য়া থাকিবে । অতএব এই সমস্ত টেনা সামন্ত পরিভাগ
করিয়া যে স্থানে দুর্ব্যোধন আছে তথায় রথ লইয়া
চল । নিরাশ্রয় যুদ্ধ করা হইবে না, এখনই সেই
পাপাত্মাকে পরাভূত করিয়া গোধন আনয়ন করিব ।

উত্তর রথরশ্মি সংঘত করিয়া দুর্ব্যোধনাত্মিত্বকে গম-
নোদ্যত হইলে, কৃপাচার্য্য পার্থের অভিসন্ধি বুঝিতে
পারিয়া ভীষ্মকে সযোধন করিয়া কহিলেন ঐ দেখ
অর্জুন রাজাকেই লক্ষ্য করিয়া গমন করিতেছে, চল
আগরা অতি শীঘ্র গিয়া রাজার পার্শ্ব গ্রহণ করি । ধন-
ঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইলে তাহার সহিত একাকী যুদ্ধ করা বাসু-
দেব, দেবরাজ, সপুত্র দ্রোণাচার্য্য, অথবা ভারদ্বাজ
ব্যতীত আর কাহারও সাধ্য নহে । আশাদিগের গবীতে
ও বিপুল ধনেতেই বা কি প্রয়োজন, ঐ দেখ দুর্ব্যো-
ধন-ভরণী পার্শ্বজলে নিমগ্ন প্রায় হইল ।

এই কথা শুনিয়া সকলে দুর্ব্যোধনের সহিত মিলিত
হইলে, অর্জুন আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া কোরবসেনার
উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন । কণমধ্যে
শরজালে ভূতল ও নভোমণ্ডল এমনত আচ্ছন্ন হইল যে
চাষাঘণ আর কিছুই দেখিতে পায় না । যুদ্ধে প্রবৃত্ত
হইবে, কি পলায়ন করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল
না । কিন্তু সকলকেই মনে মনে অর্জুনের লঘুহস্ততার
ভয়সী প্রাশংসা করিতে হইল । শঙ্খশব্দে, রথনেমি-
শব্দে, গাণ্ডীব-নির্ঘোষে, এবং ধ্বজাবিভূত ভূতগণের

অমানুষ শব্দে, যশস্বতী কল্পিত হইতে লাগিল। গরী সকল উর্দ্ধপক্ষে নগরান্তিমুখে ধাবমান হইল। অনন্তর কোত্তরগণ, গরী সকল পলায়ন করিতেছে এবং ধনসম্পন্ন চর্যোথনাভিমুখে আগমন করিতেছেন দেখিয়া তাহার সম্মুখীন হইল। তখন অর্জুন উত্তরকে সরোধন করিয়া কহিলেন এই দিক দিয়া রথ চালিত করিলে কুরুবন্দ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে; এই দেখ, সূতপুত্র চর্যো-থনের প্রায়ে দর্শিত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধাভি-লাষী হইয়াছে, শীঘ্র রথ চালনা কর। উত্তর সুবর্ণকক্ষ-শ্বেতবর্ণ বাহন প্রণোদিত করিয়া কক্ষমধ্যে রথক্ষেত্রের অভ্যন্তরে উপনীত হইলেন।

অর্জুন সমরাজ্যে অবতীর্ণ হইলে কর্ণের পার্শ্বরক্ষক চিত্রসেন প্রভৃতি রথীশকল পার্শ্বের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। পার্শ্বও রৌবরশে শরাসন-ক্ষিপ্ত শরানলে টেরিকন দক্ষ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিকর্ণ পার্শ্বের প্রতি বিপাঠরষ্টি করিতে আরম্ভ করিলে, বীতশ্রু তাহার কার্যকর আকর্ষণ করিয়া তাহাকে লুপ্ত-ভূমি নিপাতিত ও তাহার ক্ষয়ক্ষেদন করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল। পরে শত্রুসমূহ পার্শ্বকে লক্ষ্য করিয়া শরসজ্জান করিলে, অর্জুন প্রথম-তঃ তদীয় সারথিকে নিহত করিয়া তাহার প্রতি সূতীক সায়ক নিক্ষেপ করিলেন। শরচয় তদীয় বর্ম ভেদ করিয়া শরীরে প্রবিষ্টমাত্র, বক্রপ বাতরুণ ওরবর নগাগ্র হইতে পতিত হয় তাহার ন্যায়, রথ হইতে ভূতলে পতিত ও পঞ্চদ প্রাপ্ত হইল। এইরূপে শত শত বীর-পুরুষ পার্শ্ববাণে নিহত হইলে, মহারথগণ রণে ভল দিয়া

পলায়ন করিতে লাগিল । যক্রণ বসন্তসময়ে পাদপ-
গণের শুকপর্ণচয় বিগলিত ও বিপ্রকীর্ণ হইয়া পড়ে এবং
যক্রণ প্রবল পবনবেগে জলদারলী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া
যায়, তাহার ন্যায় অর্জুনের বাণবিসর্জনে বৈরিবল
ভুংকল হইয়া পড়িতে ও বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল ।

অনন্তর অর্জুন কর্ণের ভ্রাতাকে হতবাহন ও বিরথ
কবিত্তা, এক বাণেই তদীয় মস্তকচ্ছেদন করিলেন । কর্ণ
পার্থহস্তে ভ্রাতাকে নিহত হইতে দেখিয়া, ব্যাত্র যেমন
ব্রষভের প্রতি ধাবমান হয় তাহার ন্যায় ক্রোধভরে
অর্জুনের সম্মুখীন হইয়া বাণবৃষ্টি করিতে লাগিল ।
কর্ণবাণে পার্থের সারথি ও বাহনগণ আহত ও ক্লীবল
হইয়া পড়িল । তদর্শনে ধনঞ্জয় ক্রোধে অধীর হইয়া
কর্ণের প্রতি এমত শরবর্ষণ করিলেন যে তদীয় রথ,
সারথি ও বাহনসমুদায় একবারে তিরোহিত হইয়া গেল
এবং ইতর যোদ্ধাদিগকেও অন্তর্হিতপ্রায় বোধ হইতে
লাগিল । অনন্তর কর্ণবাণে কিরীটি-কাম্বুক-নির্ম্মুক্ত শর-
সকল ক্ষণমধ্যে প্রতিহত হইলে, ভীষ্মাদি কুরুপ্রবীরগণ
কর্ণের সমর পারদর্শিতার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগি-
লেন । কর্ণ দ্বিগুণ উৎসাহ সহকারে সিংহনাদ করিয়া
অর্জুনের প্রতি অজস্র শায়ক নিক্ষেপ করিতে লাগিল ।
অনন্তর ধনঞ্জয় ভীষ্ম জোণাদির প্রতি হৃষ্টিপাত করিয়া
সুভীক্স বাণ দ্বারা সমুত্ত সর্ববাহন কর্ণকে অর্জরীভূত করি-
লেন । কর্ণও আকর্ণপূর্ণ সজ্জানে পার্থের প্রতি বাণবৃষ্টি
করিতে লাগিল ।

এইরূপে উভয়ের তুমুল সংগ্রাম দেখিয়া ইতর
যোদ্ধারা বিস্ময়েৎকুল চিত্তে উভয়ের সাধুবাদ করিতে

লাগিল এবং সকলের এমন বোধ হইল যে এক রথে চতু ও অপর রথে সূর্য্যের উদয় হইয়াছে । অনন্তর সূচকুর কর্ণ পার্থের তুরগচতুষ্টয় আহত করিয়া তিন বাণে কেতু ও অপর শরজন্মে সারথিকে বিদ্ধ করিলে, প্রসুপ্ত কেশরী প্রবোধিত হইলে যে প্রকার হয় তাহার ন্যায়, সমরবিজয়ী ধনঞ্জয় ক্রোধে অধীর হইয়া অমানুষ কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন । যজ্ঞপাদিবাকর-কিরণজালে ধরাতল বাণ্ড হয় তাহার ন্যায় পার্থবিমুক্ত শরসমূহে কর্ণের রথ অধ্বজ হইয়া পড়িল । অর্জুন নিষঙ্গ হইতে নিশিত ভল্লসকল গ্রহণ পূর্ব্বক আকর্ণ-সজ্জানে কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । পরিশেষে অসম্ভা বাণ দ্বারা ভদ্রীয় বাহু উরু শিরঃ ললাট গ্রীবা ও অন্যান্য অঙ্গ কত বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন । কর্ণ পার্থবাণে আহত জর্জরিত ও পরাজিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়নের উপক্রম করিল ।

অনন্তর সূর্য্যোদয় তীক্ষ্ণ প্রভৃতি মহারথ সকল কর্ণের সাহায্যার্থে একত্র হইয়া পার্থকে লক্ষ্য করিয়া জলদ-কালীন জলধরের ন্যায় অবিরত শরবারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন । অস্থিতীয় বীর পার্থ একাকীই বেলায় ন্যায় কুরুসৈন্যসাগরের বেগ ধারণ করিয়া হৃদয়পূর্ব্বক গাণ্ডী-বেদিব্যাজ সমস্ত যোজনা করিতে লাগিলেন । যজ্ঞপাদমুখমালীর করনিকরে জগতীতল অধ্বজ হয় তাহার ন্যায় গাণ্ডীক-বিনিক্ষিপ্ত শরসমূহে দশ দিক্ অধ্বজ হইতে লাগিল । কোরবগণ, দেবদত্ত অশ্বের অলৌকিক বেগ, সারথির শিকানৈপুণ্য এবং অস্ত্রের লোকাভিগম্য শক্তি সন্দর্শন করিয়া পাণ্ডবের প্রভাবের ভূয়সী প্রশংসা

করিতে লাগিল । তাহাদিগের বোধ হইল যেন কংপা-
স্থকালীন কালাগ্নি প্রজাকুল দক্ষ করিতে অবতীর্ণ হইয়া-
ছেন । পার্থ এমত ভয়ঙ্কর রূপে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন
যে তৎকালে তাঁহার প্রতি কেহ দৃষ্টিপাত করিতেও
সমর্থ হইল না । অর্জুন-বাণে একবারে বাবতীয় কুরু-
সৈন্য আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল । ছিন্নযুগ যুগাসকল
কোলাহল শ্রবণে ভীত হইয়া চতুর্দিকে ধাবমান হইল ।
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হস্তী সকল বিলীনশুণ্ড ছিন্নকর্ণ ও চৈত-
ন্যশূন্য হইয়া ভূতলশায়ী হইল, নভস্তল জলদরাজি-
পরীত হইলে যেরূপ হয়, রণস্থল তদনুরূপ বোধ হইতে
লাগিল ।

কৌরবগণ পাণ্ডবাজ্ঞের অপরিমিত ভেজ দেখিয়া এবৎ
গাণ্ডীব ও ধ্বজস্থিত ভুতগণের অমানুষ শব্দ ও কপি-
বরের শ্রবণভৈরব রব শ্রবণ করিয়া ভ্রান্তব্যস্ত হইল, যে
দিকে দৃষ্টিপাত করে সায়ক ব্যতীত আর কিছুই নয়ন-
গোচর হয় না । পার্থ এত যে বাণ বর্ষণ করিতে লাগি-
লেন একটি মাত্রও আলক্ষ্যে পতিত হয় নাই । অর্জুনের
অসম্ভব সমর-পারদর্শিতা-বিলোকনে অনেকেই এমত
বোধ করিল বুঝি দেবরাজ ধনঞ্জয়কে বিজয়ী করিবার
নিমিত্ত বাবতীয় ত্রিদশ সমভিব্যাহারে সমরে অবতীর্ণ
হইয়া শর বৃষ্টি করিতেছেন । কত কত ব্যক্তি এমত মনে
করিতে লাগিল, বুঝি যমরাজ প্রজা সংহার করিবার
নিমিত্ত অর্জুনরূপ ধারণ করিয়া সমরভূমিতে অবতীর্ণ হই-
য়াছেন । অন্যথা একাকী পার্থ হইতে এমত যুদ্ধ ও ক্ষণ-
মধ্যে এত প্রাণি বিনাশ কখনই সম্ভব হইতে পারে না ।
এইরূপে কুরুসৈন্যগণ হতাহত হইয়া ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায়

ভূমিশাযায় শয়ন করিতে লাগিল । কুরুবল দুর্ব্বল হইয়া পড়িল । অসৃক্ষারায় ধরাতল পড়িল হইয়া উঠিল । পীর্থ যাবতীয় যোদ্ধার প্রতিবাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, দ্রোণাচার্য্যকে ত্রিশগুতি শরে, অশ্বখামাকে দশ শরে, দুঃসহকে আট বাণে, দুঃশাসনকে ছাদশ বাণে, কৃপাচার্য্যকে শরত্রে, ভীষ্মকে বক্টি শরে, ও দুর্ব্বোধনকে শত বাণে আহত করিলেন, এবং কর্ণদ্বারা কর্ণের কর্ণবেধ করিলেন । পরিশেষে যোদ্ধা প্রধান কর্ণ বাণাহত ও হতবাহন হইয়া অবসন্ন হইলে, অন্যান্য সৈন্যগণ প্রাণভয়ে রণভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল ।

অনন্তর উত্তর অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন এখন কোন্ স্থানে রথ লইয়া যাইব । অর্জুন বলিলেন ঐ যে মোহিতবাহন মহাবীর নীলপতাকায়ুত রথে অবস্থিত আছেন, উনিই কৃপাচার্য্য, প্রথমতঃ তাঁহারই নিকটে রথ লইয়া চল । এবং যাঁহার ধ্বজাগ্রে শাককুম্ভময় কমণ্ডলু দেখিতেছ, ইনিই আমাদিগের আচার্য্য । ইহার তুল্য ধনুর্দ্ধার ধরণীতলে প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না । আমাদিগের প্রতি ইহার অভ্যাস্ত স্নেহ, অভ্যাস্ত ইহাকে প্রদক্ষিণ করিতে হইবে । ইনি অগ্রে আমার প্রতি অস্ত্র-নিক্ষেপ করিলে পশ্চাৎ আমি ইহার বিরুদ্ধে ধনুর্দ্ধার করিব । তাহা হইলে আচার্য্য রুদ্ধ হইতে পারিবেন না । আচার্য্যের অনতিদূরবর্তী যে রথের ধ্বজাগ্রে কার্মুক দেখা যাইতেছে ইনিই গুরুপুত্র অশ্বখামা, আমাদিগের অভ্যাস্ত মান্য, ইহার নিকটেও যাইতে হইবে । আর ঐ যে সুবর্ণ কবচধারী বীরবর প্রধান প্রধান সেনাগণে রক্ষিত হইয়া রথোপরি বিরাজ করিতেছে, যা-

হার ধ্বজাগ্রে অনন্যসাধারণ বারগচিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে, এ ব্যক্তিই ধৃতরাষ্ট্রের প্রধান পুত্র দুর্যোধন । এই দুরাশ্রা আচার্য্যের শিষ্য-বর্গমধ্যে প্রথমে প্রধান বলিয়া বিখ্যাত হয় । অদ্য যুদ্ধে ইহাকে বিলক্ষণরূপে শিক্ষা দিতে ও ভুরিতশস্ত্রতা প্রদর্শন করিতে হইবে । বাহার ধ্বজাগ্রে রুচির নাগচিহ্ন দেখিতেছ; ইনিই কর্ণ, ইহার কথা পূর্বেই কহিয়াছি, ইহার নিকটে গিয়া অতি সাবধানে থাকিবে, যুদ্ধবিদ্যায় ইহার বিলক্ষণ স্পর্দ্ধা আছে । এবং যে মহাবীরের ধ্বজাগ্রে সূর্য্য ও নক্ষত্রের প্রতিমূর্তি দেখিতেছ, যাহার মস্তকে সুবিমল পাণ্ডুর ছত্র সূশোভিত রহিয়াছে, যিনি বলাহকাগ্রে দিনকরের ন্যায় কৌরবসৈন্য সমূহের অগ্রসর হইয়া চন্দ্রসূর্য্য সদৃশ কবচ ও সৌবর্ণ শিরস্ত্রাণ ধারণ করিতেছেন, ইনিই আমাদের পরম পূজনীয় পিতামহ ভীষ্ম । ইনি দুর্যোধনের একান্ত বশম্বদ হইলেও আমাদের পক্ষে নিতান্ত বিঘ্নকারী নহেন । ইহার নিকটে সর্ব্বশেষে গমন করিতে ও অতি সাবধানে থাকিতে হইবে । অনন্তর উত্তর অর্জুনের আদেশক্রমে রথ চালিত করিলেন । কুরুসৈন্যরাও মন্দমারুতসঞ্চালিত জলদসমূহের ন্যায় সকলে একত্র মিলিত হইল । অশ্বারোহিণ চতুঃপাশ্বে দণ্ডায়মান রহিল । তীর্থ মাতঙ্গ সকল তোমরাঙ্কশ-ভাঙিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ হইল ।

অনন্তর দেবরাজ অর্জুনের দিব্য যুদ্ধ দর্শনার্থ ত্রিদশ-গণ সমভিব্যাহারে বিমানে অধিরোহণ করিয়া আকাশ পথে অবতীর্ণ হইলেন । যক্ষ গন্ধর্ব্ব নাগগণে নভস্তল পরিপূর্ণ হইল । বারিদব্রন্দ নির্ম্মুক্ত গ্রহমণ্ডলের উদয়ে যে

রূপ হয়, তাহার ন্যায় গগনমণ্ডলের আশ্চর্য্য শোভা হইল। পিতৃবর্গ ও মহর্ষিসকল একান্তকৌতূহলাক্রান্ত হইয়া রণস্থলে উপনীত হইলেন। বসুমনা, বলাক্ষ, সুপ্রভর্দন, অষ্টক, গিরি, ষযাতি, বহুব, গয়, মনু, পুরু, রঘু, তানু, কুশাশ্ব, সাগর প্রভৃতি সকলেই যুদ্ধ দর্শনার্থ উপস্থিত হইলেন। দিব্যমালাসৌরভে দশ দিক্ আনোদিত হইল। দেবগণের রত্ন-খচিত আভরণ সরস্ব বসন ও রত্নমণ্ডিত ধ্বজসকল লোচনের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিল। পার্থিব-রজঃ প্রশান্ত হইল। ভূতল ও গগন-মণ্ডল মরীচিকালে বিদ্যোভিত হইল, মন্দ সমীরণ দিব্যগন্ধসংসর্গে ষোধগণের পরম পরিভূষ্টি বিধান ও প্রাপ্তিদূর করিতে লাগিল। বিবিধ রত্ন ও অসম্ভা বিমানের একত্র সমাবেশে আকাশের একটা অনির্বচনীয় শোভা হইল। দেবরাজ সমস্ত দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সাতিশয় অভিনিবেশ পূর্ব্বক পুত্রের অসাধারণ সমরপাণ্ডিত্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ধনঞ্জয় কৌরব সেনাদিগকে বাচ দেখিয়া উত্তরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যাঁহার ধ্বজাগ্রে জাম্বুনদময়ী বেদী দেখিতেছ, তাঁহার দক্ষিণ পথ অবলম্বন করিলেই কৃপাচার্য্যের নিকট যাইতে পারিবে। অশ্ববিদ্যা বিশারদ উত্তর পার্থ-বচনানুসারে তুরগ প্রণোদিত করিয়া কৃপাচার্য্যসমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া অকুণ্ডলভয়ে রথ স্থাপিত করিলেন। পার্থও স্বকীয় পরিচয় প্রদান করিয়া দেবদত্ত শস্যের ধান করিলেন। শস্য হইতে ঐদৃশ ভীষণ নিসাদ উদীর্ণ হইল, বোধ হইল যেন গিরিবর বিদীর্ণ হইতে-

ছে। এই শঙ্খ, মহারীর ধনঞ্জয় কর্তৃক আধুষিত হইয়া
যে শতধা বিদীর্ণ হয় নাই, এবড় আশ্চর্য্য, এই কথা
বলিয়া সকলেই প্রশংসা করিতে লাগিল। শঙ্খের
ভয়ঙ্কর নিঃস্রব স্বর্ণপর্দাস্ত গমন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত
হওয়াতে যোধগণের কণ্ঠকূহর বধির প্রায় হইল,
বোধ হইল যেন বজ্রী ক্রোধভরে গিরিবরের উপর বজ্র
নিষ্ক্ষেপ করিলেন। অর্জুনের শঙ্খধ্বনি শ্রবণে মহাবীৰ্য্য
কৃপাচার্য্য ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া স্বকীয় শঙ্খবাদন পূর্ব্বক
সুমহৎ জ্ঞাপক করিয়া উঠিলেন। প্রথমে কৃপাচার্য্য
সুতীক্ষ্ণ দশ বাণে পার্থের শরীর বিদ্ধ করিলে, অর্জুন
ত্রিলোকবিশ্রুত গাণ্ডীব আকৃষ্ট করিয়া মর্দ্দভেদী নারাচ
নিবহ পরিভ্যাগ করিতে লাগিলেন। আচার্য্য তীক্ষ্ণ
শর দ্বারা সেই সমস্ত নারাচ খণ্ড করিয়া ফেলিলেন।
অনন্তর ধনঞ্জয় ক্রোধভরে এমন শব্দ উচ্চ করিতে লাগি-
লেন, যে দিকসকল ও নভস্তল একবারে আচ্ছন্ন হইয়া
উঠিল। অনন্তর কৃপাচার্য্য গাণ্ডীববিমুক্ত শিথিলশিখা-
সদৃশ নিশিত সায়ক প্রহারে পীড়িত হইয়া ক্রোধ-
ভরে পার্থকে লক্ষ্য করিয়া একবারে দশ সহস্র বাণ
বিসর্জন করিলেন। তৎপরে একটী অশ্রুতপূর্ব্ব সিংহ-
ধ্বনি করিয়া আর দশ বাণে পার্থের শরীর বিদ্ধ করি-
লেন। পার্থও কৃপাচার্য্যের ষোটক লক্ষ্য করিয়া সুতীক্ষ্ণ
শরচতুষ্টয় পরিভ্যাগ করিলে, ষোটকগণ বাণবিদ্ধ ও
হ্রিয়ুগ হইয়া পলায়ন করিল। রথভঙ্গ হওয়াতে
আচার্য্যও নিপতিত হইলেন। অর্জুন তদীয় মান রক্ষার্থ
তাহার প্রতি আর বাণ সন্ধান করিলেন না।

কণমধ্যে আচার্য্য পুনর্বার অন্য রথে অধিরূঢ় হইয়া

ক্রোধভরে, কঙ্কণভূষিত সুভীক্ণ বাণে অর্জুনের শরীর
 বিদ্ধ করিলেন। পার্থও নিশিত ভল্ল দ্বারা তদীয় কোদণ্ড
 খণ্ড খণ্ড ও কবচ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। আচা-
 র্যাদেহ নির্মোকশনির্মুক্ত বিষধরের ন্যায় কবচমধ্য হইতে
 আবির্ভূত হইল। কৃপ তৎক্ষণাৎ আর একখানি ধনু-
 র্ধারণ করিলেন, পার্থ তাহাও ছিন্ন করিলেন। তখন
 কৃপাচার্য্য আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া রথ
 হইতে শক্তি গ্রহণ করিয়া প্রদীপ্ত অশনির ন্যায়
 পার্থের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। বহুমভূষিতা শক্তি,
 উল্কার ন্যায় পবনবেগে গগনভঙ্গে আসিতেছে দেখিয়া
 অর্জুন দশদী শর দ্বারা দশখা ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন।
 অমরগণ অনিমিষ-নয়নে উভয়ের রণপাণ্ডিত্য নিরীক্ষণে
 বনে মটন সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। অমন্তর কৃপা-
 চার্য্য পুনর্বার দশদী দ্বারা পার্থের শরীর বিদ্ধ করিলে,
 মহাতেজা পার্থ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্নিতুল্য ত্রয়োদশ
 শর নিক্ষেপ করিলেন। এক বাণে যুগভেদ ও চারিটি
 বাণে ছোটকচতুর্ভুজ বিদ্ধ করিলেন। ছয় বাণে সারথির
 বস্তকচ্ছেদন ও রথভঙ্গ করিলেন। বাণদ্বয়ে অক্ষ চূর্ণ ও
 দ্বাদশ বাণে ধ্বজাচ্ছেদন করিলেন। এবং হানিতে
 হানিতে বজ্রতুল্য ত্রয়োদশ সায়কদ্বারা আচার্য্যের বক্ষঃ-
 স্থল বিদ্ধ করিলেন। কৃপ বিরথ হতাস্থ ও হতসারথি
 হইয়া রথ হইতে লক্ষ্য দিয়া পড়িয়া, গদা নিক্ষেপ
 করিলেন। অর্জুনবাণে তাহাও বিকলীকৃত হইল। যোধ
 সকল আচার্য্যের রক্ষার্থ চতুর্দিক হইতে বাণবৃষ্টি করিতে
 আরম্ভ করিল, উভর রথ ফিরাইয়া লইলেন। তাহা-
 রাও অশনি কৃপাচার্য্যকে লইয়া প্রস্থান করিল।

এরূপে কৃপাচার্য্য অপনীত হইলেন, শোণবাহন দ্রোণাচার্য্য কার্য্যকর ধারণ করিয়া খেঁতবাহন ভিষ্মেরে প্রাণমান হইলেন। অর্জুন সৌবর্ণ রথে গুরুকে আনিতে দেখিয়া উত্তরকে কহিলেন, যাঁহার প্রজ্ঞাতে কাঞ্চনময়ী বেদি দৃষ্ট হইতেছে, এবং প্রবরদণ্ডোপরি অলঙ্কৃত পতাকা উড্ডীয়মান হইতেছে, ঐ স্থানে রথ লইয়া চল। যাঁহার রথে অতি প্রিয়দর্শন সুশিক্ষিত ঘোটক নিয়োজিত আছে, যাঁহার প্রভাপ ও বিক্রমের তুলনা নাই, যিনি সুনয়ে শুক্লাচার্য্য ও বুদ্ধিতে ব্রহ্মস্পতির তুল্য, যাঁহাতে চতুর্বেদ ও ব্রহ্মচর্য্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে, যিনি দিব্যাজ্ঞের প্রয়োগ সংহারে ও ধনুর্বিদ্যায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত, যাঁহার শরীরে সত্য মারলা কনা দম দয়া প্রকৃতি সঙ্গুণনিচয় নিরন্তর অবস্থিতি করিতেছে, সম্প্রতি সেই মহাভাগ দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে শীঘ্র রথ লইয়া চল। উত্তর তাহাই করিলেন।

দ্রোণাচার্য্য অর্জুনকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। যত্নমাত্রেই ন্যায় উভয়ের একত্র সঙ্গতি হইল, উভয়েই শঙ্খধারণ করিলেন, লোহিত ও খেঁতবর্ণ অশ্বগণ একত্র হইল। মহারীষ্য ভাচার্য্য ও কৃতবিদ্য শিষ্য পরস্পর সম্মুখীন হইলেন। অনন্তর মহারথ পার্থ আনন্দিতচিত্তে হাসিতে হাসিতে আচার্য্য-রথসন্নিধানে গিয়া সর্বিনয়ে অতিবাদন করিয়া বলিলেন, আমরা বনবাস ও অজ্ঞাতচর্য্যার যে প্রকার কষ্টভোগ করিয়াছি, এক্ষণে তৎপ্রতিকারবিধানে কোনমতেই উপেক্ষা করিব না। কিন্তু আমাদের প্রতি নিরপরাধে গুরুর ক্রোধ উপযুক্ত হয় না। যাহা হউক,

আপনি যদি দুর্বোধনের অনুরোধে যুদ্ধ করিতে আসিয়া থাকেন, তবে অগ্রেই আমার প্রতি অন্ত্র নিক্ষেপ করুন। প্রহস্তু না হইলে গুরুবিরুদ্ধে কখনই অস্ত্রধারণ করিব না, ইহাতে মহাশয়ের যেরূপ ইচ্ছা হয়। একথায় আচার্য্য আর কোন উত্তর না করিয়া অর্জুনের প্রতি একবারে বিংশতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু পার্থবাণে তাহা পথিমধ্যেই থণ্ডীকৃত হইল। আচার্য্য পার্থের ক্রোধ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত তদীয় রথ ও অশ্বের প্রতি একবারে শরসহস্র পরিত্যাগ করিলেন। এইরূপে উভয়ের যুদ্ধ আরম্ভ হইল, উভয়েই তুল্যরূপে বিশিষ্ট-বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কান্দ্যু কদম্ববিনিক্ষিপ্ত শরজালে চতুর্দিক আকীর্ণ হইল। যোদ্ধা সকল বিস্ময়োৎফল্ল নয়নে অদ্ভুত যুদ্ধ দর্শন করিয়া উভয়ের সাধুবাদ করিতে লাগিল। এবং বলিতে লাগিল, ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কি রোদ্ধ! বহুহাতে গুরুবিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করাও দুঃশীল হয় না। বাহা হউক আচার্য্যের সহিত যুদ্ধ করা কান্দুন ব্যতীত আর কেহও সাধ্য নহে।

অনন্তর বীরদ্বয় ক্রমে ক্রমে সন্নিবৃত্ত হইয়া অবি-প্রান্ত বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, কেহ কাহাকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। পরে ভারদ্বাজ অতি দুঃসদ-হেতুপৃষ্ঠ মহাকোদে বিস্ফারিত করিয়া, বক্রপ জলমরাশি পর্জন্তের উপর বারি বর্ষণ করে, তাহার ন্যায় পার্থের প্রতি বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পার্থও সৌবর্ণ বাণ দ্বারা কণমধ্যে আচার্য্যকর্তৃক শরজাল ছিন্ন করিয়া, সমধিক শর বর্ষণ করিলেন। গিরিবর তুফান-সংকুল হইলে যেরূপ হয়, আচার্য্য অর্জুনবাণে আচ্ছন্ন

হইয়া তদমুরূপ রূপধারণ করিলেন। তখন তিনি প্রকাণ্ড কৌদণ্ড বিস্ফারণ পূর্বক অগ্নিচক্রসদৃশ সূতীক্ষ্ণ-বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহামান-বংশবিস্ফো-টের ন্যায় অস্ত্রের শব্দ হইতে লাগিল। চিত্রচাপ-বিনির্গত সৌবর্ণ শরে দিবাकरপ্রভা তিরোহিত প্রায় হইল। আচার্য্য্য এত শীঘ্র বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে গগনতলগত অসংখ্য শরশ্রেণী এক একটি সুদীর্ঘ বাণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে উভয়েই সৌবর্ণ বাণ নিক্ষেপ করাতে নভোমণ্ডল উল্কাপরীতের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল, এবং কখন কখন বাণ-সমূহে শরৎকালীন নির্মল গগনতলে হংসশ্রেণী ভ্রম হইতে লাগিল। আচার্য্য্যবাণ পার্থবাণে, ও পার্থবাণ আচার্য্য্যবাণে খণ্ড খণ্ড হইতে লাগিল।

এইরূপে ব্রহ্ম-বাসবের ন্যায় দ্রোণার্জুনের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। পর্ত্তের উদ্ধব পর্ত্তপাত হইলে যেরূপ হয় অর্জুনবাণপাতে তদমুরূপ ধ্বনি উদ্দীর্ণ হইতে লাগিল। হস্তী ও বাজী সকল শোণিত্তিবিভক্ত হইয়া পুষ্টিত পলাশ পাদপের শোভা ধারণ করিল। পার্থবাণে সৌবর্ণ ধ্বজা যিনিপাতিত ও ঘোজ্ঞাসকল নিহত হইতে লাগিল। এইরূপে উভয়েই প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছেন, এমন সময়ে অন্তরীক্ষ হইতে এইরূপ একটী শব্দ হইল “দ্রোণাচার্য্য্য, যে মহাবীর পরাক্রান্ত মহারথ পার্থের সহিত এখনও যুদ্ধ করিতেছেন ইহাতে তিনি অত্যন্ত প্রশংসনীয় হইতে পারেন।” পরে আচার্য্য্য অর্জুনের শিকার্টনপুণ্য লঘুহস্ততা ও বাণের দূরপাতিতা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

পার্শ্ব গাণ্ডীব উদাত্ত করিয়া বাহুদ্বয়ে শলভের ন্যায়
 এমত অবিরল ও অবিচ্ছিন্ন বাণক্ষেপণ করিতে লাগিলেন,
 যে, শরজালান্তরে বায়ুগাত্র প্রবেশেরও অবকাশ রহিল
 না। অর্জুন কখন তুণ হইতে বাণ গ্রহণ করেন, কখন
 ধনুকে যোজিত করেন, কখন বা ত্যাগ করেন, কেহই
 লক্ষ্য করিতে পারিল না। এক এক বারে সহস্র সহস্র
 বাণ আচার্য্যের রথের উপর পতিত হইতে লাগিল।
 দেব দানব গন্ধর্ব্বগণ ও কুরুবীরবর্গ সকলে সাধু সাধু
 করিতে লাগিলেন। পরিশেষে মহাবীর আচার্য্য
 অর্জুনবাণে আকীর্ণ ও প্রপীড়িত হইলে কুরুগণ হাহা-
 কার করিয়া উঠিল। সুররাজ তনয়ের লঘুহস্ততার
 প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অন্যান্য দেবগণ ধন্য ধন্য
 করিতে লাগিলেন।

তখন অশ্বখামা সহস্রা সমুপস্থিত হইয়া পার্থকে
 যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। অর্জুনের যুদ্ধনৈপুণ্য সন্দ-
 র্শনে মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেও, জনকপরাজয়ে ক্রুদ্ধ
 হইয়া, প্রলয় পর্জন্মোৎসাহে অর্জুনের প্রতি বাণবৃষ্টি
 করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎক্ষণাৎ পরমাত্মবেত্তা
 অর্জুন অশ্বখামার সম্মুখীন হইলেন। তখন আচার্য্য
 অবসর পাইয়া রণস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।
 অর্জুন ও অশ্বখামার সম্মিলনে দেবাসুরের ন্যায়
 ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল। উভয়েই এমত বাণ বৃষ্টি
 করিতে লাগিলেন, যে প্রভাকরের প্রভালোপ ও সন্ধ্যা-
 গতির গতিরোধ হইল। অনন্তর অশ্বখামার অশ্বগণ
 পার্থবাণে নির্জীবপ্রায় হইলে, মহাবীৰ্য্য আচার্য্য-
 তনয় কুরুধারাহারা গাণ্ডীবের গুণক্ষেদন করিলেন।

দেবদানবগণ তাহা দেখিয়া দ্রোণির ঈদৃশ অমানুষ কার্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন । ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য, কর্ণ, দুর্যোধন আভূতি যোধগণও সাধুবাদ প্রদান করিলেন । তখন পার্থ মহাস্য বদনে গাণ্ডীবে নবীন মৌরী যোজনা করিয়া অর্জুচন্দ্রাঙ্গদ্বারা যুদ্ধারম্ভ করিলেন । কেহ কাহাকে পরাজিত করিতে পারে না । পরিশেষে লঘুহস্ত অশ্বখামার এই মাত্র পরাজয় হইল, যে, নিরস্তুর শরনিষ্ক্ষেপ করিতে করিতে তদীয় ভূগ বাণশূন্য হইল, কিন্তু পার্থের ভূগ পূর্ববৎ পরিপূর্ণ রহিল । এইরূপে অশ্বখামা পরাজিত হইলে চতুর্দিকে হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল ।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ ধনুর্ধ্বংসকারণ করিয়া উঠিল । পার্থ কার্ম্ম কক্ষনি প্রতিমাত্র প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাধেয়কে দেখিয়া, ভদতিমুখে ধীরমান হইলেন । এবং নিকটে গিয়া ক্রোধরক্ত-ময়নে বলিতে লাগিলেন, রে কর্ণ ! তুই সভামধ্যে বলিয়াছিলি, তোর ভুল্য যোদ্ধা ও বীর পৃথিবীতে আর নাই, কিন্তু অদ্য আমার সহিত যুদ্ধে সকলেই তোর বীরত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হইবে, অতঃপর আর বৃথা গর্ব করিতে পারিবি না । তখন তুই সভা-
নধ্যে তথাবিধ পরুষ বাক্য সকল অনায়াসেই বলিয়া-
ছিলি, কিন্তু অদ্যকার কার্য্য অনায়াসসাধ্য নহে । অরে
দুর্মতি রাধেয় ! তুই যে দুঃশাসনকৃত পাণ্ডালীর কেশা-
কর্ষণে অন্ত্রমোদন করিয়াছিলি, এবং আমাদিগকে
বিস্তর কটুকথাও কহিয়াছিলি, আর তৎকালে প্রতি-
হিংসা-সমর্থ হইয়াও আমরা কেবল প্রতিজ্ঞাতঙ্গ-ভয়ে
উপেক্ষা করিয়া, দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর

অজ্ঞাত বাসে যে সমস্ত ক্লেশ ভোগ করিয়াছি, অদ্য তোমার সেই দুষ্ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া করিব, সেই সমস্ত কটু কথাই প্রতিকূল দিব এবং আমাদের সেই ক্লেশেরও শেষ করিব। অদ্য আমার সহিত যুদ্ধে তোমার যত দূর ক্ষমতা, কুরুপক্ষীয় সেনাগণ স্বচক্ষেই দেখিতে পাইবে। অতএব তাহারাই ইহার সাক্ষী রুহিল।

কর্ণ কহিল, তুমি কথায় যেপ্রকার কহিলে কার্যোত্তে তাহা কর। কিন্তু তোমার যতদূর ক্ষমতা তাহা অগতী-ভলে অবিদিত কিছুই নাই। তুমি যে উপেক্ষা করিয়াছ বলিলে, তাহা বস্তুতঃ অশ্রুতিপ্রযুক্তই হইয়াছে। তুমি যে প্রতিজ্ঞাপাশ-বদ্ধ থাকাতে, স্বকীয় ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পার নাই, সে কেবল কথামাত্র। বস্তুতঃ মাদৃশ ব্যক্তির নিকট তোমাকে চিরকাল পাশবদ্ধই থাকিতে হইবে। আর বনবাসে অশেষ ক্লেশ হেতু যে তোমার অভ্যস্ত ক্রোধ ও যুদ্ধ করিতে উৎসাহ হইয়াছে, তাহা হইতে পারে। কিন্তু আমিও সৰ্বজন-সমন্বিত অহঙ্কারপূর্বক বলিতেছি, অদ্য তোমার পক্ষে স্বয়ং দেবরাজ আসিয়া যুদ্ধ করিলেও মদীয় অপরিমিত বিক্রম প্রদর্শনের বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত হইবে না। আমার কত বাহুবল ও কত পরাক্রম তাহা এখনই জানিতে পারিবে। বাক্যোত্তে প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা নাই।

অর্জুন কহিলেন, রে রাধেয়! তোমার কথা কহিতে কি লজ্জা হয় না? তুমি এখনই রণবিমুখ হইয়া পলায়ন করিয়াছিলি এবং ভ্রাতার জীবন-বিনিময়ে আগ্রপ্রাণ রক্ষা করিয়াছিস্। অতএব তোমার মত নির্লজ্জ ও নির্ধীর্ণ আর কে আছে? এই কথা বলিতে বলিতে

ধনঞ্জয় গাভীবে শর সন্ধান করিলেন । মহারথ কর্ণও পার্থের প্রতি অবিশ্রান্ত বাণবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল । ভীষণ শরজালে গগনতল পরিপূর্ণ হইল । অর্জুনের বাহুবল ও বাহনচতুষ্টয় কর্ণবাণে বিদ্ধ হইল । তখন পার্থ তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা কর্ণের নিষজ্জের অবলম্বন-গুণ ক্ষেদন করিয়া ফেলিলেন । কর্ণও তৎক্ষণাৎ অপর তুণ লইয়া ক্রোধভরে বাণ নিক্ষেপ করিলে, পার্থের হস্তদ্বয় বিদ্ধ ও মুষ্টি কিঞ্চিৎ বিশীর্ণ হইয়া পড়িল ।

অনন্তর অর্জুন, ক্রমমধ্যে কর্ণের কোদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলে, কর্ণ ক্রোধভরে পার্থের প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিল । অর্জুনও তৎক্ষণাৎ শক্তিকে লক্ষ্য করিয়া অমোঘ বাণ নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে শক্তি শতধা বিভিন্ন হইয়া পড়িল, তদদর্শনে কুরুপক্ষীয় কতকগুলি যোদ্ধা কর্ণের সাহায্যার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, অর্জুন ক্রমমধ্যে তাহাদিগকে নিহত করিয়া কর্ণের তুরগচতুষ্টয় বিনষ্ট করিলেন । এবং পরিশেষে কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া এমত একটী শর নিক্ষেপ করিলেন যে ঐ বাণ একবারে তদীয় তনুজ তেদ করিয়া বক্ষঃস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া গেল । কর্ণ আর বেদনা সহ্য করিতে পারিল না । সুতরাং তৎক্ষণাৎ তাহাকে স্নেহে ভঞ্জন দিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে হইল । চতুর্দিকে হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল । কেবল পার্থ ও উত্তর বিজয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর পার্থ বিরাটতনয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ঐ দেখ, অশ্মৎপিতামহ ভীষ্ম আমার সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া রহিয়াছেন, অতএব ঐ স্থানে রথ লইয়া

চল । উত্তর বলিলেন মহাশয় ! এই অসম্ভা বীরদল-
 মধ্যে প্রবেশ করা আমার লীলা নহে । আমি আর আপ-
 নকার সারথ্য করিতে পারিব না । দিব্যাত্র প্রভাবে
 আমার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে । অসম্ভা ঘোড়াদিগের
 সহিত মহাশয়ের অবিভ্রান্ত সমর সন্দর্শন করিয়া আমার
 বোধ হইতেছে, যেন, দশ দিক্ দ্রবীভূত হইয়া পড়ি-
 তেছে । এত প্রখান প্রধান মহারথগণের একত্র সমাগন
 কখনই দৃষ্টিগোচর হয় নাই । গদাশকে, শঙ্খশকে,
 শূরকৃত সিংহনাদে, গুজরুংহিতে এবং অশনিপাতসদৃশ
 গাণ্ডীবনির্ঘোষে আমার প্রতিপথ অবরুদ্ধপ্রায় হই-
 যাচ্ছে । রণস্থলে নিরন্তর অলাতচক্রপ্রতিম শরমণ্ডল
 বিলোকনে বিলোকনপথ বিচলিত হইতেছে । মহাশয়ের
 প্রতি একদৃষ্টি হইয়া থাকিলেও আপনি কখন বাণগ্রহণ
 করিতেছেন, কখন সন্ধান ও কখন বা ক্ষেপণ করিতে-
 ছেন, বিচৈতনবৎ কিছুই লক্ষ্য করিতে পারি না ।
 আমার সর্ব শরীর অবসন্ন হইতেছে । কশা ধারণ বা
 রশ্মি সংযমন করিবার আর সামর্থ্য নাই ।

এই কথা প্রবলে অর্জুন উত্তরকে উৎলাই প্রদান
 করিয়া কহিলেন রাজকুমার ! তুমি এতক্ষণ রণভূমিতে
 অমানুষ ও অত্যন্তুত কার্য্য করিয়া এখন কিরূপে বিরত
 হইয়া থাকিবে, কিরূপেই বা তাদৃশ মনুজসিংহ মহাবীর
 বিরাটের পূজা হইয়া সমরে ভীকৃত প্রকাশ করিবে ।
 অতএব ধৈর্য্য অবগমন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ রথ চালনা কর ।
 হে অসম্ভা ইন্দ্রনাথ দেখিতেছ, ইহা অদীয় বাণে জন-
 মধ্যেই নিঃক্ষেপিত হইবে । আমি এখনই ভীষ্মের ধনু-
 র্ভগ্নহস্ত করিয়া ফেলিব, এবং এমত দিব্যাত্র সকল

নিষ্কপ করিব, যে তদর্শনে সকলেরই বোধ হইবে যেন হিরণ্যলাবণী জনদরাজি হইতে বিনিঃসৃত হইতেছে । আর আমি গাণ্ডীব আশ্ফালিত করিয়া কুরুকুল নিধনে প্রবৃত্ত হইলে, নাগনক্রতীষণা পরলোকবাহিনী একটী অনির্কটনীয় শোণিত-নদী প্রবাহিত হইবে । মদীয় বাণে জনমধ্যেই এই নিবিড় কুরুবন উন্মূলিত হইবে । এবং আমার বিচিত্র বুদ্ধনৈপুণ্য বিলোকনে যোদ্ধাদিগকে চিত্রপুতলিকার ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া থাকিতে হইবে । তুমি নির্ভয়ে রথ চালনা কর । তোমার কোন ভয় নাই ।

আমি পূর্বে যে সমস্ত কঠোর কার্য করিয়াছি তাহার সহিত তুলনা করিলে অদ্য যুদ্ধে বিজয়লাভ অনায়াস-সাধ্য বোধ হইবে । দেখ আমি দেবরাজের আদেশে বিক্র্যাচল বিনষ্ট করিয়াছি । শত সহস্র পৌলোম ও কালথঞ্জদিগকে নিপাতিত করিয়াছি । ইন্দ্র হইতে মৃত মুক্তি ও ব্রহ্মা হইতে কুন্তহস্ততা প্রাপ্ত হইয়াছি । সমুদ্রপারে হিরণ্যপুরবাসী যক্ষিসহস্র ধর্মীকে পরাজিত করিয়াছি । অদ্য কোরবদিগকেও নিহত করিব সন্দেহ নাই । অজরূপ পাদপে ও রথিরূপ হিংস্রজন্তুগণে সকল এই নিবিড় কুরুবন মদীয় শস্ত্রানলে এখনই পরিদগ্ধ হইবে । বেমন সুরপতি অশুরকুল নির্মূল করিয়াছিলেন, তেমনি আমিও একাকী জনমধ্যেই কুরুবংশ ধ্বংস করিয়া ফেলিব । আর আমার স্থানে যে সমস্ত অস্ত্র প্রস্তুত আছে তাহা ইহারা কখন চক্ষেও দেখে নাই । দেখ আমি রুদ্ধ হইতে রোদ্ধ, বরুণ হইতে বারুণ, অগ্নিস্থানে আগ্নেয় ও বায়ু হইতে বায়ব্য অস্ত্র লাভ করিয়াছি, এবং দেবরাজের নিকট হইতে নানাবিধ

অস্ত্র পাইয়াছি । অতএব দুর্বল কুরুবল নির্মূল করা আমার পক্ষে অনায়াসসাধ্য ও অকিঞ্চিৎকর জানিবে । উত্তর অর্জুনের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্ত্বর ভীষ্মাতিব্রজিত বৈশম্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ।

অনন্তর ভীষ্ম পার্থের প্রতি শরশক্তি করিতে আরম্ভ করিলেন । অর্জুন তদীয় ধ্বজাচ্ছেদন করিয়া ফণমধ্যে রথ হইতে তাঁহাকে পাতিত করিলেন । তদর্শনে দুঃশাসন, বিকর্ণ, দুঃসহ ও বিবিংশতি চারি জনে অর্জুনকে আক্রমণ করিল । দুঃশাসন এক ভলে উত্তরকে ও অপর ভলে পার্থের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিল । অমনি অর্জুন ক্ষুরধারাবারা দুঃশাসনের কার্ম্মক্ষেদন করিয়া সুতীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিলেন । দুঃশাসন বাণাহত হইয়া রণভূমি হইতে প্রস্থান করিল । ধৃতরাষ্ট্রপুত্র বিকর্ণ, পার্থের প্রতি বাণ ভাগ করিতে আরম্ভ করিলে, অর্জুন তাহাকেও বিরথ করিলেন । অনন্তর দুঃসহ ও বিবিংশতি উভয়ে মায়ক নিক্ষেপ করিতে লাগিল । অর্জুন সুতীক্ষ্ণ গার্দ্দপত্র দ্বারা তাহাদিগের রথবাহ নিহত করিয়া উভয়কেই বাণবিদ্ধ করিলেন । তাহারা বিরথ ও ভিন্নকায় হইয়া পলায়নপরায়ণ হইল ।

অনন্তর যাবতীয় কৌরবরথী একত্র হইয়া একবারে চতুর্দিক্ হইতে বাণশক্তি করিতে লাগিল । পার্থও ধ্বজা দ্বারা তাহাদিগকে আচ্ছাদিত করিলেন । করিতুরগগণের ঠতরব রবে ও কার্ম্মক নিষোষে দশ দিক পরিপূর্ণ হইল । গাণ্ডীব-নির্মূলক মায়ক সকল যোদ্ধাদিগের বর্ম্মচ্ছেদ ও শরীর ভেদ করিয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল । শরৎকালীন প্রচণ্ডকরকিরণের ন্যায় পার্থের

এতাপ অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিল । মহারথ সকল
 বিরথ ও বিদ্রোহ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন ।
 কবচোপরি শরপাতের কঠোর শব্দ হইতে লাগিল ।
 হস্তী ও অশ্ব সকল হতচেষ্টন্য হইয়া পড়িল । অসংখ্য
 যোদ্ধগণ পার্শ্ববাণে অপরীড়িত ও বৃণশয়ান হইয়া, মহা-
 নিদ্রায় অভিভূত হইল । মৃতদেহে সমরভূমি ভীষণ
 হইয়া উঠিল । তদ্ব্যতীত যুধামান ধনুর্ধারী ধনঞ্জয়
 যেন নৃত্যই করিতেছেন বোধ হইতে লাগিল । অবি-
 রত ঘোরতর লাগুবরব্রবণে শত শত দৈনিক পুরুষ
 সমুদ্র হইয়া সংগ্রাম হইতে জাহি জাহি শব্দে পলা-
 য়ন করিতে লাগিল । কোথাও মুণ্ড, কোথাও কুণ্ডল,
 কোথাও মস্তক, কোথাও হস্ত, কোথাও বা বাহুদণ্ড
 সকল খণ্ড হইয়া পতিত হইতে লাগিল । এইরূপে
 রুদ্ধসদৃশ পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় রৌদ্র রূপে আদর্শন পূরক
 প্রবল ক্রোধানলে ধাত্তরাষ্ট্র-গহন দাহন করিতে লাগি-
 লেন । পাণ্ডবের অপরিমিত বলবীৰ্য্য বিলোকনে কৌরব-
 দল নিস্তব্ধ হইয়া রহিল । মহাবীর পার্থ, মহারথ-
 দিগকে বিদ্রাবিত করিয়া, মেদোবসা-প্রবাহিনী ক্রবাদ-
 গণসেবিতা ঘোর রৌদ্ররূপা অনির্বচনীয় শোণিতভর-
 দ্রিশী প্রবাহিত করিলেন । বিলীন কেশচয় টেশবালের
 ন্যায়, শর-চাপ তেলার ন্যায়, নাগ সকল কুম্ভের ন্যায়,
 মুক্তাহারনিকর তরঙ্গের ন্যায়, এবং মহারথদিগকে
 দ্বীপের ন্যায়, বোধ হইতে লাগিল । সকলেই মনে করিল
 বুঝি প্রলয়কালে এই নদী কালকর্কটকই নিশ্চিত হইয়াছে ।
 এইরূপে অজ্ঞান বৈরনির্ঘাতনে অরত হইলে দুর্বো-
 ধন, হুশোলন, কর্ণ, বিবিৎশক্তি, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি

যোদ্ধা সকল একত্র হইলেন। এবং ধনজয়ের অভিযাত্রা নিমিত্ত পুনর্বার অগ্রসর হইয়া সুদূর কার্ষক বিস্ফারণ পূর্ব্বক, বর্ষক জীবনের ন্যায় অত্রবর্ষ করিতে লাগিলেন। মহাবল যোদ্ধা সকল চতুর্দিক বেঁটন করিয়াছেন, এবং চারিদিক হইতে অবিশ্রান্ত শর পতন হইতেছে, দেখিয়া, অর্জুন সন্মিত বদন গাণ্ডীবে ঐন্দ্রাজ্ঞ যোজনা করিলেন। বিদ্যাদালোকে নবীন জলদ-রাজির যেরূপ শোভা হয় ঐন্দ্রাজ্ঞ-সংসর্গে গাণ্ডীবের তদমুরূপ শোভা হইল। তড়িৎপ্রভার ন্যায় অস্ত্র-প্রভায় চতুর্দিক বিদ্যোতিত হইল। রথী সকল চৈতন্য-শূন্যপ্রায় হইল। সৈন্যগণ স্ব স্ব জীবিতে নিরাশ হইয়া রণে ভঞ্জন দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

অনন্তর শান্তমুভয় ভরতপিতামহ, কৌরবদিগকে বিপন্ন দেখিয়া, অর্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং শঙ্খশব্দে ধার্তরাষ্ট্রদিগের আনন্দ বর্জন করিয়া বাণ বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জুনও ভীষ্মকে সমাগত দেখিয়া অগ্রসর হইলেন। ভীষ্ম, অর্জুনের ধ্বজাগ্রবর্তী কর্ণিবরের প্রতি বাণ ত্যাগ করিলে, অর্জুনও পৃথবার ভল্ল দ্বারা ভীষ্মের হস্ত ও ধ্বজাচ্ছেদন করিয়া, তদীয় বাহুপাক্ষি, ও নারথিকে বাণবিক্র করিলেন। অনন্তর ভীষ্ম, পার্শ্বের প্রতি দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলে, অর্জুনও দিব্যাস্ত্র বিসর্জন করিতে লাগিলেন। এইরূপে বলিসহ বাসবের ন্যায়, ভীষ্মাৰ্জুনের ভ্রমূল সংগ্রাম হইতে লাগিল। সসৈন্য কৌরবগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিল। নবাসাচী উভয় হস্তে তুল্যরূপেই বাণ সঞ্চার করিতে লাগিলেন। গাণ্ডীবশরাসন অলাভ-

চক্রবৎ পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল । যেমন জরিপ্তাঙ্ক
 বান্ধিধারাদ্বারা গিরির আচ্ছাদিত হয়, তদ্রূপ পার্থ-
 বাণে ভীষ্মশরীর আচ্ছাদিত হইল । ভীষ্মও সুতীক্ষ্ণ-
 শরদ্বারা বাণজাল ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন । এইরূপে
 পার্থের রথ হইতে বতবার শরজাল সমুখিত হইল,
 তত্বেবারই শরদ্বারা তাহা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগি-
 লেন । কৌরবগণ ভীষ্মের সাধুবাদ করিয়া কহিল কৃষ্ণ,
 জ্ঞোণাচার্য্য, ভারদ্বাজ, সুররাজ ও ভীষ্ম ব্যতিরেকে
 তরুণবর যুদ্ধদক্ষ ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করা আর কাহা-
 রও সাধ্য নহে, এই কথা বলিয়া ভীষ্মের ভূয়সী প্রশংসা
 করিতে লাগিল । এইরূপে মহাবীর ভরত-শ্রবীর-দ্বয়
 অস্ত্রদ্বারা অস্ত্রের নিবারণ করিয়া দর্শকগণের মোহোৎ-
 পাদন করিতে লাগিলেন । প্রাজ্ঞাপিতা, ঐন্দ্র, আগ্নেয়,
 রৌদ্র, কোবের, বারুণ, যাম্য প্রভৃতি অস্ত্র সকল উভ-
 য়েই পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । এতাদৃশ দিব্যাস্ত্র
 প্রয়োগ মনুষ্য জাতির মধ্যে আর কোথাও দৃষ্টিগোচর
 হয় নাই, এই কথা বলিয়া সকলেই প্রশংসা করিতে
 লাগিল । তখন অর্জুন কুরধারদ্বারা ভীষ্মের কার্য্যক
 ছেদন করিলেন । ভীষ্ম ভৎসনাং ইতর কার্য্যক গ্রহণ
 করিয়া ক্রোধভরে একবারে শরসমূহ পরিত্যাগ করি-
 লেন । পার্থও তাঁহার প্রতি নিশ্চিত রাগবৃদ্ধি করিতে
 লাগিলেন । উভয়ের কিছুমান টেলক্ষণা লক্ষিত হইল
 না । উভয়েই শরজালে দশ দিক আচ্ছন্ন করিয়া
 ফেলিলেন । কখন পাণ্ডব ভীষ্মকে, কখন বা ভীষ্ম
 পাণ্ডবকে, অভিহিত করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর হিরণ্যবাসী পতঙ্গসকল পার্থ-রথ হইতে

সমুৎপত্তিত হইয়া, গগনভ্রমণ করত হংসপঙ্ক্তির খোঁজা ধারণ করিল। অন্তরীক্ষস্থিত দেব দানবগণ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তদাৰ্থে চিত্রসেন নামক গন্ধর্বরাজ অস্ত্রপ্রভাব দর্শনে অতিচমৎকৃত ও পরম পরিতুষ্ট হইয়া সুররাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন দেখুন, পার্থবিমুক্ত সায়কসকল কেমন শ্রেণীবদ্ধ ও কেমন সংস্কৃত হইয়া যাইতেছে। মরজাতিমধ্যে ঈদৃশ দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিতে প্রায় আর কেহই পারে না। ভীষ্ম ও অর্জুন উভয়েই তুল্যরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু, কি আশ্চর্য্য, পাণ্ডব কখন শরেব সন্ধান ও কখন বা বিমোচন করিতেছেন কিছুই লক্ষ্য করিতে পারা যায় না। নিরন্তর যুদ্ধ করিতে করিতে পার্থের শরীর হইতে এমনত প্রভা বিস্তীর্ণ হইতেছে যে দিনমধ্যাগত প্রথর মধুখালীর ন্যায় তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেই পারা যায় না।

অনন্তর দেবরাজ, অর্জুন ও ভীষ্মের প্রশংসা করিয়া উভয়ের মস্তকে পুষ্পরুচি করিতে লাগিলেন। এদিকে ভীষ্ম, শরাসনে স্তুতীক্ষ্ম শর সন্ধান করিয়া পার্থের বামপার্শ্ব বিদ্ধ করিলেন। অর্জুনও সম্মিতবদনে পৃথুধার গার্জ্জপত্র দ্বারা ভীষ্মের কাণ্ডুক ছেদন করিয়া একবারে দশ বাণে ভদ্রীয় বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন ভরতপিতামহ ভীষ্ম শরভাড়িত ও প্রপীড়িত হইয়া রথকুবরে নিপত্তিত হইলে, সান্নিধ্য রথ জইয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর দুৰ্য্যোধন ভীষ্মকেও পলায়ন করিতে এবং শক্রবনমধ্যে যুগ্মরাজের ন্যায় পাণ্ডবকে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ

করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে কার্ম্মকে তল্লাসজ্ঞান করিলেন । তল্লা একবারেই পার্শ্বের ললাটস্থল ভেদ করিয়া প্রবিষ্ট হইল । তখন অর্জুন বাণাহত ও অতিমাত্র ক্রোধপন্ন হইয়া, বিষাক্তকণ্ঠে সায়কদ্বারা দুর্ঘ্যোধনের শরীর বিদ্ধ করিলেন । উভয়ের এইরূপ যুদ্ধ হইতেছে, এমনত সঙ্কট বিকর্ণ, চারিখানি রথ লইয়া, মহীধরকণ্ঠে মহাগজ বাহনে, পার্থ সহ সমবকাননায়, রাজার অগ্রসর হইল । তখন অর্জুন, হস্তী অতিবেগে আসিতেছে দেখিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া একটি সূতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিলেন । বজ্রপাণিক্ষিপ্ত বজ্র যেমন পর্বত বিদারণ করে, তাহার ন্যায় পার্থ-ভাস্ক সেই সায়ক করিকুন্ত বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল । করিবর বজ্রাহত গিরিশৃঙ্গের ন্যায় ভূতলে পতিত ও পঞ্চদ্র প্রাপ্ত হইল । বিকর্ণ পতিত ও পুনরুত্থিত ও ত্রস্তব্যস্ত হইয়া বিবিংশতির রথে অধিরোহণ করিল । পরে অর্জুন দুর্ঘ্যোধনের প্রতিও তাদৃশ বাণ নিক্ষেপ করিলে, অমনি তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন । এইরূপে মহাগজ নিহত, দুর্ঘ্যোধন আহত, ও বিকর্ণ তাড়িত হইলে, ইতর যোদ্ধাগণ সমরে পরাজুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল ।

অনন্তর দুর্ঘ্যোধন লঙ্কাসংক্রান্ত হইয়া, মহাগজ নিহত হইয়াছে, এবং যোদ্ধা সকল পলায়ন করিতেছে শ্রবণ করিয়া, প্রাণভয়ে রথ পরিত্যাগ পূর্বক পলায়নোদ্যত হইলেন । তখন ধনঞ্জয় দুর্ঘ্যোধনকে আশ্বাস করিয়া বলিলেন অহে কুরুরাজ ! তুমি, কণভঙ্গর জীবনের নিমিত্ত অনন্তকালস্থায়িনী কীর্তির প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া কেন পলায়ন করিতেছ ? অদ্য, তুমি রাজা-

হইতে অবরোপিত হইলে বলিয়া আর তুমি দুশ্চরিত্র
 মানি হইতেছে না। আমি সুধিষ্ঠির-নিদেশকারী তৃতীয়
 পার্থ, রণস্থলে অবস্থিত আছি। তুমি নরেন্দ্ররত স্মরণ
 কর। রণে বিমুখ হওয়া অতি কাপুরুষের কর্ম, বিশেষতঃ
 কলিযুগের পক্ষে অত্যন্ত অধর্ম। অদ্য তুমি দুর্ঘো-
 ধন নাম নিরর্থক হইল। যাহা হউক, এক্ষণে তোমার
 অগ্রে বা পশ্চাৎ একজনও রক্ষক নাই এবং রণ অপেক্ষা
 প্রাণধন প্রিয়তরও বটে।-অতএব ক্ষীণ পলায়ন কর।

অর্জুন এই কথা বলিলে, মানধন দুর্ঘোধান অক্ষুণ্ণ-
 হত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনর্বার রথে
 অধিরোহণ করিলেন এবং পদদলিত বিষধরের ন্যায়
 পার্থহিংসার্থ ধাবমান হইলেন। কর্ণও রাজাকে প্রতী-
 নিবৃত্ত ও পুনর্বার রণোন্মুখ দেখিয়া, তাহার উত্তর দিক্
 দিয়া পার্থাভিমুখে যাত্রা করিল। 'ভীষ্ম প্রভৃতি মহারণ-
 গণও পুনর্বার ধনুর্ধারণ করিয়া পশ্চিম দিকে ধাবমান
 হইলেন। এবং দ্রোণ কৃপ প্রভৃতি যাবতীশ বীরগণ স্ব স্ব
 কার্ম্মক গ্রহণপূর্ব্বক দুর্ঘোধানের রক্ষার্থ রণোন্মুখ হই-
 লেন। তখন পার্থ সমস্ত কৌরবদিগকে একবারে প্রতী-
 নিবৃত্ত হইতে দেখিয়া, হংস যেমন জলদোদয়ে উৎ-
 পতিত হয়, তাহার ন্যায় সৈন্যবাহ-সমীপে সমুপস্থিত
 হইলেন। কৌরবগণ তাহার চতুর্দিক বেষ্টিত করিয়া,
 যদ্রূপ নীরধর নীরধারাদ্বারা গিরিবর অভিষিক্ত করে,
 তাহার ন্যায় পার্থের প্রতি দিবাাত্র রুচি করিতে আরম্ভ
 করিল।

ধনঞ্জয় একাকী অস্ত্রদ্বারা সেই সমস্ত অস্ত্রের প্রতি-
 খাত করিয়া পরিশেষে এককালেই সেই সকল বীরের

পরাজয় বাগনায় গাণ্ডীবে মহাবীৰ্য্য অনিবার্য্য সংঘো-
হনান্ত্র সন্ধান করিলেন । শাস্ত্র ও গাণ্ডীবের নির্যোধে
শক্রদিগের চিত্ত ব্যথিত ও ত্রিভুজগৎ মুখরিত হইয়া
উঠিল । সম্মোহন বাণের প্রভাবে কোরবগণ একবারেই
ব্রিচেতন হইয়া পড়িল । হস্ত হইতে অস্ত্র সমস্ত অস্ত্র
হইতে রাখিল । যে ব্যক্তি যেখানে যে অবস্থায় ছিল
সে সেই স্থানেই নিদ্রিত হইয়া রহিল । তখন অর্জুন,
উত্তরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন দেখ, অস্ত্রের গুণে
সমস্ত কুরুদল হতচেতন্য হইয়া পড়িয়াছে । এই সময়
রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, উত্তরার নিমিত্ত, সারস্বত
ও আচার্য্যের শুক্রবর্ণ উষ্ণীশ, কর্ণের নীতবর্ণ এবং দ্রোণি
ও দুৰ্যোধনের নীলবর্ণ শিরস্ত্রাণ তানয়ন কর । ভীষ্ম
এ অস্ত্রের প্রতিঘাতের উপায় অবগত আছেন । ইহাতে
বোধ হয়, তাঁহার চৈতন্য বিলোপ হয় নাই । অতএব
পিতামহের রথ বামভাগে রাখিয়া, এই পথ দিয়া গমন
কর । উত্তর অর্জুনের আদেশক্রমে মহারথদিগের বস্ত্র
গ্রহণ করিয়া পরিশেষে কতগুলি অস্ত্রও লইলেন এবং
পুনর্বার স্বকীয় রথে অধিরোহণ করিয়া রথ চালন
করিলেন ।

অনন্তর ভীষ্ম অর্জুনকে কৃতকৃত্য ও প্রস্থিত হইতে
দেখিয়া কান্মূক ধারণ পূৰ্ব্বক বাণবিক্ষেপ করিতে
আরম্ভ করিলেন । মহাবীর ধনঞ্জয় নিমিষমধ্যে তদীয়
বাহনচতুষ্টয় বিনষ্ট করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করিলেন
এবং যেমন মহাসুরশি জলদাবলী বিদীর্ণ করিয়া প্রকা-
শিত হয়, তাহার ন্যায়, রথবৃন্দমধ্য হইতে বিনিঃসৃত
হইলেন । অণু বিলম্বেই কোরবগণ বিনিভ্র ও লব্ধসংগ্রহ

হইল। তখন দুর্যোধন অর্জুনকে সমরবিব্রত ও একান্তে অবস্থিত দেখিয়া কহিলেন অহে যোদ্ধাসকল, তোমরা বীভৎসুকে কি নিমিত্ত ছাড়িয়া দিয়াছ, যুদ্ধ কর, ইহাকে অবশ্যই পরাজিত করিতে হইবে। এই কথা বলিয়া পুনর্বার ধনুর্ধারণ করিলেন। তখন তরতপিতামহ ভীষ্ম ঈষদ্ভাষ্য করিয়া কহিলেন তোমার এতদৃশ বুদ্ধি, পরাক্রম, ও রাজবীৰ্য্য এতক্ষণ কোথায় ছিল। অর্জুনকে ইতর লোকের ন্যায় নৃশংস ও পাপাত্মা জ্ঞান করিও না। এই মহাপুরুষ ধর্ম্মরক্ষাহেতু ত্রৈলোকা পরিত্যাগেও কাতর নহেন। দেখ যখন, তোমরা সকলেই অট্টেতন্য হইয়াছিলে তখন পার্থ তাদৃশ দয়ালুস্বভাব না হইলে, নিমিষমধ্যে তোমাদিগের সকলকেই বিনষ্ট করিতে পারিত। অতএব অদ্য যে তোমাদিগের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে, ইহাই পরম লাভ বিবেচনা করিয়া, স্বকীয় সৈন্য লইয়া হস্তিনায় চল। অর্জুন গোধন গ্রহণ করিয়া গমন করুক। দুর্যোধন, হিতৈষী ভীষ্মমুখে এই সকল কথা শুনিয়া, দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত সমর বাসনা বিসর্জন করিয়া নিশ্চর হইয়া রহিলেন।

অনন্তর অর্জুন কৌরবদিগকে প্রস্থানোদ্যত বিবেচনা করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা ও ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্যকে শিরোবনমন পূর্বক প্রণিপাত করিলেন, শরদ্বারা অন্যান্য মান্য ব্যক্তিকে অতিবাদন ও দুর্যোধনের মুকুটচ্ছেদন করিলেন, গাণ্ডীবনির্ঘোষে প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে আমন্ত্রিত করিলেন, শঙ্খশব্দে সকলকে অতিভূত করিলেন, এবং জয়লাভসূচক বিজয়-পতাকা-হর্ণিত করিয়া বিপক্ষদের পরাভব স্থির করিলেন।

কৌরবগণ, বিষয়বদনে হস্তিনাভিमुखে প্রস্থান করিল। দেবীভাগণ পার্থের অসীম সমরপারদর্শিতা দর্শনে পরম পরিভূত হইয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

অনন্তর কিরীটী উত্তরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজকুমার এখন কৌরবসকল পরাজিত ও গোধন সুরক্ষিত হইয়াছে। অতএব অশ্বদিগকে আবৃত্ত কর। অতঃপর পুরপ্রবেশ করিতে হইবে। উত্তর তাহাই করিলেন। ঐ সময় কতকগুলি পলায়িত কুরুসৈনিক-পুরুষ গহনবন হইতে নিস্কান্ত হইয়া সমুদ্র অঙ্কুশকে দেখিয়া তাহার শরণাগত হইল, এবং ভয়ব্যাকুল হৃদয়ে কৃতাজ্ঞলিপুটে প্রণাম করিয়া কহিল “আমরা, মহাশয়ের শরণাগত কিঙ্কর, আমাদিগের প্রাণরক্ষা করুন”। অঙ্কুশ কহিলেন, আমি কখনই আর্তি ব্যক্তির হিংসা করি না, অতএব তোমরা নির্ভয়ে ও সঙ্কল্পে গৃহে গমন কর। এই কথা বলিলে তাহারা পরমানন্দিত হইয়া ভূয়োভূয়ঃ আশীর্বাদ করিতে লাগিল। এইরূপে অঙ্কুশ তাহাদিগকে বিদায় করিয়া গোধন লইয়া উত্তর-সমভিব্যাহারে বিরাটরাষ্ট্রাভিमुखে যাত্রা করিলেন।

অঙ্কুশ পশ্চিমমুখে উত্তরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি নগরে উপস্থিত হইয়া কোন কথাই কহিবে না, পাণ্ডবগণ তোমার পিতার নিকট অবস্থান করিতেছেন। এ কথা সহসা প্রকাশিত হইলে, মৎস্যপতি ভয়-বিস্ময়ে সাক্ষি স্বরূপ অশ্বস্থ হইতে পারেন। অতএব পিতার নিকটে গিয়া ইহাই বলিবে, যে আমিই একাকী কৌরবদিগকে পরাজিত ও গোপুল ভয় করিয়া আনিয়াছি, আমি হইতেই সমস্ত কার্য সম্পাদিত হইয়াছে।

উক্তর কহিলেন সামান্য পশু সিংহের ভার গ্রহণ করি-
রাছে এমন কখনই বলা যায় না । অতএব মহাশয়
যে অমানুষ কর্ম করিলেন, তাহা মাদৃশ ব্যক্তিতে কোন
মতেই সম্ভব পার না । বাহা হউক আপনকার আজ্ঞা-
নুসারে প্রকৃত কথা গোপনে রাখিব ।

অনন্তর অর্জুনের রথ হইতে অনলপ্রতিম কপিবর
ও দ্রুতগণ অন্তরীক্ষে উপস্থিত হইল । তখন উক্তর
স্বকীয় রথে পুনর্বার সিংহধ্বজ যোজিত করিলেন, এবং
অর্জুনকে সারথি করিয়া কুরুবীরগণের সেই সমস্ত বস্ত্র
ও অস্ত্র লইয়া নগরাভিমুখী হইলেন । সমরবিজয়ী ধন-
জয় ও পুনর্বার বেণীবিন্যাস ও ব্রহ্মলারূপ ধারণ করিয়া
উক্তরের হস্ত হইতে তুরগরশ্মি গ্রহণ পূর্বক রথোপরি
উপবিষ্ট হইলেন, এবং কহিলেন রাজকুমার ! ঐ দেখ
পোপালগণ তোমাদিগের সমস্ত গোধন আনয়ন করি-
রাছে । অগ্রে উহারাই নগরে গিয়া ভবদীয় বিজয়-
বার্তা ঘোষণা করুক । আমরা অপরাহ্নকালে নগরে প্র-
বেশ করিব । উক্তর পার্থের বচনানুসারে গোপদিগকে
আজ্ঞান করিয়া বলিলেন তোমরা বিজয়স্বোচ্চারণ নগরে
গিয়া এইমাত্র বলিবে, যে, কোরবগণ পরাজিত ও গো-
ধন রক্ষিত হইয়াছে । আজ্ঞানাত্র দ্রুতগণ দ্রুতবেগে
নগরাভিমুখে গমন করিল । পার্থ ও উক্তর উভয়ে পুন-
র্বার সমীক্ষক-সমীপে উপস্থিত হইয়া অস্ত্র শস্ত্রাদি পূর্ব-
রূপে আবিষ্কৃত করিয়া রাখিলেন । পরে অপরাহ্নকালে উপ-
স্থিত হইলে, বিরচিতনয় সমস্ত কর্ম সম্পাদিত করিয়া,
ব্রহ্মলাসমতিবাহারে নগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন ।
এদিকে সংসাপতি ত্রিগর্তদিগকে পরাজিত করিয়া

পাণ্ডবচতুষ্টয় সমভিব্যাহারে নগরে প্রত্যাগমন করিলেন । অনন্তর পরিচ্ছদ পরিবর্ত ও শ্রান্তি দূর করিয়া সভায় আসীন হইলেন । যোদ্ধাসকল চতুর্দিকে উপবিষ্ট হইল । প্রজাগণ বিজয়ধ্বনি করিতে ও দ্বিজগণ আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন । বিরাটরাজ প্রতিনন্দন-পূর্ব্বক তাহাদিগকে যথাযোগ্য পুরস্কৃত করিয়া বিদায় করিলেন । পরে উত্তরকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, অস্তঃপুরচারী জীপুরুষগণ আসিয়া নিবেদন করিল মহারাজ ! কোরবেরা, উত্তর গোয়ত্রে আসিয়া গোধন হরণ করিয়াছে শুনিয়া সাহসী রাজকুমার, ব্রহ্মরাজকে সারথি করিয়া, ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ দুর্যোধন প্রভৃতি অতিরথবর্গের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিয়াছেন । রাজা ভূত্যাগশ্রমে এই অচিস্তনীয় ঘটনা শ্রবণে একান্ত ভীত হইয়া, মন্ত্রিদিগকে লঙ্ঘোদন করিয়া কহিলেন আমি বোধ করি, কোরবগণ, ত্রিগর্ত্তস্থিগের পরাজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, অবশ্যই চলিয়া গিয়া থাকিবে । যাহা হউক, যে সকল বীরপুরুষ ত্রিগর্ত্ত সহ যুদ্ধে আহত না হইয়াছে, তাহারা দ্বারায় উত্তর গোয়ত্রে যাত্রা করুক ।

পরে আজ্ঞানুসারে বীরগণ বিচিত্র শস্ত্রাভরণ সম্পন্ন হইয়া, যুদ্ধসজ্জা করিতে লাগিল । বিরাট পুনর্বার বাহিনী-প্রতি আদেশ করিলেন তোমরা শীঘ্র গিয়া দেখ, কুমার জীবিত আছে কি না । আমার বোধ হয়, যখন সে যুদ্ধে সারথি করিয়া লইয়া গিয়াছে তখন তাহার জীবনের আর প্রত্যাশা নাই ।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ রাজাকে কাতর দেখিয়া দৈবহাস্য

করিয়া কহিলেন মহারাজের কোন চিন্তা নাই। ব্রহ্মলী
সারথি হইলে, তাহার কুত্রাপি বিনাশ নাই। মহাশয়
কৌরবগণের কথা কি কহিতেছেন, ব্রহ্মলী সহায়
থাকিলে দেব দানব যেকেরাও রাজকুমারকে পরাজিত
করিতে পারিবে না। অতএব সে বিষয়ে উদ্বিগ্ন হই-
বেন না। উত্তর বিজয়ী হইয়া আগত প্রায়। যুধিষ্ঠির
এই কথা বলিতে বলিতে উত্তর-প্রহিত দূতগণ বিরাট-
নগরে উপনীত হইয়া, রাজপুত্রের বিজয় ঘোষণা
করিল। মন্ত্রিবর নরপতিকে সম্বোধন করিয়া বিজয়-
বার্তা প্রবণ করাইয়া কহিলেন মহারাজ! রাজকুমার
গোকুল বিজিত, ও কুরুকুল পরাজিত করিয়া সারথির
সহিত কুশলী আছেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন আমি
পূর্বেইত কহিয়াছি ব্রহ্মলী সহায় থাকিলে তাহার
কুত্রাপি পরাজয় নাই। অতএব উত্তর যে কৌরব-
দিগকে পরাজিত করিয়াছেন তাহা আশ্চর্য্য নহে।

বিরাট, ভনয়ের বিজয়বার্তা প্রবণে অত্যন্ত আন-
ন্দিত হইয়া দূতদিগকে সম্বোধিত পুরস্কৃত করিলেন।
পরে সচিবদিগের প্রতি আদেশ করিলেন ভোদয়া
রাজপথ সংস্কৃত, ও স্থানে স্থানে পতাকা সমুখাপিত
কর। পুষ্পোপহার-দ্বারা দেবতাদিগের পূজাবিধান
কর। যোদ্ধা সকল সজ্জিত হইয়া, কুমারী ও বারবন্দি
সকল আভরণ-ভূষিত হইয়া, এবং বাদ্যকরেরা বাদ্য
জাইয়া কুমারানন্দনার্থ অগ্রসর হউক। যন্তোপুরুষেরা
বারণে অধিকৃত হইয়া প্রতিচতুষ্পথে বিজয় ঘোষণা
করুক। নদীর তনয়া উত্তর। প্রকুমারীজন-পরিবারিতা
হইয়া যাত্রা করুক।

রাজার আজ্ঞাযুক্ত অনুচরগণ স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত
হইয়া স্বস্তিক গ্রহণ করিল। প্রমদাসকল পরীক্ষা বেশ
বিন্যাস করিতে লাগিল। তেরী তূর্বা ও পশ্চিম সকল
সজ্জিত হইল। সূত, মাগধ, ও নান্দীবরগণ কুমার-
প্রত্যয়ননে আগ্রসর হইল। এইরূপে মৎসরাজ সৈন্য,
কুমারী ও বারনারীদিগকে বিদায় করিয়া আনন্দিতচিত্ত
হইয়া সৈরিকীকে অক্ষ আনয়ন করিতে আদেশ করি-
লেন; এবং কঙ্ককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন এক্ষণে
আর কোন উদ্বেগের বিষয় নাই, এস আমরা দ্যুতক্রীড়া
করি। পশ্চিমপ্রান্তে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব অধীকারপূর্ব্বক কহি-
লেন অতি জুট বা কিতবের সহিত ক্রীড়া করিতে শাস্ত্রে
ভূয়োভূয়ঃ নিবেদ আছে। আমি সর্ব্বথাই মহারাজের
প্রিয়কথাই কহিব। অদ্য আপনি অত্যন্ত আশ্লাবিত
আছেন, একারণ মহাশয়ের সহিত ক্রীড়া করিতে আমার
সাহস হয় না। বিরটি কহিলেন আমার সহিত ক্রীড়া
করিতে আপনার আশঙ্কা কি। আমার সমস্ত ধনসম্পত্তি
আপনাইহইতেই সুরক্ষিত ও আপনাতাই সমর্পিত হই-
য়াছে। কঙ্ক বলিলেন, মহারাজ! দ্যুতদেবনে অনেক
দোষ-ত্রুটি আছে। অতএব ইহা হইতে সর্ব্বথা বিরতি-
তার অবলম্বন করা পরম যত্নলের বিষয়। পাশক্রীড়া-
সক্ত ব্যক্তিদিগের কোন কালেই শ্রোয়ঃ নাই। আপনি
শুনিয়া থাকিবেন রাজা যুধিষ্ঠির কেবল দ্যুতাসক্তি
দোষই সমস্ত সাম্রাজ্য, ও পরিশেষে ত্রিদশোপম
ভাতাদিগকেও হারিয়াছেন। জন্মিগিত দ্যুতদেবনে
আর উৎসাহ হয় না। কিন্তু মহারাজের আজ্ঞা লঙ্ঘন
করা অন্যথা বিবেচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল।

অনন্তর দ্বাতকীভারত হইলে, অংসাপতি পুলকিতাঃ করণে কহিলেন উভয়ের কি আশ্চর্য ক্ষমতা, সে একাকী সমস্ত কুরুবীরের পরাজয় করিয়াছে । এ কথায় যুধিষ্ঠির কহিলেন, বৃহন্নলা গারখি হইলে কেনই বিজয়লাভ না হইবে । ধর্ম্মরাজ এই কথা বলিলামাত্র রাজা একেবারে ক্রোধাক্ত হইয়া ভৎসনা করিয়া কহিলেন রে, দ্বিজাধম, তোর কোন বিবেচনা নাই । তুই তাদৃশ মহাবল রাজকুমারকে ন্যাকৃত্ত করিয়া, একটা অগ্রাহ বণ্ডের প্রশংসা ও আমার অবমাননা করিতেছিস । সে আমার পুত্র হইয়া তীক্ষ্ণ দ্রোণ কৃপ প্রভৃতিকে কেন পরাভূত করিতে পারিবে না । যদি জীবিতে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে এমত কথা যেন আর আমাকে শুনিতে না হয় ।

সত্যবাদী যুধিষ্ঠির অকুতোভয়ে কহিলেন, মহারাজ ! আপনি বিশেষ অবগত নহেন, যেখানে বিক্রমশালী ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, ও দুর্য়োধন যুদ্ধার্থী হয়েন, অথবা যে রণস্থলে অয়ং দেবরাজ ত্রিদিবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ধনুর্জ্ঞাণ ধারণ করেন, সেখানে বৃহন্নলা বাতীত অগ্রসর হওয়া আর কাহারও সাধ্য নহে । যাহার তুল্য বাহুবলশালী জগতীতলে কেহ কখন অগ্র প্রহণ করে নাই । যে রণধীর সমরাক্রমে শরাসন ধারণ করিলে শত্রু মিত্র উভয়েরই প্রীতিপাত্র ও অতিমাত্র প্রশংসাসভাজন হইয়া থাকেন । দেবগণ, দানবগণ, ও মনুষ্যগণ, সকলে একত্র হইয়াও যাহার প্রতাপ সূহ্য করিতে পারেন না । বীরদল-ললাম্বুত ত্রিলোক-বিজয়ী সেই মহাবীর সহায় হইলে কেনই বিজয়লাভ

না হইবে। যুধিষ্ঠির ব্রহ্মলার এইপ্রকার প্রশংসা করিলে, পুত্রবৎসল মৎস্যপতি আর সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধাঙ্ক হইয়া কহিলেন রে নরাদম! আমি বারবার নিবারণ করিলাম; তথাপি আমার কথা স্মরণি না। বুঝিলাম নিয়ন্তা না থাকিলে, কেহই স্মরণ্যে চলে না। এই কথা বলিয়া যুধিষ্ঠিরের বদন লক্ষ্য করিয়া অন্ধ প্রক্ষেপ করিলেন, অক্ষাঘাত মাঝে তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে অবিশ্রান্ত শোণিতস্রাব হইতে লাগিল। ধর্মরাজ, পাছে ভূমিতে রক্তপাত হয়, এই আশঙ্কায়, বজ্রাঞ্জলি হইয়া বসিয়া পার্শ্বস্থা ক্রপদনন্দিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অমনি পতিপ্রাণা সতী পতির অতিপ্রায় বুদ্ধিতে পারিয়া, বারিপূর্ণ সৌবর্ণ পাত্র আনিয়া ধরিলেন।

এদিকে রাজকুমার ব্রহ্মলা-সমভিব্যাহারে নগরে প্রবেশ করিলে, পুরনারী সকল মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর উত্তর ভবনদ্বারে উপনীত হইয়া দ্বারীর প্রতি আদেশ করিলে, সে তৎক্ষণাৎ রাজগোচরে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল মহারাজ! সমরবিজয়ী রাজকুমার ব্রহ্মলা-সমভিব্যাহারে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন। রাজা এই বার্তা শ্রবণমাত্র পরমপুলকিত হইয়া কহিলেন, তাহাদিগকে শীঘ্র প্রবেশ করাও। আমি উভয়কেই একত্র দেখিতে অভিলাষী হইয়াছি। রাজা এইরূপ আজ্ঞা করিলে যুধিষ্ঠির দ্বারবানের কর্ণে বলিলেন ভূমি এখন ব্রহ্মলাকে আসিতে নিষেধ কর। কারণ, এই মহাবাহুর অস্তিত্ব আছে, সংগ্রাম-ভিন্ন স্থলে আমার অঙ্গ হইতে ভূমিতে রক্তপাত হইলে, ব্রহ্মলা আঘাত-

কারীকে ভৎসনাৎ শমনভবনে প্রেরণ করিবেন। অতএব মহারাজ আমাকে সম্বোধিত দেখিলে, এই সঙ্গেই স্টেনসন নামাত্তা বিরটিটের প্রাণদণ্ড হইবে সন্দেহ নাই। অনন্তর একাকী উত্তর সভামধ্যে প্রবেশ হইয়া, পিতার পাদবন্দন করিয়া, কককে অভিবাदन করিতে গেলেন এবং দেখিলেন ধর্ম্মরাজ একান্তে ভূতলে আসীন রহিয়াছেন। নাসা হইতে অজস্র অসুখারা নির্গত হইতেছে। পতিপরায়ণাটেরিঙ্গী শুশ্রূষা করিতেছেন। উত্তর এই ব্যাপার দেখিবামাত্র ভীত, চমৎকৃত ও ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে ইহাকে প্রহার করিয়াছে? এমনতাপ কৰ্ম্ম কে করিয়াছে? কাহার আসন্নকাল উপস্থিত হইয়াছে? রাজা কহিলেন আমিই এই কুটিল বটুর ভাড়া করিয়াছি। আমি তোমার শৌর্য্যের প্রশংসা করাতে এই দুই বটু কেবল বঞ্চেই প্রশংসা করিতে লাগিল। উত্তর কহিলেন মহারাজ! অভিগর্হিত কৰ্ম্ম করিয়াছেন। এক্ষণে ইনি যাহাতে প্রাণ নষ্ট হয়, ও যাহাতে ব্রহ্মরোষে আপনি সম্বংশে দণ্ড না হয় তাহা করুন। বিরটি ভৎসনাৎ পুত্র-সমভিব্যাহারে কক্কের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, ধর্ম্মরাজ কহিলেন আমি অনেককণ ক্ষমা করিয়াছি। মহারাজের প্রতি আমার কিছুমাত্র ক্রোধ নাই। যদি এইরূপিরের কণামাত্র ও ভূমিতে পড়িত, তাহা হইলে এখনই আপনি সরাষ্ট্র বিনষ্ট হইতেন সন্দেহ নাই। মহারাজ নিরপরাধে আমার ভাড়া করিয়াছেন বটে, কিন্তু তথাপি কিছু বিবয়ে মহাশয়কে দোষী বলা যাইতে পারে না। যেহেতু বজবান্ প্রভুর সহসাই ক্রোধ উপস্থিত হইয়া থাকে,

এবং অতি তুচ্ছ ঘটনাও তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠে ।

অনন্তর শোণিত নিরুত হইলে, রাজা, যুধিষ্ঠিরকে প্রেরণ করিয়া পুনর্বার সভাসীন হইলেন, এবং সর্বজন-সমন্বয়ে পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, আমি তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া যথার্থ পুত্রবান্ হইয়াছি, তুৎ-সদৃশ তনয় আর কাহারও হয় নাই । এই কথা বলিয়া পুত্রকে পুনর্বার সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তাদৃশ বীরপ্রধান কর্ণের সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিলে ? কিরূপেই বা অমানুষ-বিক্রমশালী ভীষ্মের সহিত তোমার প্রতিযোগিতা হইল ? বৃষ্ণিবংশ, কুরুবংশ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়কুলের আচার্য্য দ্বিজবর দ্রোণের সহিতই বা কি প্রকারে যুদ্ধ হইল ? বীরপ্রধান দ্রৌণির সহিত কিরূপে সন্মিলন হইল ? রণস্থলে যে কৃপাচার্য্যের ভয়ঙ্কর আকার দেখিবারাত্র অবসর হইতে হয়, তাদৃশ বীরবরের সহিত তোমার কি প্রকারে যুদ্ধ হইল ? যে দুর্য্যোধনের সায়েকে পর্ত্ত বিদীর্ণ হয়, তাঁহার সহিত তুমি কিরূপে যুদ্ধ করিলে ? বিশেষ করিয়া বল । তুমি একাকী যে, শার্দূলগৃহীত আমিষের ন্যায়, কোরবদিগের হস্ত হইতে গোধনের পরিজ্ঞান বিধান করিয়াছ, ইহাতে আমার যে কতদূর পর্য্যন্ত আনন্দানুভব হইতেছে তাহা বর্ণনাভীত ।

রাজা পুত্রের অন্তত যুদ্ধবর্ত্তা শুক্রিষু হইয়া এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু উত্তর এইমাত্র প্রত্যুত্তর করিলেন, যে, গোধনের জয় ও কুরুকুলের পরাজয় আমাহইতে হয় নাই, ইহা বার সম্ভাবনাও নাই । কোন দেবকুমার কর্ত্তৃক এই সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে ।

আমি প্রথমতঃ সাগরোপম কুরুসৈন্য সন্দর্শন মাത്രেই অতিমাত্র ভয়ে পলায়নোদ্ভূত হইয়াছিলাম। পরে অশ-
নিসমাহাশালী কোম দেবকুমার আমাকে নিরস্ত করিয়া
অভয়প্রদান পূর্বক স্বয়ং রথারূঢ় হইলেন। তিনিই
কুরুদিগকে পরাজিত করিয়াছেন, এবং তাঁহা হইতেই
সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। আমি কিছুই করি নাই।

রণস্থলে যখন ভীষ্ম, দ্রোণ, দ্রৌণি, কর্ণ প্রভৃতি মহা-
রথ সকল বিরথীকৃত ও পরাজিত হইলেন, তখন দুর্য্যো-
ধন ও বিকর্ণ ভয়ে পলায়ন করিতেছে দেখিয়া সেই দেব-
কুমার রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, অহে কুরু-
রাজ ! তুমি কোথায় পলাইবে, হস্তিনানগরে গমন করি-
লেও তোমার নিস্তার নাই। যেখানে যাইবে তুমি কিছু-
তেই আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। অদ্য যুদ্ধ
ব্যতিরেকে তোমার আর উপায় দেখি না। অতএব যুদ্ধ
কর, ইহাতে উভয়ধাই মঙ্গল। জয়লাভে পৃথিবীর একা-
ধিপত্য লাভ, অন্যথা স্বর্গলভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।
দেবকুমারের এই প্রকার মিষ্ট ভাষণে, মানধন
দুর্য্যোধন, সচিববর্গে পরিবৃত্ত ও প্রতিনিবৃত্ত হইয়া
ক্রোধভরে অশনিতুলা বাণ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন।
তাঁহার ভীষণমূর্ত্তি দর্শনে আমার শরীর রোমাঞ্চিত ও
উরু কম্প হইতে লাগিল। কিন্তু সেই দেবপুরুষ, অপ্রত-
পূর্ব সিংহধ্বনি করিয়া, সুভীক্ষ বাণে কণমধ্যে তদীয়
সমস্ত সৈন্য বিলোড়িত করিলেন। এবং পরিশেষে
এমত একটা শর সন্ধান করিলেন যে, তৎপ্রভাবে বাব-
লীয় কৌরবগণ একেবারে সম্মোহিত ও নিদ্রিত-প্রায়
হইল। সেই অবসরেই তিনি তাহাদিগের এই সমস্ত

বিচিত্র বসন আহরণ করিলেন । অধিক কি বলিব । বক্রপ, ক্রুদ্ধ শার্দূল অনায়াসে অন্যান্য পশুর পরাভব করে, তাহার ন্যায় সেই দেবকুমার একাকী নিমিষ-মধ্যে যাবতীয় কুরুবীরের পরাভব করিলেন ।

বিরাট জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই দেবপুরুষ এখন কোথায় । উত্তর করিলেন, তিনি অস্থিহীত হইয়াছেন । বোধ হয় কল্যা বা পুরুষঃ এখানে প্রাচুর্ভূত হইবেন । উত্তর এই প্রকার বলিলে, পাণ্ডবেরা যে ছদ্মবেশে এই সমস্ত কার্য্য করিয়া, রাজভবনে অবস্থান করিতেছেন, নৎস্যরাজ তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না । অনন্তর ব্রহ্মলী বিরাটকর্তৃক অশুজ্ঞাত হইয়া, সেই সমস্ত রুচির বস্ত্র লইয়া, উত্তরাকে প্রদান করিলেন । রাজ-কুমারী বিচিত্র নবীন বসন লাভে, অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন । পরদিন ধনঞ্জয় উত্তরের সহিত মন্ত্রণা করিয়া যে সমস্ত ইতিকর্তব্য স্থির করিলেন, তাহাতে পরিণামে সপুত্র নৎস্যরাজ ও ভরতপ্রবরগণ সকলেই আনন্দিত হইলেন ।

দৈবাহিকপর্ব ।

৪/তৃতীয় দিবসে রাজা যুধিষ্ঠির রাজবেশ ধারণ করিয়া আভরণ-ভূষিত ভীষ্মাদি ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়ে পরিবৃত্ত হইয়া বিরাটরাজের সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, এবং পতিপরায়ণা ক্রপদনন্দিনী রমণীয় বেশবিন্যাস করিয়া মূর্ত্তিমতী শোভার ন্যায় সিংহাসনপার্শ্বে বসিলেন । অনন্তর বিরাটরাজ রাজকার্য্যোদ্দেশে সভাভবনে উপ-

হিত হইয়া তাঁহাদিগের তথাবিধ শরীরী নিরীক্ষণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন, এবং অমরগণ-বেষ্টিত ত্রিদশ-পতির ন্যায় কক্ষকে মধ্যে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি অক্ষজীবী, রাজসভায় সভাস্তাররূপে ব্রত হইয়া অদ্য কি নিমিত্ত রাজবেশ ধারণ ও রাজ্যাসনে উপবেশন করিয়াছ ?

অর্জুন বিরাটের এইপ্রকার বাক্য শুনিয়া, পরিহাস-মানসে হাস্য করিয়া কহিলেন, যিনি বাসবের সহিত একাসনে উপবেশন করেন। যিনি বেদজ্ঞ যাজ্ঞিক ও বীৰ্য্যবন্ত বদান্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। যিনি দৃঢ়ব্রত, অদ্বিতীয় বুজিমান, ও সাক্ষাৎ শরীরী ধর্ম্ম। যাঁহার তুলা সমর-পারদর্শী সুর, অমুর, যক্ষ, ও রাক্ষস-দিগের মধ্যেও প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। যিনি অতি দূরদর্শী ও অভ্যন্ত ভেজস্বী। যাঁহার তুলা দেশহিতৈষী, পরোপকারী ও অপক্ষপাতী ব্যক্তি পৃথিবীতে আর নাই। যাঁহাকে সকলেই রাজর্ষি বলিয়া থাকে। যাঁহার সদৃশ ধৃতিমান্, বলমান্, সত্যবাদী, কার্যদক্ষ ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষ জিলোকमध्ये কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। যিনি মহাতেজা মমুর ন্যায় প্রকৃতিপ্রতিপালনে নিতান্ত যত্ববান্। যাঁহার কীর্তিচন্দ্রিকায় ভূমণ্ডল পরিপূর্ণ ও অমৃতান্তিযুক্ত হইতেছে। এবং যাঁহার তেজঃ-প্রভাকর-কিরণে দিক্‌সকল আলোকময় হইয়া রহিয়াছে। ইনি সেই সকল লোক-ললাম-ভূত কুরু-প্রবীর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির। ইহার আধিপত্যের বিষয় প্রায় কাহারও আগোচর নাই। ইনি বহুছাপ্ররক রাজভবন হইতে বহির্গত হইলেও দশ সহস্র কুঞ্জর ও জিংশং সহস্র রথ

ইহার অনুগমন করিত। প্রত্যহ প্রত্যহ সময়ে অষ্টমত
মৃত, ও অসম্ভা মগধগণ ইহার স্তুতি গীতি করিত।
যাবতীয় কোরবগণ কিঙ্কর-প্রায় প্রতিদিনই ইহার উপা-
সনা করিত। পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজাই ইহাকে করপ্রদান
করিতেন। ইনি অকাণীতি সহস্র স্নাতক ও অসম্ভা
অন্ধ, পঙ্গু, বৃদ্ধ প্রভৃতি নিরাশ্রয় ব্যক্তিবর্গের নিত্য ভরণ
পোষণ করিতেন। পুঙ্খ-নির্কীর্ণশেষে প্রজাপুঞ্জের প্রতি-
পালন করিতেন। ইহার লক্ষ্মী-প্রভাবে মগধ দুর্ব্যোজন
অদ্যাপি সমস্ত হইয়া রহিয়াছেন। ইহার শুণের
কথাই বা কি কহিব, যে সমস্ত শুণের এক একটা থাকি-
লেও লোক লোকসমাজে গণ্য ও শ্রদ্ধা মান্য হইয়া
থাকে, সেই সমস্ত শুণই এই একমাত্র আধারে বিরাজ
করিতেছে। অতএব যাহার শরীরে এত শুণ আছে,
তিনি অবশ্যই রাজবৈশ্য ধারণ ও সিংহাসনে উবেশন
করিতে পারেন সন্দেহ নাই।

বিরাট এই কথা প্রবণমান্য সাতিশয় বিস্তৃত, ভীত,
লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া অতি মৃদুভাবে কহিলেন,
ইনিই যদি রাজা সুধিষ্ঠির; তবে ভীম, অর্জুন, নকুল
ও সহদেব কৈ, এবং পতিপরায়ণা যশস্বিনী দ্রৌপদীই
বা কোথায়? অর্জুন কহিলেন, এই যে বল্লব নামধারী
আপনকার পাচক, ইনিই ভীমপরাক্রমশালী ভীমসেন।
ইনি গন্ধমাদন পর্যাতে একাকী যাবতীয় রন্ধকের প্রাণ
বিনাশ করিয়া কৃষ্ণানিমিত্ত সৌময়িক দ্রব্যসকল উপা-
হার করিয়াছিলেন। ইনিই গন্ধর্ববেশে মহারাজের
টসন্যাধার হুরায়া কীচককে সবংশে বিনষ্ট করিয়াছেন,
এবং এই ভীমসেনই মল্লভাবে মহাশয়ের অস্ত্রপুরে প্রবেশ

বাস্ত্রাদি নিহত করিয়া, সামান্যজনবৎ পুরস্কারলাভে পরম পরিভোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আর যে মহাবীর আপনকার অশ্বশালার অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন, তিনিই এই নকুল ; এবং যিনি মহারাজের গোসঙ্ঘাতা ইনিই সহদেব। ইহারা উভয়েই পরম রূপবান্, গুণবান্, ও অভ্যস্ত যশস্বী। আর যাহার নিমিত্ত সৰ্বংশ কীচকের নিধন হইয়াছে, সেই পরম পতিব্রতা, পদ্ম-পলাশাকী এই দ্রৌপদী মহাশয়ের আবাসে সৈরিক্রীবেশে সৎবৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন। এবং আমারই নাম অজ্ঞান, আমার বিষয় মহারাজের অগোচর কিছুই নাই, আমি ভীমের কনিষ্ঠ এবং নকুল সহদেবের জ্যেষ্ঠ। আমরা মহারাজ-ভবনে এক বৎসর গর্ভবাসের ন্যায় অজ্ঞাত বাস করিয়াছি।

অনন্তর উত্তর অগ্রসর হইয়া কহিলেন এই যে সুবর্ণ-গৌরতনু মহাপুরুষ সিংহাসনে অধিকৃত হইয়া বিরাজ করিতেছেন ; ইনিই কুরুশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির। এই যে মত্তগজেন্দ্রগামী প্রতাপচামীকরের ন্যায় গৌরবর্ণ যুবা দেখিতেছেন, যাহার অংশদ্বয় পৃথুল আয়ত এবং বাহু অভ্যস্ত দীর্ঘ, ইনি মহাবীর বৃকোদর। ইহার পাশ্বে বারণযুধপ-তুলা শ্যামতনু এই যে তরুণবর উপবিষ্ট আছেন, ইনিই অদ্বিতীয় ধর্মুর্জর মহাবীর অজ্ঞান। ধর্ম্মরাজের সম্মুখে বিষ্ণু ও মহেশ্বরতুলা যে দুই পুরুষ-শাকীল বলিয়া আছেন, যাহাদিগের সদৃশ রূপবান্ ও সুশীল প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না, ইহারা ই যমজ নকুল ও সহদেব। আর ইহাদিগের পাশ্বে কবণোত্তমাদী নীলোৎপলাভা যে যুবতী, মূর্ত্তিমতী প্রভার ন্যায়, ও

সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায়, বিরাজ করিতেছেন, ইনিই
ঋপদরাজ-তনয়া কৃষ্ণা ।

উত্তর এইরূপে পাণ্ডবদিগের সামান্যতঃ পরিচয়
প্রদান করিয়া, বিশেষরূপে অর্জুনের বিক্রম বর্ণনা
করিয়া কহিলেন, উত্তর গোষ্ঠেই সুবর্ণকক্ষ মত্ত মহাগজ
ইহারই একবাণে বিদ্ধমাত্র ভূতলে পতিত ও পঞ্চদ
প্রাপ্ত হয়। ইনিই গোকুল প্রিত ও কুরুকুল পরাজিত
করেন। ইহার শঙ্খনাদে ও গাণ্ডীবনির্ধোষে মদীয় কর্ণ-
কুহর বধিরীকৃত হয়। এবং আমি যে দেবকুমারের
কথা কহিয়াছিলাম তিনিই এই মহাবীর অর্জুন ।

বিরাট পুঙ্খমুখে এই সমস্ত অভাবনীয় ও অচিন্তনীয়
বাক্তি শ্রবণে যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন,
তুমি যাহা যাহা কহিলে, সকলই সত্য। এক্ষণে পাণ্ডব-
দিগকে প্রসন্ন করিও, যদি তোমার মত হয় তাহা
হইলে, পার্থসহ উত্তরার পরিণয় সম্পাদন করি। উত্তর
বলিলেন ইহারা অতি প্রধান লোক, সকলের পূজনীয়,
ও সর্বজনমান্য। অগ্রে মহাভাগগণের যথোচিত সৎ-
কার করা কর্তব্য। বিরাট কহিলেন, আমিও সংগ্রামে
শত্রুদিগের বশতাপন্ন হইয়াছিলাম, পরে যৌরবর বৃকো-
দরই আমার উদ্ধারসাধন করেন, এবং ইহা হইতেই
সমস্ত বিপক্ষগণ পরাজিত ও গোধন সুরক্ষিত হইয়াছে।
ইহারা না থাকিলে যুদ্ধে বিজয়লাভের কোন সম্ভাবনাই
ছিল না। অতএব চল, আমরা সকলে একত্র হইয়া,
সামুজ্য যুধিষ্ঠিরকে প্রসাদিত করি। তাহা হইলে
আমরা অজ্ঞানবশতঃ যে সকল অপরাধ করিয়াছি, তাহা
ধর্ম্মায়া ধর্ম্মতনয় কৃপাবলোকন পূর্বক মার্জনা করিতে

পারেন। এই প্রকার মন্ত্রণা করিয়া মৎস্যরাজ সর্বাগ্রে ধর্মরাজের প্রসাদ লাভ করিয়া তাঁহাকে সকোষদণ্ড সমস্ত সাম্রাজ্য সমর্পণ করিলেন। পরে সকলেরই নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা ও প্রত্যেকের সহিত প্রণয়ালিঙ্গন করিয়া, অর্জুনের মন্তুকাভ্রাণ পূর্বক যথাবিধি সৎকার করিলেন। এবং অদ্য আমার পরম মোভাগ্য, বার-বার এই কথা বলিয়া অসীম হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ সন্দর্শনেও নয়নের পর্যাপ্ত ভূষিতা করিতে পারিলেন না।

অনন্তর মৎস্যরাজ পরমপ্রীতমনে ধর্মরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন আপনারা দুস্তর বনবাসবিপদ হইতে উদ্ধীর্ণ হইয়া আমার ভাগ্যবলে এখান পর্যন্ত আসিয়াছেন, এবং আমার ভাগ্যবলেই মহাশয়েরা মদীয় আবাসে নির্বিলম্বে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিলেন। এক্ষণে এই রাজ্য এবং আমার ইতর সম্পত্তি যে কিছু আছে। সমস্তই প্রদান করিতেছি, আপনারা অনুগ্রহ পূর্বক অসঙ্কুচিতচিত্তে প্রতিগ্রহ করুন। আর যদি আপনকারদিগের মত হয়, তাহা হইলে আমি ধনঞ্জয়কে উত্তরা কন্যা সম্প্রদান করি। এই পুরুষসিংহ মদীয় কন্যার উপাধিক ভর্তা হইয়াছেন। এ কথায় যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়ের প্রতি ভূষিপাত করিলে, অর্জুন মৎস্যপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন আমি আপনকার ভূষিতাকে সুবাস্তাবে প্রতিগ্রহ করিতে পারি। মৎস্য ও ভারতের এই প্রকার সম্বন্ধই যুক্তিযুক্ত ও উপযুক্ত হয়।

অনন্তর বিরাট, অর্জুনকে এইরূপ অশীকারের করণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, আমি রাজ-

তনয়ার সহিত অন্তঃপুরমধ্যে এক বৎসর একত্র অবস্থিতি করিয়াছি। তিনি অতি রহস্য কথাও আমাকে বিশ্বাস করিয়া বলিয়াছেন। আমি শিক্ষকভাবে রাজহুহিতার বৃহৎ ছিলাম। তিনি আমাকে এত কাল আচার্য্যের ন্যায় মানা করিয়া আসিয়াছেন। আমিও শিষ্যাজ্ঞানে অবিচলিত মনে তাঁহার সহিত সংবৎসর অতিপাতিত করিয়াছি। ইহাতে সাধারণের অন্যায়শঙ্কা জন্মিতেও পারে। অতএব, মিথ্যাপবাদ হইতে সাবধান হওয়া সকলেই কর্তব্য। আমি স্বয়ং উত্তরার পাণিগ্রহ করিলে অপবাদের সম্ভাবনা আছে। বস্তুতঃ আমি দাস্ত ও জিতেন্দ্রিয়ভাবে ভবদীয় কন্যার শিক্ষাকার্য্য সম্পাদন করিয়া পিতৃতুল্য হইয়াছি বলিতে হইবেক। শিষ্যা ও ছহিতাতে এবং পুত্র ও আত্মাতে কিছুই বিশেষ নাই। অতএব আপনি মদীয় পুত্রকে কন্যা সম্প্রদান করিলে, মহাশয়ের সকল সমীহিতই সিদ্ধ হইতে পারিবে। সুতরাং এবিষয়ে আপনকার কোন আপত্তি হইতে পারে না। ইহাতে মহারাজও সন্তুষ্ট হইবেন। আমি অদ্য ভবদীয় তনয়াকে স্নানার্থ প্রটিগ্রহ করিলাম। বাসুদেবের স্বর্গীয়, সাক্ষাৎ দেবকুমারের ন্যায় মদীয় কুমার, চক্রপাণির পরম প্রিয়পাত্র। সে বাল্যকালেই শাস্ত্রবিদ্যায় পরম পারদর্শী হইয়াছে। সেই মহাবাহু সুকুমার মদীয় কুমার, মহাশয়ের উপযুক্ত জামাতা, ও রাজহুহিতার অনুরূপ ভর্তা হইবে।

বিরাট কহিলেন ঈদৃশ জ্ঞানালোকসম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় ধনঞ্জয়ে আমার সকলই উপপন্ন হইয়াছে। অতএব আপনি যাহা বলিবেন তাহাই কর্তব্য। অজুন সম্বন্ধী

হইলে আমার সমস্ত কামনাই সমৃদ্ধ ও সুসিদ্ধ হইবে
সন্দেহ নাই ।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ, পার্থ ও মৎস্যের ঐকমত্য হইয়াছে
দেখিয়া সম্মতি প্রদান করিলেন । পরে দিনস্থির
হইলে উভয়েই সর্বাগ্রে বামুদেবের নিকট এই প্রিয়
বার্তা প্রেরণ করিয়া, পশ্চাৎ অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের
নিমন্ত্রণ করিলেন । ধনঞ্জয় স্বীয় পুত্র অতিমন্যু ও পরম
প্রিয়সখা বামুদেবকে আনিতে লোক প্রেরণ করিলেন ।
এবং আনর্তস্থিত দাশার্হদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা-
ইলেন । যুধিষ্ঠিরের পরমপ্রীতিপাত্র, কাশীরাজ ও
ঈশবারাজ, উভয়ে নিমন্ত্রিত হইয়া চতুরঙ্গিনী সেনা
সমতিবাহারে বিরাটনগরে আগমন করিলেন । মহা-
বল যজ্ঞসেন সমস্ত অক্ষৌহিনীর সহিত আসিয়া উপ-
নীত হইলেন । শিখণ্ডী, অপরাঞ্জিত, ধৃষ্টদ্রুম প্রভৃতি
বীরগণ, ও অতিবদূন্য বেদাধ্যয়নসম্পন্ন অন্যান্য ভূপাল
সকল নিমন্ত্রিত হইয়া যথাকালে উপস্থিত হইলেন ।
মৎস্যপতি অতি বিনীতভাবে সটেন্য ভূপতিগণের যথা-
বিধি সৎকার করিতে লাগিলেন । উপযুক্ত পাত্রে
কন্যা সম্প্রদান করিবেন বলিয়া তাঁহার আনন্দের
পরিসীমা রহিল না ।

অনন্তর সমস্ত পার্থিবগণ সমাগত হইলে, বনমালী,
বলরাম, কৃতবর্মা, হার্দিক্য, সাতাকি, অনাধৃষ্টি, অরুর,
শম্ব ও নিষট, সকলে একত্র হইয়া অতিমন্যু ও তদীয়
মাতা সুভদ্রাকে লইয়া বিরাটনগরে শুভাগমন করিলেন ।
ইন্দ্রসেন প্রভৃতি রথীগণ ভোজ ও অক্ষকদেশীয় যোদ্ধা
সকল এবং বৃষ্ণিবংশীয় যাবতীয় বীরগণ অসম্ভা রথ

তুরগাদি সমভিব্যাহারে বাসুদেবের অনুগামী হইয়া আসিলেন ।

অনন্তর রমণীগণ বসন ও বিবিধ মণিরত্নে ঠেঁকাহীন স্থান সুসজ্জিত করিতে লাগিল । পার্শ্বের আদেশে বিরাট-ভবনে শঙ্খ ভেরী প্রভৃতি বাদ্যনাদ হইতে আরম্ভ হইল । বৃহৎ বৃহৎ মৃগ ও পবিত্র পশু সকল বলিদান হইতে লাগিল । সুরা মৈয়ের প্রভৃতি সুখ-সেবা দ্রব্য সকল আনীত হইল । সঙ্গীতবিদ্যাশিষ্যাদি নটগণ নাট্য আরম্ভ করিল । ঐশ্বর্য্যালব্ধ ও মাগধ-গণ স্তুতিগীত করিতে লাগিল । আভরণশোভিতা পরম-রূপবতী শত শত যুবতী সুদেয়াকে পুরস্কৃত করিয়া আগমন করিল । তন্মধ্যে পাণ্ডবমহিষী অলোকসামান্য রূপে সভাগত সমস্ত রমণীকেই অতিক্রম করিলেন । অনন্তর পুরনারীগণ নহেন্দ্র-দুহিতাসম নরেন্দ্র-নন্দিনীকে অলঙ্কৃত পরিবারিত ও পুরস্কৃত করিয়া উপস্থিত হইলে, ধনঞ্জয় তাঁহাকে সুকুমার কুমারের নিমিত্ত প্রতিগ্রহ করিলেন । পরে ধর্ম্মরাজ, রাজতনয়াকে সুস্বাভাবে পরিগ্রহীত করিলে, অর্জুন কৃষ্ণাকে পুরস্কৃত করিয়া পুত্রের বিবাহ নিষাহ করিলেন ।

বিরাটরাজ পাণ্ডবের সন্তান কন্যারত্ন প্রদান ও বিপুল ধন দান করিয়া সমিদ্ধ হতাশনে হোম বিধান করিলেন । এবং দ্বিজসম্মানের যথাবিধি পূজা সমাধা করিয়া জামাতৃহস্তে রাজ্য, বল, কোষাদি সমস্ত সম্পত্তি ও পরিশেষে আত্মাকেও সমর্পিত করিলেন । এইরূপে পরিণয়কার্য্য সুসমাহিত হইলে, রাজা যুধিষ্ঠির বাসুদেবানীত বিপুল রত্ননিচয় ব্রাহ্মণসং করিলেন । এবং

সহস্র গো, প্রচুর বস্ত্র, রমণীয় ভূষণ, যান, ও শয্যাাদি
 বিনিধ বস্তু অজস্র বিতরণ করিতে লাগিলেন । ভাবত
 ও মৎস্যনাথের অসামান্য পবিত্র চরিত্র সন্দর্শনে উপ-
 স্থিত ব্যক্তিমাতেই ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল ।
 পাণ্ডুবংশ, বৃষ্ণিবংশ, ও সবংশ বিরাটরাজের স্মৃথের
 আর পরিণীমা রহিল না ।

এই বিবাহমহোৎসবে নানাদেশীয় মহীপালগণের
 ও শত শত অক্ষৌহিনী সেনার একত্র সমাগমে বিরাট
 নগরের যে কি পর্য্যন্ত শোভা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা-
 তীত ইতি ।

সমাপ্ত ।



